আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০৯ || সোমবার || পৌষ ১৩ || ১৪২৯ || জমাদিউল আঃ ০৪ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 09 || 28 November || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ট্রাম্পকে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার নির্দেশ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

এয়ীর বিদায়ের সুর ফুটবল বিশ্বে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লিওনেল মেসি-ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো-নেইমার জুনিয়র, এই তিনজনই খেলছেন কাতার বিশ্বকাপে। যার মধ্যে সবাই নিজের নামের প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করতে পেরেছেন। তকবে ইনজুরির কারণে নেইমার ছিটকে গেছেন। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তিন ফুটবলারই এবার শেষবারের মতো মাঠে নেমেছেন। এই তিনত্রয়ীর বিদায়ের সুরে অশ্রুসিক্ত এখন ফুটবল বিশ্ব। ৯২ বছরের ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে কাতার; সেটি করে দেখানোর মঞ্চেও নেমে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবের দেশটি। তবে কাতার বিশ্বকাপ এমন এক মঞ্চ যেখানে বাজছে পূর্ণচ্ছেদের সুর, তাতে অশ্রুসিক্ত বিশ্ব। লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও নেইমার। হালের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

মরুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ পর্যটকরা

আরব অর্থনীতিতে বিশ্বকাপের দোলা

♦ *আগামী বছর দেশটিতে অনুষ্ঠিত হবে 'এশিয়ান কাপ ২০২৩'*
♦ *কাতারের হোটেল ও হসপিটালিটি খাতে প্রবৃদ্ধি হবে ১২%*

মুহাম্মদ শরীফ হোসেন: বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে আসা পর্যটকরা নানা রঙে সাজানো দাওয়ে (মাস্তুল জাহাজ) করে দোহায় পারস্য উপসাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। আট বছর ধরে একটি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশংসায় হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশী-আমেরিকান আবুল বি খান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনসহ বাংলাদেশের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

চীনের নেতৃত্বে বৈঠকে বাংলাদেশসহ ১৯ দেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারত মহাসাগর অঞ্চলের বাণিজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে সম্প্রতি ১৯টি দেশের সঙ্গে বৈঠক করেছে চীন। ওই বৈঠকে বাংলাদেশসহ ১৯টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। চায়না ইন্টারন্যাশনাল **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৫ দিনে রেমিট্যান্স ১৩৫ কোটি ডলার

ঢাকা ডেস্ক: চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম ২৫ দিনে ১৩৪ কোটি ৭১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। দেশের ডলার সংকট কাটাতে প্রবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর পরও প্রবাস আয়ে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।



চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ২০০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। তবে পরবর্তী সময়ে রেমিট্যান্সের ইতিবাচক এই ধারা অব্যাহত থাকেনি। এর পরের মাসগুলোতে ধারাবাহিকভাবে কমছে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ।
অবৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠানোর তথ্য পেয়েছে আর্থিক গোয়েন্দো সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com


APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com


CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com


CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Redmart HD | jadoo | BTV AROUND THE CLOCK | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY SABUJ | myCable | YUPPTV | World Cable

Jago bd .com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের
জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বেলারুশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারা গেছেন



ঢাকা ডেস্ক : রাশিয়ার মিত্র বেলারুশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্লাদিমির মেকি মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি ২০১২ সাল থেকে এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শনিবার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বেল্টা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। খবর আলজাজিরার। বেলারুশ রাশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী মিত্র, বিশেষ করে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই তারা রাশিয়ার সঙ্গে রয়েছে। বেলারুশ নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো তার দেশকে মস্কোর সেনাদের দ্বারা ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল'র নভেম্বর সংখ্যা বাজারে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাজারে এসেছে দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল-এর নভেম্বর সংখ্যা। অক্টোবর সংখ্যার মতো এই সংখ্যায়ও প্রাধান্য পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের ও বৈশ্বিক মন্দা নিয়েও একাধিক প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে রয়েছে বিশ্লেষণী প্রতিবেদন। আছে বিশেষজ্ঞ মতামত, বিশ্লেষণও। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এই ম্যাগাজিন নিয়মিতভাবে প্রকাশ হচ্ছে প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে। পাঠকের চাহিদা বুঝে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন দিয়ে ম্যাগাজিন সাজাতে কাজ করছেন এক ঝাঁক তরুণ সংবাদকর্মী। প্রতিটা সংখ্যায় থাকছে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ ও মন্তব্য প্রতিবেদনও। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, জলবায়ু সংকট, বিজ্ঞানপ্রযুক্তিসহ নানা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সব ধরনের পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে চায় দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল।



নভেম্বর সংখ্যায় মূল্যস্ফীতিকে আচরণগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রজার ব্ল্যাকওয়েল এবং ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও এমবিএ প্রোগ্রামের ডিরেক্টর রজার বেইলি। 'অবজেক্টিভ প্রোসপারিটি : হাউ বিহ্যাভিওরাল ইকোনমিকস ক্যান ইমপ্রুভ আউটকামস ফর ইউ, ইওরো বিজনেস অ্যান্ড ইওর নেশন' গ্রন্থের রচয়িতা তাঁরা।

টালমাটাল পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন জুম-এর কমপেনসেশন পার্টনার টাইরেন থম্পসন, রেফ্রেজলির প্রতিষ্ঠাতা ম্যাথিউ রামিরেজ, ফটোএইড-এর গবেষক পিওত্র বুচিনস্কি, লাভ অ্যান্ড ল্যাভেন্ডার-এর কন্টেন্ট রাইটার আমির হাসোভিচ, পিচগ্রেড-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও লুনিয়ানো কলোস, কুইক-এর এফপিঅ্যান্ডএ পরিচালক জাখারি ম্যাককার্টি এবং লাইভ পোল ফর স্লাইডস-এর সিইও ইয়ংমিং সং। রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন ব্যবসার হালচাল নিয়েও আলোচনা।

মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটি অনার্স কলেজের ডিন ও পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর জন আর ভিল লিখেছেন আইন মেনে সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুত্ব নিয়ে। এ ছাড়াও মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের আশানুরূপ ফল না পাওয়ার এবং ডেমোক্র্যাটদের সিনেট ধরে রাখার পেছনের কারণ নিয়ে এই সংখ্যায় রয়েছে বিশ্লেষণ। প্রতিনিধি পরিষদ রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ায় ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে কী কী বাঁধার মুখে পড়তে হতে পারে, তা নিয়েও রয়েছে আলোচনা।

এ ছাড়া ইলন মাস্ক টুইটারের মালিকানা নেওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটিতে টালমাটাল পরিস্থিতি, জলবায়ু সংকট, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও রয়েছে বিশ্লেষণী প্রতিবেদন। ইরানের বিক্ষোভ নিয়েও রয়েছে প্রতিবেদন।

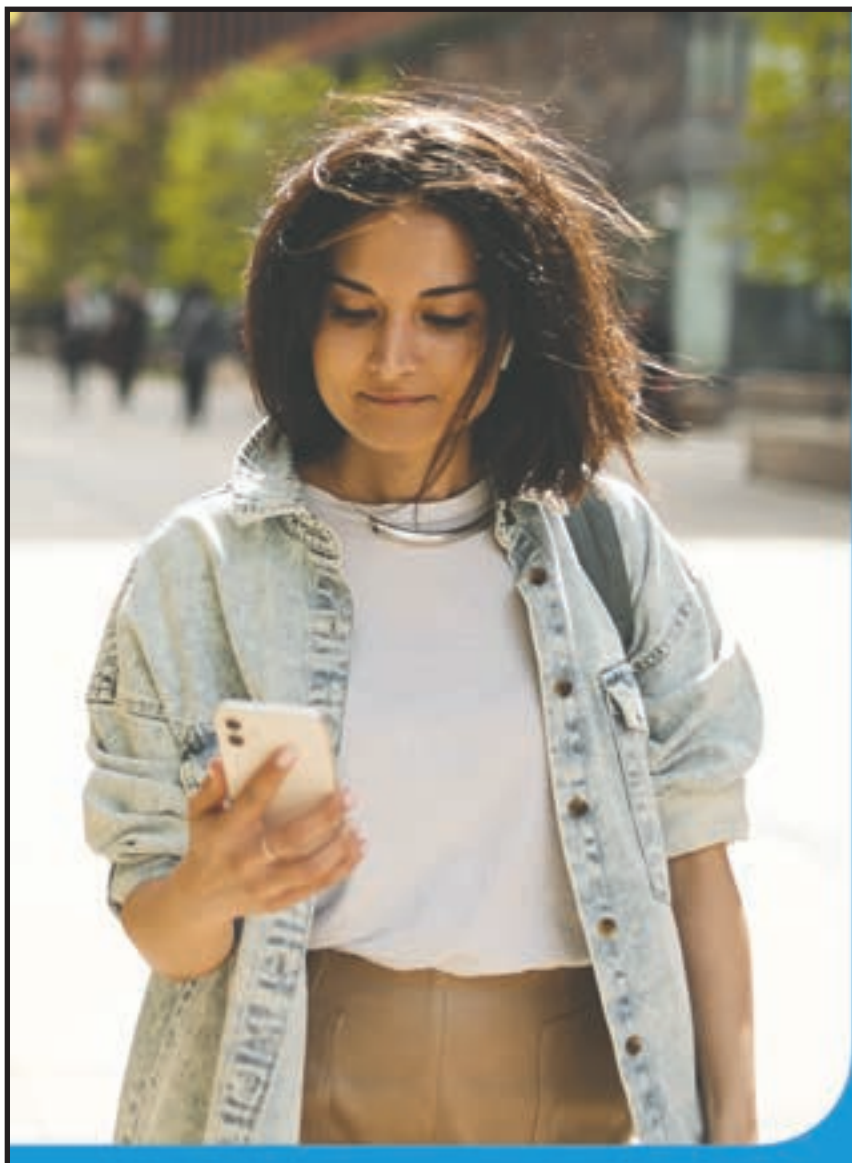
সব মিলিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা এবং ঘটনাবলীর হালনাগাদ তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে নভেম্বর সংখ্যা নিয়ে বাজারে হাজির হয়েছে 'দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল'। সাময়িকীর সহ প্রতিষ্ঠাতা ও সমাজকর্মী মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি বলেন, দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়ালের নভেম্বর সংখ্যা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে পাঠকের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

সাময়িকীর আরেক সহ প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, আমরা সবসময়ই হালনাগাদ তথ্য দিয়ে এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ও বিশেষজ্ঞ মতামত উপস্থাপন করে পাঠকের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সাময়িকীর অপর সহ প্রতিষ্ঠাতা সালমা জাহান বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্য হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে তথ্যের অবাধ প্রবাহ অত্যন্ত জরুরি। তথ্যের ব্যাপারে যিনি হালনাগাদ থাকবেন না, তিনিই পিছিয়ে পড়বেন। আমরা পাঠককে বস্তুনিষ্ঠ, প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সাংবাদিকতার মাধ্যমে হালনাগাদ রাখতে চাই।

'দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল' বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আইজে ভেঞ্চার্স ইনকর্পোরেটের একটি সাময়িকী। এর অলংকরণ ও মুদ্রণ করেছে আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশনস। সাময়িকীর অনলাইন ঠিকানা: magazine.thenyeditorial.com





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

স্বাগতম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

Beanibazar Social & Cultural Society PA, Inc.

বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি, পেনসিলভেনিয়া, ইনক্

তারিখ: ১১-২০-২০২২ ইং

বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি, পেনসিলভেনিয়া, ইনক- এর নবগঠিত কার্যকরী কমিটি:

মেয়াদকাল: ২০২৩ ইং থেকে ২০২৫ ইং



সভাপতি
জাকারিয়া চৌধুরী



সাধারণ সম্পাদক
মোহাম্মদ সাহেদুর রহমান



সহ-সভাপতি
আবেদিন জয়নাল



সহ-সাধারণ সম্পাদক
হোসেন আহমদ



কোষাধ্যক্ষ
মোহাম্মদ ফারুক মিলন (গাল)



সাংগঠনিক সম্পাদক
মঞ্জুর আহমদ



প্রচার সম্পাদক
ফখরুল ইসলাম চৌধুরী (ফাহাদ)



দপ্তর সম্পাদক
ফাহিম আহমদ



সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক
সাইফুল আলম (বাবলু)



সমাজকল্যান সম্পাদক
মোহাম্মদ তাওহিদ খান



ক্রীড়া সম্পাদক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন



মহিলা সম্পাদিকা
সুমনা জামান

কার্যকরী সদস্যঃ



মোহাম্মদ খসরু জামান (বাবু)



মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন



মোস্তফা বাদল



আসাদুজ জামান



মুরাদ চৌধুরী

শুভেচ্ছান্তেঃ-
বন্ধু সংগঠনদ্বয় পেনসিলভানিয়া,
ইউ এস এ

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

নৈরাজ্য দূর করা প্রয়োজন
বিমানের অব্যবস্থাপনা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বেসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা। বহির্বিশ্বে দেশের পরিবহনসংশ্লিষ্ট ভাবমূর্তি মূলত এর মাধ্যমেই তৈরি হয়। বাস্তবতা হলো, কাঙ্খি ত সুনাম এখনো অর্জন করতে পারেনি তারা। এর ব্যবস্থাপনা ও সেবা নিয়ে যাত্রী, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ থেকে এখনো অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন সময় অভিযোগের ভিত্তিতে কমিটিও হয়েছে। কারণ চিহ্নিত করে সুপারিশও করেছে তারা। কিন্তু সেসবের বাস্তবায়ন খুব একটা হয়নি।

যাত্রীরা প্রায়ই অভিযোগ করে, তারা টিকিট কাটতে গিয়ে টিকিট পায় না। অনেক চেষ্টা-তদবির করে টিকিট জোগাড় করতে হয় অথবা কালোবাজারিদের কাছ থেকে বেশি দামে কিনতে হয়। অথচ বিমান ছাড়ার সময় দেখা যায় অনেক সিট খালি। এমন অভিযোগও রয়েছে, বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা টাকার বিনিময়ে বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলোর অনুকূলে টিকিটের অব্যবস্থাপনা জিইয়ে রাখছেন। ফ্লাইট সূচিতেও প্রায়ই গড়বড় হয়। বিমানের নানা খবর দেখে অনেক সময় মনে হতে পারে, এই প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রশাসন নেই। চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনায় বিমান অশুভ চক্রের কাছে জিম্মি। বিমান বাংলাদেশ এয়ার-লাইনসের বিরুদ্ধে অব্যবস্থাপনার অভিযোগ অনেক পুরনো। এমন অব্যবস্থাপনার একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে গতকাল কালের কণ্ঠে। প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, বিমানের জেদ্দা এবং মদিনা রুটে বুকিং দেওয়ার সময় সিট পাওয়া যায় না। অথচ উড্ডয়নের সময় সিট খালি থাকে। সিট খালি থাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থাটির ক্ষতি হয়েছে ৪৩ হাজার ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৪৪ লাখ টাকা। সাম্প্রতিক এ ঘটনায় বিষয়টি সবার গোচরে এসেছে।

বিমানের অব্যবস্থাপনা নিয়ে শুধু যাত্রী-ব্যবসায়ী-রাই অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, তা নয়। কয়েক বছর আগে বিমানের অব্যবস্থাপনা ও সেবার ঘাটতি নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নিজেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। বিমানকে এসব বিষয় আমলে নিতে হবে নিজের ও দেশের স্বার্থে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। না হলে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতিতে। আন্তরিকতা থাকলে বিমানকে ঢেলে সাজানো কঠিন কাজ হবে না বলে আমরা মনে করি।

বিমানের জেদ্দা এবং মদিনা রুটে বুকিং দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির যে ঘটনা ঘটেছে। বছরের পর বছর ধরে বিমানের 'নিউ-ইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক' রুট বন্ধ রয়েছে। এসব বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ভোটের দিনের নয়, চাই প্রতিদিনের গণতন্ত্র

মোশতাক আহমেদ

নির্বাচন এলেই গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনায় সরগরম হয়ে ওঠে চারদিক- গ্রামের হাটের চায়ের দোকান থেকে টেলিভিশনের 'টকশো'; সর্বত্র। কি সরকারি দল কি বিরোধী; সবাই তখন গণতন্ত্রের জন্য 'যায় যদি যাক প্রাণ' পণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপথে; যারা ক্ষমতায় থাকে, তারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আর যারা ক্ষমতার বাইরে থাকে, তারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য। তবে সবারই লক্ষ্য থাকে 'নির্বাচন'। যেন নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়াই গণতন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এটি যে শুধু সাম্প্রতিক সময়ের বিষয়, এমন কিন্তু নয়। সেই স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই, বলা চলে তারও আগে, পাকিস্তান আমল থেকেই এমনটি চলে আসছে। যদিও পাকিস্তান আমলের প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। একদিকে বাঙালী জাতিসত্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া দেড় হাজার মাইল দূরের এক বিজাতীয় গোষ্ঠীর নব্য উপনিবেশবাদী আধিপত্য; অন্যদিকে তাদেরই প্রতিভূ সামরিক স্বৈরশাসন। স্বাভাবিকভাবেই তখনকার সংগ্রামে বাঙালী জাতীয়তাবাদ আর ভৌগোলিক স্বাধিকারের প্রশ্নটিই হয়ে উঠেছিল মুখ্য। গণতন্ত্রের ভাবাদর্শগত ভিত্তি বা চেতনা নিয়ে বেশি গভীরে যাওয়ার তেমন প্রয়োজন বোধ করেনি এ দেশের মানুষ। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনকেই তারা দেখেছে গণতন্ত্র হিসেবে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫১ বছর পরও এ বিষয়ে পাকিস্তানি ধারণা থেকে উত্তরণের কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। স্বাধীনতার প্রত্যুষলগ্নে প্রত্যাশা ছিল, লাখো শহীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রই হবে মূল চালিকাশক্তি এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। কিন্তু সেটি হয়ে ওঠেনি বা হয়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। এই তো কয়েক দিন আগেই (৪ নভেম্বর) আমাদের সংবিধান দিবস পালিত হলো। অনেকেই অনেক আলোচনা করলেন। অথচ সংবিধানে বিধৃত চার মূলনীতির প্রথমটিই যে গণতন্ত্র; তা নিয়ে তেমন আলোচনা চোখে পড়েনি। পড়েনি কারণ এখনও এ দেশের মানুষ গণতন্ত্র বলতে নির্বাচনকেই বোঝে। বোঝে প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। তাই তো নির্বাচন এলে তা সে জাতীয় নির্বাচনই হোক আর স্থানীয় সরকার; গণতন্ত্রের জন্য মায়াকান্না আর মারমার কাটকাট্টু শুরু হয়ে যায়। বাস্তবতা হলো, মুখে যতই গণতন্ত্রের কথা বলি না কেন; প্রকৃত অর্থে আমরা গণতন্ত্রকে ভয় পাই। কারণ গণতন্ত্র গণমানুষ তথা সাধারণ মানুষের কথা বলে। বলে জবাবদিহির কথা। সমস্যা হলো এই জবাবদিহি নিয়েই। কারণ জবাবদিহি নিশ্চিত হলে সমাজে, সরকারে চুরিচামারি, লুটপাট চলতে পারবে না। এসব যদি না চলে তাহলে সুবিধাবাদী বুর্জোয়ারা চলবেই বা কেমন করে!

আজকে যদি আমরা আমাদের সমাজবাস্তবতার দিকে তাকাই; দেখব রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার কোনো ক্ষেত্রেই জবাবদিহির লেশমাত্র নেই। সবাই নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে ক্ষমতার স্তরবিন্যাস অনুযায়ী উর্ধ্বতনকে খুশি করতে ব্যস্ত। এখানে জনগণের কোনো ঠাঁই নেই। যদিও আমরা কথায় বলি,ওজনগণই সকল ক্ষমতার উৎস; বাস্তবে জনগণ হলো ক্ষমতায় যাওয়ার একটা সিঁড়ি মাত্র। এই যে আমাদের আমলা সম্প্রদায়, যাদের প্রমিত বাংলায় বলা হয় 'প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী', তারা পর্যন্ত জনগণকে গোনায় ধরে না। কয়েক দিন আগে দেখলাম, সরকারের একজন আমলা সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। শুধু সচিব পদেই নয়; আরও নিম্নতর পদেও অহরহ এমনটি হচ্ছে। কিন্তু এমনটি কি হওয়ার কথা? একজন আমলা তাঁর যোগ্যতাবলেই পদোন্নতি পাবেন। এটিই স্বাভাবিক। যখন কোনো আমলা তাঁর পদোন্নতি বা পদায়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, তখনই তাঁর জবাবদিহির অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে- তিনি জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। এই যদি হয় অবস্থা, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কেমন করে! জবাবদিহির অনুপস্থিতির কারণে ক্রমেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে। ফলে বারবার হোঁচট খাচ্ছে আইনের শাসন। তাই তো দেখি সাগর-রুনি হত্যাকান্ডের মতো একটি চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানি গত ১০ বছরে ৯৩ বারের মতো পেছানো হয়। অন্যদিকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই রাজধানীতে মুনিয়ার মতো এক তরুণী হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত একজন শীর্ষ ব্যবসায়ীর পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে পুলিশ। শুধু ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাই নয়; খোদ সংসদেও নেই কোনো জবাবদিহির বালাই। এই যে দেশে এত কিছু ঘটছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হুহু করে; কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে মাসে মাসে



জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে; এসব নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা নেই। নেই কারও কোনো উচ্চবাচ্য। বিশ্বাস করতে চাই, আমাদের সংসদে যাঁরা আছেন, তাঁদের মাঝে নিশ্চয় এমন অনেকে আছেন, যাঁরা এসব নিয়ে ভাবেন। কিন্তু তাঁরা কথা বলতে চান না। এক অদৃশ্য শক্তি তাঁদের মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। তাঁরা দলতন্ত্রের কাছে অসহায়। এভাবেই গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে দলতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদিতা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।

এই অবস্থাতেই আমরা পাঁচ বছর পরপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠি কখনও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, কখনওবা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে। ভাবখানা এমন- পাঁচ বছরে এক দিন সুন্দর একটি নির্বাচন করতে পারলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল; বাকি ১ হাজার ৮২৪ দিন যা-ই ঘটুক না কেন। অথচ আমরা একবারও ভাবি না, গণতন্ত্র একটি চলমান সামাজিক প্রক্রিয়া। এক দিনের ভোটেই তার পরিপূর্ণতা আশা করা বোকামি বৈ আর কিছু নয়।

একটি কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি- বিরোধী দল শক্তিশালী হলে গণতন্ত্রও শক্তিশালী হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত যখন যে দল ক্ষমতায় থেকেছে, তারাই বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখার সম্ভাব্য সব চেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনও যাচ্ছে। ভিন্নমতের প্রতি সাধারণ সহিষ্ণুতাটুকু দেখাতে কেউ রাজি নয় বলে মনে হচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন বি-ভাগীয় শহরে বিএনপির সমাবেশ ঘিরে সরকার বা সরকারি দল যা করছে, তাকে কোনো অবস্থাতেই গণতন্ত্র বিকাশে সহায়ক বা ইতিবাচক বলা চলে না। তবে এটিও সত্য, বিএনপি যদি কখনও ক্ষমতায় আসে, তারাও যে একই পথে হাঁটবে না- এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

অপ্রিয় হলেও এটিই সত্য, বাংলাদেশে গণতন্ত্র দলনে সামরিক স্বৈরশাসন আর নির্বাচিত বেসামরিক শাসন যেন একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে চলেছে। গত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। এই সময়ে যেসব দল রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, তাদের কেউই আইনের শাসন ও জবাবদিহি নি-শ্চিতকরণের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সচেষ্ট হয়নি। ফলে গণতন্ত্র তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। গণতন্ত্রকে দুর্বল রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা যতই শক্তিশালী করা হোক না কেন, তা কখনোই কার্যকর ফল দিতে পারে না- এ কথা কে না জানে! এটি পেতে হলে আমাদের প্রতিদিনের রাষ্ট্রিক আচরণে গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে; শুধু ভোটের দিনে নয়।

লেখক: কলাম লেখক ও জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর/ডি.	২৮	২৯	৩০	১	২	৩	৪
ফজর	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪৩
সূর্যোদয়	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০১	৭.০২	৭.০৩	৭.০৪
জোহর	১১.৪৪	১১.৪৫	১১.৪৫	১১.৪৫	১১.৪৬	১১.৪৬	১১.৪৭
আসর	২.৪৯	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৭	২.৪৭
মাগরিব	৪.৩১	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩০	৪.২৯	৪.২৯
এশা	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সংকটে ব্যাংকের ওপরই ভরসা রাখুন

মাসরুর আরেফিন

কোনো সন্দেহ নেই, পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতো আমাদের এখানেও একটা অর্থনৈতিক সংকট চলছে। তেমনই কোনো সন্দেহ নেই, কিছু লোক খারাপ উদ্দেশ্যে বার্তা দিচ্ছে ব্যাংকের টাকা তুলে নেওয়ার কিংবা হিসাব দিচ্ছে-'ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেলে আপনি আপনার আমানতের কতটুকু খোয়াবেন।'

আমার এ লেখা দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে অস্বীকার করার জন্য নয়। সেই সংকটের সমাধান যদি জানতে চান, তাহলেও এ লেখা পড়ে আপনার লাভ নেই। কিন্তু ব্যাংক থেকে আমানত তুলে নেওয়ার মতো কোনো যৌক্তিক পরিস্থিতির মোটেই সৃষ্টি হয়েছে কি না, সে বোঝাবুঝিটা যেন আপনি করে নিতে পারেন, সেই কারণেই এই লেখা।

প্রশ্ন হলো, মানুষ ব্যাংকে টাকা কেন রাখে? মোটা দাগে মানুষ কাজটা করে তিন কারণে। এক. ব্যাংকে টাকার নিরাপত্তা মেলে; দুই. চাহিবামাত্র সেই টাকা তোলা যায়; তিন. কিছু মুনাফা বা সুদ পাওয়া যায়। বুঝলাম দেশের রিজার্ভ কমছে, ডলার মার্কেটের তারল্য কমছে; বুঝলাম টাকা দিয়ে ডলার কিনতে সমস্যা হচ্ছে।

কিন্তু টাকার তারল্য কি কমেছে? সোজা উত্তর, না। এ মুহূর্তে দেশের ব্যাংকব্যবস্থায় যে পরিমাণ তারল্য থাকার কথা, তার অতিরিক্ত তারল্য রয়েছে আরও ১ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকার। এই পরিমাণ উদ্বৃত্ত তারল্য জমা আছে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে, তাছাড়া ব্যাংকে নগদ আকারে। এ মুহূর্তে দেশের ব্যাংকগুলোয় জমা থাকা মোট আমানত বা ডিপোজিটের পরিমাণ ১৪ লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকা। আমানতকারীদের ওই টাকা চাহিবামাত্র ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা পরিমাপের অন্য নাম ব্যাংকের তারল্য। আমাদের এ তারল্যের পরিমাণ বর্তমানে ৪ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু হিসাবমতে আমাদের এই তারল্য থাকা লাগত আড়াই লাখ কোটি টাকার মতো। অন্য কথায়, নিয়মমাফিক দেশের মোট আমানতের ১৭ শতাংশ টাকা নিরাপদে তুলে রাখার জায়গায় আমরা রেখেছি ২৮ শতাংশ টাকা।

এ রকম উদ্বৃত্ত তারল্য বিদ্যমান থাকতে আপনি লোকের কথা শুনে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রাখবেন কোথায়? বাসা কি ব্যাংকের চেয়ে নিরাপদ? সত্য একটা ঘটনা বলি। এই সেদিন আমাদের এক জেলা শহরের শাখা ব্যবস্থাপক জানালেন, তার এক গ্রাহক ১৩ লাখ টাকা বাসায় নিয়ে গেছেন। কারণ, তার ইতালি প্রবাসী ভাই বলেছেন ব্যাংকে টাকা রাখা নিরাপদ নয়। দুই সপ্তাহ পর তিনি ব্যাংকে ফিরে এসেছেন ৯ লাখ টাকা নিয়ে। বাকি ৪ লাখ টাকা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, সেটা চুরি হয়ে গেছে।

ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপনার একটা বড় তত্ত্ব হলো, সব আমানতকারীর একসঙ্গে সব টাকা নগদ করার দরকার পড়ে না কখনো। গ্রাহকদের ব্যাংকে রাখা সঞ্চয় যদি সবার একসঙ্গে দরকার পড়ত, তাহলে পৃথিবীতে ব্যাংকিং বলে কোনো কিছু আবিষ্কারই হতো না। ব্যাংক আপনার আমানত নিয়ে অন্যকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয় বলেই মানুষ ঋণ নিয়ে তার ব্যবসার আকার বড় করে বা বাসস্থানের জন্য দীর্ঘমেয়াদে গৃহঋণ নেয়।

এখন সব আমানতকারী যদি এসে বলেন, 'সব টাকা ফেরত দাও', তাহলে ব্যাংকগুলোকে সব ঋণগ্রহীতার কাছে গিয়ে বলতে হবে, 'আপনার ফ্যাক্টরি বা বাড়ি বিক্রি করে সব টাকা ফেরত দিন।' সেটা অবাস্তব। এখন প্রশ্ন আসে, পুরো টাকাটা ব্যাংক থেকে মানুষ একযোগে তুলে নিতে চাইলে কতটা নিতে পারে? ইতিহাস এ ব্যাপারে কী বলে? সামগ্রিক অর্থনীতির সমূহ পতন কিংবা বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে এমন কোনো উদাহরণ নেই যে ব্যাংক খাত থেকে মোট আমানতের ১০-১২ ভাগের বেশি টাকা একযোগে বা এক মৌসুমে বেরিয়ে গেছে। সেখানে আমরা এ দেশের গ্রাহকদের মোট আমানতের ১৭ ভাগ টাকা রক্ষিত রাখার বদলে রেখেছি ২৮ ভাগ। মোদ্দা কথা, পৃথিবীর কোনো দেশই তার ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জনগণের রাখা মোট আমানত নিয়ে চিন্তিত থাকে না। আমরাও ১৪ লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকার মোট আমানত নিয়ে চিন্তিত নই।

এবার 'কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক' নামের একটা বিষয়ে কিছু কথা বলি। অর্থাৎ ব্যাংকিংব্যবস্থার বাইরের টাকা। আপনি আপনার ব্যাংক হিসাব থেকে ১০০ টাকা তুলে নিলে সেই ১০০ টাকাকে বলা হয় 'কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক', যে টাকার অর্থনীতিতে গভীর অবদান রাখার ক্ষমতা তুলনামূলক কম। এটাই আপনার দৈনন্দিন লেনদেনের টাকা। এ মুহূর্তে লেনদেনে ব্যবহৃত আমাদের এ টাকার পরিমাণ ২ লাখ ৪১ হাজার কোটি।

এবার আপনি ব্যাংক থেকে টাকা অহেতুক তুলে নিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেখবে এর ফলে দৈনন্দিন লেনদেনে ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তখন মুদ্রানীতিতে 'রিজার্ভ মানি'র প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখতে তাদের অর্থ সরবরাহ বাড়াতেই হবে।

আর সেই সঙ্গে কিন্তু বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি, যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়বে আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষের ওপর। ব্যাংক থেকে অকারণে টাকা তুলে নেওয়ার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাহলে কোথায় গিয়ে পড়ছে? সেটা ঘুরে গিয়ে পড়ছে জনগণেরই ঘাড়ে।

> **এবার আপনি ব্যাংক থেকে টাকা অহেতুক তুলে নিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেখবে এর ফলে দৈনন্দিন লেনদেনে ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তখন মুদ্রানীতিতে 'রিজার্ভ মানি'র প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখতে তাদের অর্থ সরবরাহ বাড়াতেই হবে।**

এবার আসি যারা ভুল বার্তা ছড়াচ্ছেন, তাদের কিছু উটকো যুক্তি প্রসঙ্গে। প্রথমে বলি বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ ছিল ৩ হাজার ২৭১ কোটি ডলার। ২০১৯-২০ সময়ে এটা দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬০৩ কোটি ডলারে। এরপর করোনার মধ্যে অবৈধ চ্যানেলে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স পাঠানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ানোয় বৈধ চ্যানেলে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স আসতে থাকে।

তাছাড়া ব্যাংকগুলো অনেক আমদানি ব্যয় পরিশোধকে 'ডেফার্ড' বা প্রলম্বিত করায় ২০২০-২১ অর্থবছরে এ রিজার্ভ উঠে যায় ৪ হাজার ৬৩৯ কোটি ডলারে। কিন্তু করোনা শেষে অর্থনীতি স্বাভাবিক হতে থাকলে আমদানি ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসা কমতে শুরু করে এবং একই সঙ্গে 'ডেফার্ড' আমদানি পরিশোধের দায় মেটাতে রিজার্ভের ওপর চাপ পড়া শুরু হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে দেশের রিজার্ভ শেষ হয়ে গেছে অথবা আগামী কয়েক মাস আমদানি ব্যয় ও বিদেশি ঋণের কিস্তি মেটানোর মতো ডলার দেশে নেই। ১৯৯১ সালে বাড়ির পাশের ভারতই এর চেয়ে কত তীব্র এক সংকটের মুখে পড়েছিল।

সে বছরের জানুয়ারি থেকে জুন-মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে ভারতের রিজার্ভ প্রায় ৫০ শতাংশ কমে ১০০ কোটি ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল। সংকট এতটাই প্রকট ছিল যে, তখন আমদানি ব্যয় পরিশোধের সামান্য সক্ষমতাটুকুও ভারতের ছিল না। সেবার আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে প্রায় ২২০ কোটি ডলার ঋণ নিয়ে ভারত সে সংকট কাটিয়ে উঠেছিল খুব চমৎকারভাবেই। এখানে উল্লেখ্য, ভারত সেদিন যে লোনটা পেয়েছিল, তা ছিল স্বর্ণের বিপরীতে পাওয়া 'সিকিউরড' ঋণ। আর আমরা আইএমএফ থেকে যে ঋণ পাচ্ছি, সেটা কিন্তু অমন কিছু বন্ধক রেখে পাওয়া কোনো ঋণ নয়।

রিজার্ভের পরে আসি জিডিপির বিপরীতে ঋণের (সরকারের স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় নেওয়া সর্বমোট ঋণের) অনুপাতে, যাকে বলা হয় 'ডেট টু জিডিপি রেশিও'। এ রেশিও বা অনুপাত দিয়ে মাপা যায় একটা দেশের অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী। এ অনুপাত যত কম হবে, কোনো দেশ তত বেশি ঋণ নেওয়া ছাড়াই উন্নতি করতে পারবে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, ডেট টু জিডিপি রেশিও যদি ৭৭ শতাংশ বা এর চেয়ে কম হয়, তাহলে সেদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী বলা যাবে। ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, আমাদের এই ডেট টু জিডিপি রেশিও ৩৬ শতাংশের কম। অথচ ২০২১ সালের হিসাবমতে একই রেশিও ভারতের বেলায় ৯১ শতাংশ, কানাডার বেলায় ১১০ শতাংশ আর যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় ১৩৩ শতাংশ। এ পরিমাপক থেকেও বলা যায়, আমরা আইএমএফের ঋণ পরিশোধ করতে এবং একই সঙ্গে বিদেশি গ্রাহকদের কাছে আমাদের পণ্য পৌঁছে দিতে সক্ষম।

এবার আসি শুধু বিদেশি ঋণ প্রসঙ্গে। কিছু মানুষ বলতে শুরু করেছেন, দেশ নাকি বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে না। আমাদের বিদেশি ঋণ জিডিপির মাত্র ২০ দশমিক ৪ শতাংশ, যেখানে ভারতের ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ দশমিক ২ শতাংশ, জাপানের ৯৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং সিঙ্গাপুরের ৪১৮ দশমিক ৩ শতাংশ। বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় আমাদের এই 'লোন টু জিডিপি রেশিও' অনেক কম। তবে এটা ঠিক যে, গত কয়েক বছরে আমাদের এই ঋণ বেড়ে গেছে।

টাকা দিয়ে ডলার না কিনতে পারার সংকট আর দায় মেটানোর ডলার তারল্য না থাকার সংকট এক বিষয় নয়। একটির সঙ্গে আরেকটিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য এক বিষয় আর বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় আরেক। আমরা ব্যাংকাররা আমদানি দায় মেটাতে দুটি পদ্ধতিরই আশ্রয় নিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে আমাদের টাকা দিয়ে ডলার কিনতে হয়। আবার তা যদি না পারা যায়, তখন আমরা আমাদের যার যার ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য দিয়ে সেই দায় পরিশোধ করি। আবার পরে সুযোগমতো টাকা দিয়ে ডলার কিনে ব্যাপারটার শোধবোধ করি বা ব্যাংকিং পরিভাষায় আমাদের 'পজিশন স্কয়ার' করি।

ডলার নেই কথাটা ভুল। আমরা ডলার থাকার সক্ষমতা থেকেই আমাদের আমদানি দায় মেটাচ্ছি এবং এর ফলে কখনো কখনো আমাদের পজিশন 'শর্ট' (ঘাটতি) হয়ে যাচ্ছে, সত্য। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার পজিশন শর্ট হওয়া দিয়ে কোনোভাবেই কোনো ব্যাংকের অক্ষমতাকে বোঝানো হয় না। এটা চলমান অর্থনীতির উঠতি-পড়তির এক ধারা। এই যেমন এখন আমদানি শেষমেশ কমতে শুরু করেছে।

অন্য কথায়, হুন্ডির ফাঁদ এড়িয়ে আসল দরে বিদেশের সঙ্গে পণ্যের কেনাবেচা শুরু হয়েছে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ থেকে নিয়মিত ডলার বেচে আমাদের ওই ঘাটতি উপশমের চেষ্টাও করে যাচ্ছে। সামনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেওয়া নানা ধরনের পদক্ষেপের ফলে দু-তিন মাসের মধ্যে এই সাময়িক সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে, সেটা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরেরই স্পষ্ট আশাবাদ।

এই সার্বিক শক্তিশালী অবস্থায় ব্যাংকের আমানতকারীদের এত চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। এলসি খোলার বেলায় ব্যাংকগুলো যে সাময়িক কড়াকড়ি করছে, তাতে ব্যাংকের একজন আমানতকারী হিসাবে আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। এলসি হলো ব্যাংকের বৈদেশিক ব্যবসা আর আমানতকারীদের টাকা আমরা বিনিয়োগ করেছি মূলত লোন হিসাবে। এলসি খুলতে না পারার কারণে ব্যাংক কখনো দেউলিয়া হয় না। এতে ব্যাংকের মুনাফা কিছুটা কমে, এই যা।

শেষ কথা : বাংলাদেশ মজবুত এক অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো ৪৬০ বিলিয়ন ডলারের বড় অর্থনীতির দেশ। সমস্যা যে নেই, তা নয়। কোনো কোনো ব্যাংকে মন্দ ঋণের সমস্যা আছে, কোথাও সুশাসনের সমস্যা আছে। তাই বলে আপনার টাকা তুলে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরির প্রশ্নই ওঠে না। উঠলে এত দিনে এ দেশে দু-একটা ব্যাংক ধসে যেত। যায়নি কারণ, সব সমালোচনার পরও ব্যাংকব্যবস্থায় রয়েছে ওই তারল্য ও উদ্বৃত্ত তারল্যের উপস্থিতি; আর রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়মিত কড়া চোখ। এ সময়ে কিছু স্বল্পস্থায়ী সমস্যাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আপনার ব্যাংক হিসাবের টাকা যারা অকারণে ব্যাংক থেকে তুলে নিতে বলছে, তারা আপনার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করছে না। সে ক্ষতিটার শিকার যাতে আপনি না হন, তাই উপরের এতগুলো তথ্য-উপাত্ত-অঙ্ক। অঙ্কই কথা বলুক; আর কথা বলুক আমাদের ব্যাংকিংব্যবস্থার ইতিহাস।

লেখক: এমডি ও সিইও, দ্য সিটি ব্যাংক; ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স



নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে চাই সমন্বিত কর্মধারা

সীমা মোসলেম

২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ শুরু, এর সমাপনী হবে ১০ ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকার দিবসে। ১৯৬০ সালে ডমিনিকান রিপাবলিকের স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চের তিন কন্যার বিদ্রোহের ঘটনা স্মরণে এই পক্ষ পালনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৯১ সাল থেকে জাতিসংঘ দিনটি আন্তর্জাতিকভাবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। তখন থেকে বৈশ্বিকভাবে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দেশ দিনটি পালন করছে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে।

সর্বজনীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা সম্ভবত সবচেয়ে পুরনো, যা দশকের পর দশক ধরে অব্যাহতভাবে চলছে। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং এখানে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা ও ধরন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি তিনজন নারীর একজন সহিংসতার শিকার হন। শতাব্দীব্যাপী এর কোনো পরিবর্তন নেই, বরং উর্ধ্বগতিই লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যানেও দেখা যায়, ৫৪ শতাংশ নারী জীবনে একবার হলেও শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এই সহিংসতা শুধু নারী ও কন্যার মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে না, সামগ্রিকভাবে দেশ-সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

কভিড সংক্রমণকালে আমরা দেখেছি গোটা মানবসমাজ যখন মহামারিতে পর্যুদস্ত, তখন সমাজের অংশ হিসেবে নারী সংকটগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি নারী হওয়ার কারণেও বিভিন্নভাবে জেন্ডার-ভিত্তিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছেন। এই চিত্র পৃথিবীজুড়ে, সেই কারণে কভিড মহামারির পাশাপাশি নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতাকে জাতিসংঘ 'ছায়া মহামারি' (Shadow Pandemic) হিসেবে অভিহিত করেছে। আমরা জানি সংকটের সব ক্ষেত্রে, তা সে জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক সংঘাত বা অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা যা-ই হোক না কেন, নারী জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতার একটি বড় অবলম্বন হয়েছে প্রযুক্তির অপব্যবহার। সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যমে নারী ও কন্যা ভিন্নতর সহিংসতার শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ সে যেমন প্রকাশ্যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, আবার অনলাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছে। সম্প্রতি নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বিষয়ে মহিলা পরিষদের একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, ২০২১ সালে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার সবচেয়ে বর্বর পাঁচটি ক্ষেত্র হচ্ছে ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, উত্ত্যক্তকরণ, ধর্ষণের চেষ্টা ও যৌতুক (সূত্র : ১৩টি পত্রিকায় প্রকাশিত নারী ও কন্যা নির্যাতনবিষয়ক বিশেষ রিপোর্ট)। সমীক্ষায় সহিংসতার পাঁচটি ক্ষেত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী ও কন্যার ওপর সহিংসতা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা- এই তিনটি ক্ষেত্রে। সহিংসতার সবচেয়ে বর্বর রূপ হচ্ছে এই ধর্ষণ। সমীক্ষার তথ্যে আরো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এই নির্যাতনের শিকার ও নির্যাতনকারী উভয়ই হচ্ছে বয়সে তরুণ, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের। কন্যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে নিজ গৃহে, জনপরিসরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ধর্ষণকারী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার পরিচিতজন। কিশোর-তরুণ বয়সে যখন তাদের জীবনবোধ গড়ে উঠবে এবং তারা দেশ ও সমাজের স্তম্ভ হবে তখন তারা এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত না হয়ে পারা যায় না।

একদিকে ১৪ থেকে ১৮ বছরের কন্যারা অধিক হারে সহিংসতার শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে বাল্যবিবাহের হারের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ঘটেছে, কন্যারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে। এই প্রবণতা আমাদের কন্যাদের জীবনের ওপর কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তা সহজেই অনুমেয়। অপরিণত বয়সে বিয়ে ও সন্তানধারণ তাদের জীবনব্যাপী বঞ্চনা ও যন্ত্রণার বিষচক্রে বদ্ধ করে।

সহিংসতার এই অন্ধকার চিত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশের একটি উজ্জ্বল দিকও রয়েছে, যেখানে নারী আত্মশক্তিতে দক্ষতার সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রে ভূমিকা রেখে চলছে। নারীর পক্ষে প্রণীত হয়েছে বেশ কিছু নীতি ও আইন। বাংলাদেশের নারী আন্দোলন প্রতিনিয়ত নানা অ্যাডভোকেসি, লবি, মাঠ পর্যায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিকভাবেও নারীর প্রতি সহিংসতাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও মোর্চাগুলো নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে। নানা সনদ, ঘোষণা গৃহীত হচ্ছে, যার অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও অঙ্গীকারবদ্ধ।

অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সংবেদনশীল আইন থাকার পরও দেখা যায় নারী যথাযথ বিচার পাচ্ছেন না। এর পেছনে রয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি, যেখানে প্রবলভাবে বিরাজ করে পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য, রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থের জোর, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং আদালত ও বিচারপ্রক্রিয়া নারীবান্ধব না হওয়া।

এত সব উদ্যোগের পরেও কেন নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের তরুণসমাজ এই জঘন্য অপরাধে অধিক হারে জড়িত হচ্ছে, তা তলিয়ে দেখা দরকার। সমাজে নারীর অবস্থানের মধ্যে নিহিত রয়েছে এর মূল কারণ। নারী নির্যাতন বিলোপ সম্পর্কে জাতিসংঘের ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ।' এই অসম সম্পর্ক নারীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, যে দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে অধস্তনভাবে দেখে, পূর্ণ মানব হিসেবে বিবেচনা করে না। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে নারী ও কন্যা নির্যাতনের বীজ। সেই কারণে আমরা দেখি রাষ্ট্রের নীতি ও পরিকল্পনা নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করছে, নারী তাঁর দক্ষতা দিয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু যখনই অংশীদারির প্রশ্ন আসছে, তখনই নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটছে। সেটা সংসদে হোক, স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে হোক কিংবা নির্বাহী বিভাগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নারীর পদায়ন হচ্ছে, কিন্তু ক্ষমতায়ন ঘটছে না। নারীর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যার চর্চা হয় পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নারীর ব্যক্তিজীবনের অধিকারহীনতা। সম্পদ, সম্পত্তি, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্বসব ক্ষেত্রেই নারী বৈষম্যের শিকার। সেই সঙ্গে থাকছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অনুপস্থিতি।

এত সব উদ্যোগের পরেও কেন নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের তরুণসমাজ এই জঘন্য অপরাধে অধিক হারে জড়িত হচ্ছে, তা তলিয়ে দেখা দরকার। সমাজে নারীর অবস্থানের মধ্যে নিহিত রয়েছে এর মূল কারণ। নারী নির্যাতন বিলোপ সম্পর্কে জাতিসংঘের ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ।' এই অসম সম্পর্ক নারীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, যে দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে অধস্তনভাবে দেখে, পূর্ণ মানব হিসেবে বিবেচনা করে না। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে নারী ও কন্যা নির্যাতনের বীজ। সেই কারণে আমরা দেখি রাষ্ট্রের নীতি ও পরিকল্পনা নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ সমাজ মানস পরিবর্তন একটি পরিকল্পিত সমন্বিত প্রয়াস। এখানে রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার পাঠ্যক্রম, রাষ্ট্রের জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি, জেন্ডার সংবেদনশীল আইন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন।

অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সংবেদনশীল আইন থাকার পরও দেখা যায় নারী যথাযথ বিচার পাচ্ছেন না। এর পেছনে রয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি, যেখানে প্রবলভাবে বিরাজ করে পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য, রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থের জোর, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং আদালত ও বিচারপ্রক্রিয়া নারী-বান্ধব না হওয়া। এই বিচারহীনতার কারণে একদিকে যেমন নারী ন্যায়বিচার পান না, পাশাপাশি নারীকে আদালতের দ্বারস্থ হতে উৎসাহ জোগায় না বা বিচারের প্রতি অনাস্থা তৈরি করে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আজকে নীতিনির্ধারক, সমাজ ও জনগণকে সমতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। প্রথমেই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে 'নারী নির্যাতন নারী ইস্যু নয়, মানবাধিকার ইস্যু। নারী-পুরুষের সমতার ইস্যু', যা সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতনের পক্ষে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়ার ১০টি করণীয়ের কথা বলেছে১. সম্মিলিত আওয়াজ তোলো, ২. বিষয়টি জানো ও অঙ্গীকারবদ্ধ হও, ৩. সহিংসতার কথা বলো, ৪. প্রচলিত ধারণা ও কলুষিত পৌরুষবাদকে চ্যালেঞ্জ করো, ৫. নারী আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগঠিত করো, ৬. সহিংসতার শিকার নারীর জন্য সেবামূলক সহযোগিতা বৃদ্ধি করো, ৭. সহিংসতার তথ্যব্যাংক তৈরি করো, ৮. নারীর প্রতি সংবেদনশীল শক্ত আইন তৈরি করো, ৯. নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করো এবং ১০. সব ধরনের নির্যাতন এবং রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানাও।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘ ঘোষিত এই ১০টি উদ্যোগ আজ সব রাষ্ট্রের গ্রহণ করা বিশেষ জরুরি।

জাতিসংঘের এবারের স্লোগান হচ্ছে: 'UNITE! Activism to end violence against women and girls.' যেখানে জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন, Unite by 2030 to end violence against women. Campaign a multi years effort aimed at preventing and eliminating violence against women and girls around the world. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে মহিলা পরিষদ আহ্বান জানাচ্ছে, 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি।'

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রান্ত করেছে। পৃথিবী আজ একবিংশ শতাব্দীতে অবস্থান করছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা নারীর মানবাধিকারের লঙ্ঘনএ কথাটি সবার অন্তরে ধারণ করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক সম্মিলিত উদ্যোগ এবং মোর্চা আজ সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান দাবি।

লেখক: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

গরিবের ঘোড়ারোগ



গোলাম মাওলা রনি

বাংলা ভাষার অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রবচন 'গরিবের ঘোড়ারোগ'টি যে আসলে কী তা হাল আমলে এসে টের পাচ্ছি। তবে প্রবাদটি পড়েছিলাম সেই ছোটবেলায় এবং শুনেছিলাম শিশুবেলায়। আমাদের গ্রামে সত্তরের দশকে যে অভাব অভিযোগ ছিল সেখানে গরিবের ঘোড়ারোগ দেখার সুযোগ হতো অহরহ। বেশির ভাগ গরিব পুরুষের রাগ এবং হাঁকডাক ছিল খুব বেশি। মহিলারা উঁচু গলায় কথা বলত এবং কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে দিত। ছেলেপুলেরা সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করত- মরুব্বিদের হাতে বেদম মার খেত এবং সমবয়সীরা মারামারি করে রক্তারক্তি বাধিয়ে ফেলত।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ঘোড়ারোগ কি না তা বলতে পারব না। তবে গ্রামের অনেক ধুরন্ধর গরিব বাবরি চুল রাখত এবং নিজেদের কামেল পুরুষ বা অলৌকিক মানুষ হিসেবে প্রমাণের জন্য নানা রকম ভেলকিবাজি করত। কেউ কেউ দুই চারটে ম্যাজিক বা জাদুও জানত এবং সেগুলো দেখিয়ে লোকজনকে প্রতারিত করত। একশ্রেণীর আমোদপ্রিয় গরিব গাঁজা সেবন করত এবং পরিবার পরিজন ত্যাগ করে জঙ্গলের মধ্যে অথবা গ্রামের প্রান্তসীমায় কুঁড়েঘরে বাস করত। তারা কেউ কেউ ডুগডুগি অথবা একতারা বাজিয়ে সারা রাত নেশায় বুঁদ হয়ে যাচ্ছেতাই গাইত আর সারা দিন ঘুমাত। আমি এখন পর্যন্ত ওই সব লোক সম্পর্কে যখন চিন্তা করি তখন ভেবে কূলকিনারা পাই না যে- এদের খাওয়াদাওয়া ভরণ-পোষণ চলত কিভাবে। কারণ তাদের কোনো কাজ করতে দেখিনি এবং তারা প্রায় সবাই ছিলেন সহায়-সম্বলহীন প্রান্তিক দরিদ্র।

আমাদের গ্রামে একশ্রেণীর গরিব ছিল যারা কিছু দিন পরপর বিয়ে করে ভিন গ্রামে থেকে নতুন বউ নিয়ে আসত। তারপর নতুন বউ ও পুরাতন বউদের মধ্যে ঝগড়া ও চুলোচুলি এবং গ্রাম্য সালিশ দরবারের কারণে অনেক দিন পুরো গ্রাম মুখরিত থাকত। গরিব ঘরের মেয়েরা সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তানদের প্রেমে পড়লে প্রায়ই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটত। আর ধনীর ছেলেরা যদি কোনো গরিব ঘরের মেয়ের প্রেমে পড়ত তবে গরিব পরিবারটির ওপর নেমে আসত অত্যাচারের স্টিমরোলার। এত সব সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি গরিবদের মধ্যে অসাধারণ সব গুণাবলি দেখা যেত। অনেকে চমৎকার করে বাঁশি বাজাতে পারতেন। হাডুডু-ফুটবলে অনেকের দক্ষতা গ্রাম ছাড়িয়ে পুরো জেলায় মশহুর হয়ে যেত। কেউ কেউ যাত্রা-নাটক-থিয়েটারে খুব ভালো অভিনয় করত। আবার কেউ কেউ প্রকৃতিপ্রদত্ত



সুর-কণ্ঠ ও সেটির সমন্বয় ঘটিয়ে গান-বাজনায় অনবদ্য মুনশিয়ানা দেখাত।

সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের কারণে আমাদের গ্রামে নিয়মিত নাটক-থিয়েটার হতো। জারি-সারি-বিচার গানের আসর ছাড়াও যাত্রাপালা হতো নিয়মিত। নজরুলজয়ন্তী রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে নিরক্ষর শত শত ছেলে বুড়ো গভীর রাত জেগে কেন কবিতা শুনত তা আমার মাথায় এখনো ঢোকে না। শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও গরিবের আনন্দ ছিল সীমাহীন। তারা কারণে অকারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসত। কোনো বুড়োবুড়ির বায়ু ত্যাগের শব্দ যদি কেউ শুনতে পেত তবে আর রক্ষা ছিল না। উপস্থিত লোকজন অনেকক্ষণ ধরে সেই ঘটনার রসঘন বর্ণনা এবং অনবদ্য অভিনয় করে হেসে গড়াগড়ি দিত। ছেলে শিশুদের সুন্নতে খতনা নিয়ে উৎসব করত, এমনকি যে দিন ছেলে-মেয়েরা পবিত্র কুরআন পড়া আরম্ভ করত অর্থাৎ সিপারা শেষ করে কুরআন পাঠ আরম্ভ করত সে দিনও গরিবের ঘরে নিদারুণ আনন্দ হতো।

গ্রামের মধ্যে প্রায়ই ভূতের উপদ্রব দেখা দিত এবং জিন-পরীরা প্রায়ই গরিবের ছেলে-মেয়েদের ওপর আছর করত। ফলে ভিন গ্রাম থেকে নামকরা তান্ত্রিকদের ভাড়া করে আনা হতো। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে এক রাতে বিশাল খানাপিনার আয়োজন হতো এবং ঘটা করে জিন-ভূত তাড়িয়ে অথবা জিন-পরীর আছর মুক্ত করে গ্রামবাসীর মনে শান্তি ও নিরাপত্তার পরশ বুলিয়ে দেয়া হতো। গ্রামে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতো, বন্যাকেন্দ্রিক আনন্দ-উৎসব, খানা-পিনার আসর ছিল দেখার মতো। আশ্বিন মাসে মাছ ধরার উৎসব এবং কার্তিক অগ্রহায়ণে নবান্নের উৎসব পুরো গ্রাম মুখরিত করত আর পৌষ-মাসের পিঠে পায়েস খায়নি এমন গরিব সত্তর দশকের বাংলায় একজনও ছিল না।

গরিব পুরুষেরা কামলা খাটত কেউ বা রাখাল হিসেবে স্থায়ীভাবে গৃহস্থ বাড়িতে চাকরি করত। মুটেগিরি, ঘরামিগিরি অর্থাৎ ছনের ঘর নির্মাণ ও মেরামতকারীরা ছাড়াও ঘোড়ার গাড়ির চালকরা গরিব বলে বিবেচিত হতো। আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের প্রথম জমানায় অর্থাৎ ১৯৭৩ থেকে '৭৫ অবধি কোনো পাকা সড়ক ছিল না। ফলে সাইকেল-ঘোড়ার গাড়ি এবং ঘোড়া ছিল সাধারণ বাহন। ধনী নারীরা পালকিতে যাতায়াত করতেন। আর রিকশা তখনো থানাপর্যায়ের সড়কগুলোতে দেখিনি। আমাদের গ্রামের হাকি যশোরে রিকশা চালাত। জিয়াউর রহমান যখন প্রেসিডেন্ট হলেন তখন হাকি তার রিকশাখানা মনের আনন্দে যশোর থেকে চালিয়ে সদরপুর থানার শ্যামপুর গ্রামে নিয়ে এলো। সেই হাকি যেভাবে গ্রামে রিকশা এনে সবাইকে চমকে দিলো তদ্রূপ ক'দিন পর ছোটো একটি ঘোড়ার বাচ্চা দশ গ্রাম দূরের পুবাইলের হাট থেকে কিনে এনে পুরো এলাকায় হইচই ফেলে দিলো।

গরিবের ঘোড়ারোগ- যদি আবহমান বাংলার উল্লিখিত ইতিহাস ঐতিহ্যের মধ্যে খোঁজ করি তবে আমাদের পুরো গ্রামের মধ্যে একমাত্র হাকির মধ্যেই ঘোড়া রোগটি দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তার এই রোগটি ছিল নির্দোষ এবং বাংলা প্রবাদ প্রবচনের ঘোড়া রোগের সাথে হাকির ঘোড়া পোষার কাহিনীর কোনো অন্তঃমিল না থাকলেও আজকের শিরোনামে কেন সত্তর দশকের গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষের হাসি-কান্নার প্রসঙ্গ টেনে আনলাম তা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

গরিবের ঘোড়ারোগ বলতে সাধারণত দুটো বিষয় বুঝানো হয়ে থাকে। প্রথমত, সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করা। এ ধরনের ব্যয় সাধারণত ধারকর্য করে করা হয় এবং ব্যয়ের উদ্দেশ্যও জরুরি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। যদি ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য, শরীর ঢাকার পোশাক এবং রোগাক্রান্তের চিকিৎসার জন্য কেউ ধার করে তবে সেই ঋণকে গরিবের ঘোড়ারোগ বলা হয় না, বরং বিয়ে শাদি জিয়াফত, সুন্নাত খতনা গান-বাজনা, মদ-জুয়ার আসর ইত্যাদি কর্মের জন্য কেউ ধার দেনা করে তবে গরিবের ঘোড়ারোগ নামক প্রবাদটি সেই লোকের জন্য প্রযোজ্য হয়।

আলোচনার শুরুতে আমি আবহমান বাংলার দারিদ্র্যপীড়িত একটি গ্রামের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সত্তর দশকে কেমন ছিল তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আপনি যদি আমার সমবয়সী অথবা আমার চেয়ে প্রবীণতর হন তবে উল্লেখিত বর্ণনার সাথে আপনার শৈশবের গ্রামীণ জীবনের হুবহু মিল পাবেন। একইভাবে আমি যখন স্থায়ীভাবে রাজধানীর বাসিন্দা হলাম তখনো এই শহরের দারিদ্র্য ছিল গ্রামের চেয়েও নির্মম ও নিষ্ঠুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রাম বা শহরে আমি কোনো দরিদ্র মানুষের মধ্যে মারাত্মক কোনো অপব্যয়ের নজির দেখিনি। ফলে গরিবের ঘোড়া রোগ নিয়ে আমার মনে বিকল্প চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

কল্লোল মোস্তফা

সম্প্রতি সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বিজিবি-বিএসএফ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের কলকাতায় চার দিনব্যাপী (১৩-১৬ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত বিজিবি ও বিএসএফ আঞ্চলিক কমান্ডার পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনে তারা এই ঐকমত্যে পৌঁছে। পরিহাসের বিষয়, ওই সম্মেলন চলাকালেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের কৃষক হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ১৩ নভেম্বর ফেনীর বাঁশপদুয়া গ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের অংশে ধান কাটছিলেন কৃষক মেজবাহ উদ্দিন। এ সময় বিএসএফ ওই সীমান্ত এলাকায় চোরাকারবারিদের ধাওয়া করতে গিয়ে বাংলাদেশ অংশে প্রবেশ করে এবং মেজবাহ উদ্দিনকে আটক করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পরদিন পরপর তিনবার বিজিবি ও বিএসএফের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় পতাকা বৈঠক হয়। কিন্তু মেজবাহ উদ্দিনকে ধরে নেওয়ার বিষয়টি বিএসএফ অস্বীকার করে। অবশেষে বাংলাদেশের সীমান্তের মধ্যে ধান কাটতে থাকা কৃষককে বিএসএফ ধরে নেওয়ার তিন দিন পর সীমান্তে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যাপারে এ ধরনের আশ্বাস ও আশ্বাসভঙ্গের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে বহুবার এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। তারপরও বিএসএফ কর্তৃক সীমান্ত হত্যা চালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে যেদিন ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণায় সীমান্তে প্রাণহানির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার কথা বলে দুই পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ এবং সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য কাজ করার ব্যাপারে সম্মতির কথা জানানো হয়; ঠিক সেই দিন, ৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় বিএসএফ মিনহাজুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করে।

২০১৮ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সম্মেলনে সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করার বিষয়ে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু সীমান্ত হত্যা বন্ধ হয়নি। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবমতে, ২০১৮ সালে হত্যা করা হয় ১৪ জনকে এবং ২০১৯ সালে হত্যা করা হয় তার তিন গুণ-৪৩ জনকে। আসকের হিসাবে ২০০৯ থেকে ২০২০-এই ১১ বছরে ৫২২ জন বাংলাদেশি বিএসএফের গুলিতে বা নির্যাতনে মারা গেছেন।

সীমান্ত হত্যার প্রসঙ্গ উঠলেই বিএসএফ আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে গুলি চালানোর অজুহাত দাঁড় করায়। এ বছরের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সম্মেলন শেষে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিএসএফের মহা-পরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং বিএসএফের গুলিতে নিহত সব বাংলাদেশিকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন; যেন সাক্ষী-সাবুদ, বিচার-আচার ছাড়াই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী চাইলেই ভিনদেশি কোনো নাগরিককে অপরাধী হিসেবে সিল মেরে দিতে পারে। তারপর ওসেই কথিত অপরাধীকে বিনা বিচারে হত্যা করার অধিকার রাখে!

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট, যত বন্ধুত্বের কথাই বলা হোক, সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় ভারতের আচরণ আগ্রাসী প্রতিবেশীর। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্তে আধিপত্যবাদী আচরণ করা ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বৈরী প্রতিবেশী চীন বা পাকিস্তানের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এভাবে ধারাবাহিকভাবে নির্বিচারে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটায় না।

প্রথমত, ভারতের পেনাল কোড কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই নিরস্ত্র নাগরিককে গুলি বা নির্যাতন করে মেরে ফেলার বিধান নেই। কেউ অবৈধভাবে সীমান্ত পার হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা যেতে পারে। ভারতের কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের সেকশন ৪৬ অনুসারে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টার বৈধতা দেওয়া হলেও মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সাজা হওয়ার মতো অপরাধে লিপ্ত না হলে কোনোভাবেই হত্যা করা যাবে না। ১৯৯০ সালে কিউবার হাভানায় জাতিসংঘের অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত বেসিক প্রিন্সিপালস অন দ্য ইউজ অব ফোর্স অ্যান্ড ফায়ার আর্মস বাই ল এনফোর্সমেন্ট অফিশিয়ালস নামের নীতিমালা অনুসারেও আইন প্রয়োগের বেলায় মানুষের জীবন রক্ষার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে কোনো সভ্য রাষ্ট্রেরই উচিত প্রতিবেশী দেশের সীমান্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আচরণ করা। ভারত যদি বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্রই হয়, তাহলে বন্ধু দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী কী কারণে এভাবে দিনের পর দিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের আইন ভঙ্গ করে সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা করে চলেছে!

দ্বিতীয়ত, এমনকি বিএসএফের আত্মরক্ষার অজুহাতও গ্রহণযোগ্য নয়। কাঁটাতারে কাপড় আটকে যাওয়া এক নিরস্ত্র কিশোরী ফেলানী হত্যাকাণ্ডের পর তার লাশ দীর্ঘ সময় ঝুলে ছিল কাঁটাতারের বেড়ায়। কাঁটাতারে ঝুলে থাকা কিশোরী ফেলানীর লাশ প্রবল আলোড়ন তুলেছিল দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমে। কিন্তু এ রকম আলোড়নের পরও শাস্তি হয়নি ফেলানীকে হত্যাকারী বিএসএফ সদস্যের। বিএসএফের আদালত তাকে বেকসুর খালাস দেয়। এর পর মামলা ভারতের সুপ্রিম কোর্টে গড়ালেও সেখানে শুনানি হয়নি আজও। বিচার না পেয়ে ক্ষুব্ধ ও হতাশ ফেলানীর মা জাহানারা বেগম বলেছিলেন, এমনভাবে কেউ যেন তাঁর সন্তানকে না হারান। একটি পাখিও যেন বিএসএফের হাতে মারা না যায়। কিন্তু বিএসএফ তো মানুষই মারছে পাখির মতো!

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট, যত বন্ধুত্বের কথাই বলা হোক, সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় ভারতের আচরণ আগ্রাসী প্রতিবেশীর। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্তে আধিপত্যবাদী আচরণ করা ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বৈরী প্রতিবেশী চীন বা পাকিস্তানের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এভাবে ধারাবাহিকভাবে নির্বিচারে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটায় না। সেখানে যুদ্ধাবস্থা থাকতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় যা হয়; একতরফা ধারাবাহিক সীমান্ত হত্যা নেই।

সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চললেও বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে কড়া প্রতিবাদের ঘটনা বিরল। সীমান্তে বিএসএফের নিয়মিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কড়া ও স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া, প্রতিটি ঘটনার বিচার ও তদন্ত দাবি করা, ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে জবাবদিহি চাওয়া এবং প্রয়োজনে বারবার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিষয়টিকে দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করার কোনো চেষ্টাই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় না। যেন বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি অন্য আরও অধিকারের মতো নাগরিকের জীবনের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্বও নিতে অস্বীকার করছে!

সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হলে ভারতের ওপর দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় ফোরামে কার্যকর চাপ প্রয়োগ এবং সীমান্ত হত্যার প্রতিটি ঘটনার তদন্ত ও বিচারের ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে বাংলাদেশকে।

লেখক: লেখক, প্রকৌশলী, নির্বাহী সম্পাদক, সর্বজনকথা

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ডিসেম্বর ২০২২ এর ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) ২০২২ এর ডিসেম্বর মাসের ভিসার বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে ২০২২ এর ডিসেম্বর মাসের ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসা বুলেটিন দেয়া হলো। 'ফ্যামিলি এ্যাকশন ডেট' হচ্ছে সেই তারিখ যখন ইউএসসিসআইএস/ডিওএস দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া।

আপনাদের অগ্রাধিকার তারিখ এই তারিখের আগেই হবে। ডিসেম্বর ২০২২ এর ফ্যামিলি ভিত্তিক অগ্রাধিকার ক্যাটাগরিতে কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

ফ্যামিলি ভিত্তিক অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ ওয়ান)ঃ ইউএস সিটিজেনের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা। ডিসেম্বর ০১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, অপরিণত সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যাগণঃ

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানঃ চলতি।

বিঃ (এফ-২-বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের পুত্র ও কন্যাগণল (২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সী) সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪)ঃ পূর্ণ বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

এ সম্পর্কে এবং চাকরিভিত্তিক অগ্রাধিকর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে ইউসে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্কের কুইন্স থেকে সেলিনা ইসলামের প্রশ্নঃ

আমি আমার মায়ের জন্য ৩ বছর আগে আবেদন করেছিলাম। আবেদনের ৬ মাস পর আমার সেই আবেদন অনুমোদন লাভ করে এবং আমার ফাইল স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়। আমি প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র জমা দিলেও ৮ মাস আগে এনভিসি থেকে একটা চিঠি পাই যাতে বলা হয়, আমার আয় যথেষ্ট না থাকায় আমাকে নতুন করে এফিডেভিট দিতে হবে। কোভিডের সময় কাজ করতে না পারায় আমার আয় কমে যায়। এখন আমার গ্রিনকার্ডধারী ভাইকে নতুন এফিডেভিট অব সাপোর্ট দিতে বলি। তারপর এনভিসি আমার মায়ে জন্ম সনদের এফিডেভিট চায়। কারণ তার জন্ম সনদ বিলম্বে রেজিষ্টার্ড হয়। পুনরায় আমি সব কাগজপত্র জমা দেয়ায় আমি এই মর্মে একটি ইমেইল পাই যে, আমার পাঠানো সব তথ্যপত্র দেয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে আমার মায়ের সাক্ষাতকারের জন্যে ডাক পাওয়া। কিন্তু বর্তমানে আমার মা অসুস্থ এবং আমি তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন আছি। এ ব্যাপারে অনুগ্রহ করে আমাকে যদি জানাতে পারেন খন আমার মা তার সাক্ষাতকারের সময় পেতে পারেন। এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন তার ভিসা সাক্ষাতকার ত্বরান্বিত করতে একজন অভিজ্ঞ এটর্নী নিয়োগ করা দরকার?



সেলিনা ইসলামের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্নের মতো প্রায় একটি সমস্যা সম্পর্কে আমরা চিঠি পেয়ে থাকি। কোভিড ১৯ মূলত বিলম্বের প্রাথমিক কারণ। আরো উল্লেখ্য যে, আপনার মায়ের সাক্ষাতকারের অগ্রাধিকার শুরু হবে আপনা রসকল তথ্যপত্র পাঠানো সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে। এনভিসিতে আপনার তথ্যপত্র দেয়া শেষ হলে এবং এ বিষয়ে একটি বার্তা পাওয়ার পর আপনার মায়ের সাক্ষাতকার গ্রহণের তারিখ ওয়েটিং তালিকায় যাবে। তারপর তার ভিসা সাক্ষাতকারের তারিখ পাবেন। সেস্ট ডিপার্টমেন্টের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার (এনভিসি) বর্তমানে পেন্ডিং আবেদন নিয়ে কাজ করছে। অক্টোর মাসে ৩ লাখ ৯৯ হাজার ২৮৬টি আবেদন (সব দেশের) পেন্ডিং ছিলো। আর এ মাসে পেন্ডিং আবেদনের সংখ্যা ৩ লাখ ৮৪ গাহার ৭৬০ টি (সব দেশের)। প্রতি মাসে আনুমানিক ৩.৬ হারে এই সংখ্যা কমছে।

এনভিসি থেকে জানা যায় যে, তথ্যগতভাবে যে সব আবেদন সম্পূর্ন হয়েছে সেই সব গ্রিনকার্ড আবেদনকারীদের সাক্ষাতকারের সংখ্যা এ মাসে ১২ হাজারের মতো কমে ৪৩৫,০৬৩ থেকে ৪২৩, ৩৬৭ তে হ্রাস পেয়েছে। এ মাসে ৩৮ হাজার ৬০৭টি আবেদনের সাক্ষাতকার নির্ধারিত আছে। অক্টোবরের এই সংখ্যা ছিলো ৩৫ হাজার ৫৭৭ টি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই সংখ্যা সমান্য। তবে সামান্য হলেও অগ্রতি হচ্ছে এটাই সুসংবাদ।

ভিসা সাক্ষাতকারের তারিখ থেকে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর প্রয়োজন কিনাঃ

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, না। সাধারণত এটর্নী কোন আবেদন সম্পূর্ণ করলে সেক্ষেত্রে সময় একটু কম লাগে। যদি নিজে আবেদন তৈরি করে পাঠান, তার তুলনায়। কারণ হচ্ছে ধরণ এবং তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আপনার আবেদনে আপনি ভুল এফিডেভিট অব সাপোর্ট এবং আপনার মায়ের ভুল জন্ম সনদ জমা দিয়েছিলেন। যার ফলে ৮ মাস বিলম্বিত হয়েছে। ৮ মাস পরে আপনাকে ইমিগ্রেশন জানিয়েছে যে, আপনি ভুল কাগজপত্র দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আনি যদি কোন এটর্নীর মাধ্যমে আবেদন করতেন এই ভুল হয়তো হতো না। যদি আপনি এটর্নী নিয়োগে সক্ষম হন তবে ভালো। সাধারণভাবে এটর্নী নিয়োগের প্রয়োজন হয় না।

ইমিগ্রেশন প্রায়শ ইমিগ্রেশনের আইন, ফরম এবং প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটর্নীগণ সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন।

কিভাবে আবেদন ত্বরান্বিত করা যায়?

মানবিক কারণে ইমিগ্রেশনকে আপনার আবেদন ত্বরান্বিত করতে আবেদন জানাতে পারেন। ইতোপূর্বে আমরা এই বিভাগের মাধ্যমে জানাতে চেষ্টা করেছি এই সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে। আর এই ত্বরান্বিত করার আবেদন জানানোর পেছনে খুব ভালো কারণ থাকতে হবে। কেননা ইমিগ্রেশন, ত্বরান্বিত করার আবেদন খুব কম গ্রহণ করে। ত্বরান্বিত করার আবেদন জানানোর পূর্বে ইউএসসিসআইএস বা কোন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নিতে পারেন। আবেদনের সঙ্গে প্রমাণের তথ্যপত্র এবং দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত করে দিতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সন্ত্রাস ও দুর্ভিক্ষের রাজনীতি

হায়দার মোহাম্মদ জিতু

উপমহাদেশীয় রাজনীতির ইতিহাস যেমন জটিল ও কুটিল, তেমনি জৌলুসসম্পন্ন। পলাশী যুদ্ধের মীরজাফর, ঘষেটি বেগম চরিত্রের আনাগোনা এখনো আছে। যার ধারাবাহিক দলিল খন্দকার মোশতাক গং। তামাশার বিষয়, তাঁদের কেউই দীর্ঘক্ষণ মসনদে বসতে পারেননি।

উল্টো দিকে আতঙ্কের বিষয়, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজও সেই ক্ষমতাকেন্দ্রিক লোভ সংবরণ হতে দেখা যায় না।

বিভাজন, সংকট সৃষ্টি করে ফায়দা নেওয়ার অভ্যাস এখনো উবে যায়নি। কারো কারো ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতাকে দায়িত্ববোধের জায়গায় পরিপূর্ণভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ কারণেই সমৃদ্ধির বিনির্মাণে বাঙালির শান্ত সাহস শেখ হাসিনার লড়াইটা বহুমুখী ও বহু ফ্রন্টের। আত্মবিশ্বাসের কথা, শেখ হাসিনা সেই সূর্য শক্তি, যিনি সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করতে জানেন এবং সেটা করেও চলেছেন।

শক্তির অবিনাশিতাবাদ সূত্রে শক্তির যেমন ধ্বংস নেই, শুধু আছে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর। তেমনিভাবে বাঙালীর স্বপ্ন, সমস্যাগুলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদের কিনারা থেকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করেছেন। ক্ষুধা-দারিদ্র্যের ঘেরাটোপ থেকে বের করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উদ্বৃত্ত খাদ্যের দিকে নিয়ে গেছেন। মোমবাতি, হারিকেন, কুপির আলোয় বেড়ে ওঠা জেনারেশনে যেখানে বিদ্যুৎ মাঝেমধ্যে আসত, সেটাকে জাদুঘরে পাঠিয়েছেন।

সরকার জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। জনগণের প্রতিই তার কমিটমেন্ট। সেই বিবেচনায় যেখানে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিল, সেটাকে কারচুপির মাধ্যমে ২০০১ সালে ক্ষমতায় বসা বিএনপি নামায় সাড়ে তিন হাজারে! টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগ এখন সেটাকে প্রায় ২২ হাজারে উন্নীত করেছে। যদিও বৈশ্বিকভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে দেশের বিদ্যুকেন্দ্রগুলো কিছুটা জ্বালানি সংকটের মুখে আছে। প্রচলিত আছে, শয়তানের পা পেছনে থাকে, তার কর্ম পেছনমুখী। এ ক্ষেত্রে দেশের বিদ্যুৎ খাতে বিএনপির অবস্থান অবশ্যই জনগণ বিবেচনা করবে।

উপমহাদেশীয় রাজনীতির ইতিহাস যেমন জটিল ও কুটিল, তেমনি জৌলুসসম্পন্ন। পলাশী যুদ্ধের মীরজাফর, ঘষেটি বেগম চরিত্রের আনাগোনা এখনো আছে। যার ধারাবাহিক দলিল খন্দকার মোশতাক গং। তামাশার বিষয়, তাঁদের কেউই দীর্ঘক্ষণ মসনদে বসতে পারেননি।

ইতিহাসের খেরোখাতা বড় বিচিত্র। উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে সংকট সেই সাক্ষ্য বারবার দেয়। এখানে ক্ষমতার আফিমে অপশক্তি এবং বিরোধীরা ঘরে-বাইরে আঁতাতের নজির আছে। ক্ষমতার মতো ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দেশ ও মানুষের বৃহৎ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার উদাহরণও আছে। বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎ খাতে সৃষ্ট সমস্যাকে নিয়ে জনগণকে ভুল বোঝানোর তেমনি খেলা দৃশ্যত হয়েছে।

শত্রুসম্পন্ন সময়ে শেখ হাসিনা এক নিঃসঙ্গ শেরপা। ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্র ও শর্টকাটে ওপরে উঠতে চাওয়া সময়ের জন্য তিনি অসম চ্যালেঞ্জ। বেদনার বিষয়, এত এত লড়াই, ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে চলা শেখ হাসিনাকে শত্রু পক্ষের প্রপাগান্ডা কিংবা গুজব মোকাবেলায়ও যথাযথভাবে সহযোগিতা নেই। অথচ আজ তাঁর হাতে দেশের চালিকাশক্তি না থাকলে দেশ কোন পথে থাকত এই চিন্তা মানসপটে আনা দরকার।

বেগম রোকেয়ার অবরোধবাসিনী অবস্থা থেকে আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে হাঁটতে হতো। এই যে উন্নয়ন, অর্জনে এত এত অগ্রগতি, এত এত স্বপ্ন, উদযাপন- সব কিছুই ভাগাড়ে যেত। কারণ কার্যত দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা যেখানে নারী, সেখানে মৌলবাদীরা প্রথমেই নারী অর্থনীতিসহ সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘরে অবরুদ্ধ করতেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার বাইরে থাকলে কতটুকু উন্নয়ন হতো সেটা বুঝতে পরিসংখ্যানবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণ জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট।

তুলনামূলক আলোচনায় এ প্রজন্ম বিশ্বাসী নয়। কারণ এ পথে হাঁটতে গেলে রাজনীতিতে অগ্নিসন্ত্রাস, জীবিত মানুষের আত্মচিৎকার, ভোট দেওয়ার অপরাধে মায়ের সামনে মেয়ে ধর্ষণ-হত্যা, সংখ্যালঘুদের নির্যাতন, হাতের ১০ আঙুল কেটে নেওয়ার মতো নজির আছে। দেশের রাজনীতিতে কালে কালে বহু নেতা আসবেন, বাগাড়ম্বর বক্তৃতা করবেন, করছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে এই সেই ভোগদখল করতে চাইবেন। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনা এককভাবে অনন্য হয়ে রইবেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাঝে। কারণ তিনিই প্রথম মানুষ, যিনি রাজনীতিকে ক্ষমতা নয়, দায়িত্ববোধের সীমানায় নিয়ে গেছেন। রাজনীতি মঞ্চ থেকে হত্যা, ষড়যন্ত্র, গুম, খুনের অধ্যায়কে সমাপ্ত করে ক্ষমতাকে উন্নয়ন, অগ্রযাত্রার সূচক এবং পরিমাপক হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রবৃদ্ধি, অর্জন কিংবা উন্নয়ন সূচক কোনো কিছুতেই দেশ এখন পিছিয়ে নেই। তবে ভোগ এবং রুচির এক নীরব দুর্ভিক্ষ বয়ে চলেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব বাঙালির জন্য গর্বের ধন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর কন্যা অদম্য শেখ হাসিনা সেই দেশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলছেন। এর পরের লড়াইটা হয়তো হবে আগামী দিনে একটা সিভিল সোসাইটি গঠন করার। বক্তৃতা কিংবা পোস্টারে নয়, সম্পন্ন মানবিক জাতীয়তাবোধের চেতনার মানুষ হয়ে ওঠার।

শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, আমদানি নয়, ভিনদেশি আকর্ষণ নয়, 'মেইড ইন বাংলাদেশ'কে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে। এই যে এত দূর পর্যন্ত দেখা, স্বপ্নবীজ বোনাএসবের কারণেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে তিনি পুণ্যবতী শেখ হাসিনা হয়ে রইবেন, মণিকোঠায় থাকবেন ঐশ্বরিক উপহার হিসেবে।

লেখক: প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ



বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন। ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কতটা এগোলাম?



হোসেন জিল্লুর রহমান

২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। আবার এদিনই শুরু হলো লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের বৈশ্বিক বিশেষ প্রচারণা। বলাবাহুল্য, নারীর প্রতি সহিংসতা বৈশ্বিক সংকট। সে জন্যই আমরা নারীর অধিকার বিশেষ করে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে বৈশ্বিক অনেক উদ্যোগ দেখেছি। ১৬ দিনের বিশেষ এ প্রচারণাও তার বাইরে নয়। এ ছাড়াও কয়েকটি তৎপরতা বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, ১৯৯৫ সালের বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন বা বেইজিং ঘোষণায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ যে মানবাধিকার, তা নীতির জায়গা থেকে প্রথম দেখানো হয়। সেখানে সহিংসতা প্রতিরোধকে সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টিও সেখান গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে। বৈশ্বিক তৎপরতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেটি জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগ। ২০০৬ সালের অক্টোবরে সেক্রেটারি জেনারেলস ইন-ডেপথ স্টাডি অন অল ফর্মস অব ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইম্যান শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশ হয়। সেখানে বিশেষ করে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতায় তথ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে স্বাভাবিকভাবেই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। সেই সূত্র ধরেই আমাদের পরিসংখ্যান ব্যুরো তা নিয়ে কাজ করেছে। ২০০৬ সালের উদ্যোগে রাজনীতিকদের ভূমিকাও সেখানে বড় করে দেখানো হয়েছে। সবার অংশগ্রহণে সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়টি এসেছে সেখানে।

তৃতীয় যে বিষয়টি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো ২০১৫ সালে নেওয়া এসডিজি-টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। সেখানে দুটি ধারা নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত। লক্ষ্যমাত্রা ৫.২-এ বলা হয়েছে- ওপাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যান্য ধরনের শোষণ-বঞ্চনাসহ ঘরে-বাইরে সব নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার অবসান। আর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১; সর্বত্র সব ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা এবং ১৬.২; শিশুদের বিরুদ্ধে সব রকম সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।

এ সহিংসতা বন্ধে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক তৎপরতা হিসেবে ২০১৯ সালের নাইরোবি সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-আইসিপিডির ২৫ বছর পূর্তিতে ২০১৯ সালে ওই কনফারেন্সের কর্মপরিকল্পনাকে থিরো এজেন্ডা

> নীতিগত বিষয় হিসেবে সহিংসতা প্রতিরোধে পদক্ষেপ নিতে গেলে সঠিক যৌন শিক্ষার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। অস্বীকার করা যাবে না, আইনগত দিক থেকে নারীর সুরক্ষায় আমাদের উদ্যোগ যথেষ্ট। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন যথেষ্ট শক্তিশালী। সম্প্রতি আমরা দেখেছি, আদালতের অনুমতি ছাড়া ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টা মামলায় জেরার সময় ভুক্তভোগীকে তাঁর চরিত্র ও অতীত যৌন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না- এমন বিধান যুক্ত করে ঔপনিবেশিক আমলের সাক্ষ্য আইনের সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।

গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে তৃতীয় বিষয়টি হলো লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণ। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধে বৈশ্বিক এ উদ্যোগগুলোই প্রমাণ করে, বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমরা দেখেছি, কভিড-১৯ এর সময়েও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বেড়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা একটা সমাজে এভাবে চলতে পারে না। এটি এক ধরনের মানবাধিকারের লঙ্ঘন। সামাজিক ন্যায়বিচারের দিক থেকে চিন্তা করলেও এটি অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। সহিংসতা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধক। এমনিতেই বাংলাদেশে নারীর অংশগ্রহণ অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে হয়নি। তার ওপর সহিংসতা নারীকে তথা সার্বিকভাবে সমাজকে পিছিয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া নারীর স্বাস্থ্যের ওপরেও সহিংসতার বড় প্রভাব রয়েছে। এটা অনেকের জন্য এক ধরনের ট্রমা। যে ট্রমা পরবর্তী প্রজন্মকেও প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন হলো, নারীর প্রতি সহিংসতার সূচকগুলো কী। তাঁরা কোথায় কোথায় সহিংসতার শিকার হন? নারী অনেকে যেমন গৃহে এর শিকার, তেমনি কর্মস্থল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সহিংসতার কবলে পড়েন। তা ছাড়া জনপরিসর বিশেষ করে গণপরিবহনও অনেক ক্ষেত্রে নারীর জন্য নিরাপদ নয়। আমাদের দেখতে হবে, একজন নারী কীভাবে এবং কী মাত্রায় আক্রান্ত হন। কতটা আক্রান্ত হচ্ছেন, সে তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমাদের তথ্যে অনেক সময় গরমিল দেখা যায়। আবার শহরের তথ্য এলেও গ্রামের তথ্য সেভাবে আসছে না। তা ছাড়া তথ্যের ক্ষেত্রে সময়টা বোঝাও জরুরি। নারী সহিংসতার শিকার হওয়ার পর তার বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। কীভাবে তিনি সহিংসতার শিকার হলেন এবং সে অনুযায়ী ত্বরিত ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে অনেক সময় আলামত নষ্ট হয় কিংবা অপরাধী ছাড় পাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়। প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সে দুর্বলতা স্পষ্ট। সর্বক্ষেত্রে সঠিক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। অথচ নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে সেই তথ্যে অনেক গ্যাপ আমরা দেখছি। বাড়িতে এবং বিশেষ করে নারীর পার্টনার দ্বারা সহিংসতার যেমন তথ্য রয়েছে, সে তুলনায় কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনপরিসর কিংবা গণপরিবহনে সহিংসতার তথ্য কম রয়েছে। একইভাবে বিবাহিত নারীর ওপর সহিংসতার তথ্য বেশি থাকলেও অন্যদের ওপর তথ্য সীমিত। কিশোরী কিংবা বৃদ্ধ নারীরাও যে সহিংসতার শিকার, সে তথ্যে যথেষ্ট গ্যাপ রয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতায় সামাজিক ধ্যান-ধারণা বোঝা জরুরি। যাঁরা সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করেন তাঁরা বিষয়টি কীভাবে দেখছেন, আবার রাষ্ট্রীয় যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের মনোভাবও বোঝা দরকার। নারী কেন সহিংসতার শিকার হন, তার মূল কারণগুলোও বের করা দরকার। নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ কেন ৩৬-৩৭ শতাংশে আটকে আছে, সেটা তদন্ত করলেও দেখা যাবে সহিংসতার প্রভাব সেখানে রয়েছে। নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নীতিগত বিষয় হিসেবে সহিংসতা প্রতিরোধে পদক্ষেপ নিতে গেলে সঠিক যৌন শিক্ষার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। অস্বীকার করা যাবে না, আইনগত দিক থেকে নারীর সুরক্ষায় আমাদের উদ্যোগ যথেষ্ট। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন যথেষ্ট শক্তিশালী। সম্প্রতি আমরা দেখেছি, আদালতের অনুমতি ছাড়া ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টা মামলায় জেরার সময় ভুক্তভোগীকে তাঁর চরিত্র ও অতীত যৌন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না- এমন বিধান যুক্ত করে ঔপনিবেশিক আমলের সাক্ষ্য আইনের সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। সহিংসতার শিকার হওয়ার পর যদি নারীকেই জেরা করা হয়; সেটি দুঃখজনক। সে জন্য নারীবান্ধব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং যাঁরা সেখানে কাজ করেন তাঁরা যাতে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তা নিশ্চিত করা চাই। ইন্টারনেটের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাইবার অপরাধও বেড়েছে। নারী সেখানে নানাভাবে সহিংসতার শিকার হন। সুতরাং নারীর সাইবার সুরক্ষা বাড়াতে আরও পদক্ষেপ নেওয়া চাই।

আমি বলতে চাই, যে কোনো ক্ষেত্রে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর প্রতি সহিংসতার তথ্যে যথেষ্ট ঘাটতি থাকলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উদ্যোগের প্রশংসা করতেই হবে। বিবিএস প্রথমবারের মতো ২০১১ সালে প্রথমবার নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ করেছে। এর পর বিবিএস জরিপ করে ২০১৫ সালে। তবে সহিংসতার একেবারে গোড়ার কারণগুলো বের করে আনতে বিশেষভাবে জরিপ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে মনিটরিংটাও এ ক্ষেত্রে জরুরি। ২০২২ সালে আমরা যে আলোচনা করছি, ২০২৫ সাল কিংবা ২০৩০-এ যদি একই আলোচনা করি, তা তো হতে পারে না। এ আট বছরে আমরা কতটা এগোলাম, তাও দেখা দরকার। আমরা পিপিআরসি ইউএনএফপিএর সঙ্গে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করাচ্ছি, যাতে মনিটরিংটা নিশ্চিত করা যায়। এটা সরকারিভাবে হলে নিশ্চয় আরও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব এবং সামষ্টিক উদ্যোগও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

রাজনীতিতে চলছে হুইসেল বাজানোর খেলা

রিন্টু আনোয়ার

ঋতুপঞ্জিকাদৃষ্টে পুরোপুরি শীত আসতে আরো অন্তত এক মাস বাকি, কিন্তু শীতের এবার আগাম আমেজ। উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইতোমধ্যে শীত পড়া শুরু হয়েছে। তেমনি জাতীয় নির্বাচনের আরো ১৫ মাস বাকি থাকলেও দেশের রাজনীতিতেও এবার একটু আগেভাগেই কথাবার্তা ও তৎপরতায় ভোটের ভাব।

আগামী ডিসেম্বর মাসকে ঘিরে রাজনীতিতে টান টান উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে দেশে। নির্দ্বিধায় বলা যায়- পরিবেশ-পরিস্থিতি ঘোলাটে হবে।

বাঙালীর গর্বের মাস ডিসেম্বর। অথচ এই গৌরবের মাসটিকে ঘিরেই রাজনীতিতে চলছে আতঙ্কের আগাম বার্তা। 'বাঙালির গর্ব আর বিজয়ের মাস ডিসেম্বর এ মাসে বিএনপিকে রাস্তায় নামতে দেয়া হবে না'-এমন ঘোষণা ক্ষমতাসীনদের। বিএনপি 'বাড়াবাড়ি' করলে তাদের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেবেন বলে সাফ জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সাথে আবারো জানিয়েছেন- কোন বিবেচনায় তিনি, খালেদা জিয়ার বোন ও ভাইয়ের আবেদনে মানবিক দয়া করে তার শাস্তি বন্ধ রেখে বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই মানবতার বিপরীতে বিএনপি এখন সরকারকে 'ধমকায়'। পালানোর পথ মিলবে না বলে প্রধানমন্ত্রীকে শাসায়। তাই বিএনপির এই 'বাড়াবাড়ি' তিনি আর সহ্য না করার বার্তা দিয়েছেন যদিও এর আগে আইনমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, নির্বাচনের আগ পর্যন্ত খালেদা জিয়াকে আর জেলে নেবে না সরকার।

এ দিকে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিএনপিও পাল্টা হুঙ্কার দিচ্ছে। তারা এক দফা দাবি দিয়ে সরকার পতনের লক্ষ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন বিভাগে সমাবেশ করে যাচ্ছে। তাদের একটিই কথা,এ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে তারা যাবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড়। বিভাগীয় সমাবেশ করার পর ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় গণসমাবেশের কর্মসূচি রয়েছে বিএনপির। দলটির এক নেতা বলেছেন, ১০ ডিসেম্বরের পর দেশ চলবে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ও তারেক রহমানের কথায়। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মামলা আদালতে নয়, রাজপথে সমাধান করবে, এমনকি আগামী নির্বাচনে তিনি অংশ নেবেন মর্মে রাজনৈতিক ঘোষণা দিয়েছেন তার এক আইনজীবী। আদালত প্রাঙ্গণে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, খালেদা জিয়ার অংশগ্রহণ ছাড়া আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে না, হতে দেয়া হবে না। অবশ্য টানা প্রায় ১৪ বছর ব্যাকফুটে পড়ে থাকা দলটির সাম্প্রতিক তৎপরতার মধ্যে নানা মাত্রা যোগ হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে তারা বড় জমায়েতের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মনোবলে চিড় ধরানোর কৌশল নিয়েছে। একই সাথে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে বলে দেশ-বিদেশে প্রমাণ করতে চাইছে। এ জন্য আওয়ামী লীগও রাজপথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তির্যক কথার অবিরাম তীর ছুড়ছে, দেখিয়ে দেয়ার কড়া হুমকিসহ 'খেলা হবে' মর্মে হুঙ্কার দিচ্ছে। কঠিন-

> **১০ ডিসেম্বরের আগে কি দেশে কোনো নির্বাচন আছে? অথবা বিএনপির আন্দোলনে কি এমন কোনো সাফল্য এসেছে যে, সরকারকে বিদায় নিতে হবে? দৃশ্যত তেমন কোনো আলামত নেই। তবে দল দু'টির মধ্যে ডিসেম্বরে খেলা হবে, মানে উত্তেজনাকর কিছু হবে- সেই বার্তা পরিষ্কার।**

সঙ্গীন এ সময়টিকে আওয়ামী লীগ বা সরকারই বা কেন খেলার জন্য পছন্দ করেছে? কোন সুখের জেরে? নাকি ভয়ে? জিতবে কারা? -এর চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন-কী খেলা হবে? তাস, লুডু, ছক্কা-পাঞ্জা? খেলবে কারা কারা? কতগুলো পক্ষ থাকবে ওই খেলায়? উদ্ভট-উৎকট এসব বাগাড়ম্বরের মধ্যে দেশ বা জনগণের ন্যূনতম স্বার্থ কি আছে? বা থাকতে পারে?

কথাচ্ছলে বলা হয়, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আবার রাজনীতিকে কৌশলের খেলাও বলা হয়। তার ওপর বলা হচ্ছে, খেলা হবে-সামনে আরো খেলা আছে। সবই কি আসলে কথার কথা? নাকি অন্য কিছু? বিশ্বময় রাজনীতিতে এখন শেষ কথার সাইরেন বাজছে। গুণগত মান বদলে যাচ্ছে। ব্রিটেনে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার প্রধানমন্ত্রী বদল হলো। বরিস জনসন আস্থা ভোটে হেরে গেলে লিজ ট্রাস প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে তিন সপ্তাহের মধ্যে পদত্যাগ করেন। এর পর আসেন ঋষি সুনাক। তিনি দায়িত্ব নিয়েই অর্থনীতি ধ্বংসের জন্য পূর্বসূরির সমালোচনা করেননি। আগেরবার যারা তার প্রধানমন্ত্রী হতে বাধা দিয়েছিলেন, তাদের নিয়ে একটি নেতিবাচক কথাও বলেননি। কিংবা বক্তৃতা দিতে উঠেই বিরোধী দলের মুণ্ডুপাত করেননি। কেবল বলেছেন, এই জাতীয় সঙ্কট নিরসনে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমাদের এখানে চিত্রটা একদম বিপরীত। কথার তেজে, টিপ্পনীতে অসৌজন্যমূলক হুইসেল বাজানো মোটেই রাজনীতির পাঠ-পঠন হতে পারে না। দেশে এখন ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা প্রতিদিন মাঠে থাকছেন। বিএনপির সিরিজ কর্মসূচিও চলছে। লাশ পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়। তা খেলারই অংশ কি না, প্রশ্ন সামনে আসছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে স্পষ্ট জবাব নেই। হাডুডু, লুডু, কানামাছি, গোল্লাছুট; ক্রিকেট-ফুটবল নানা ধাঁচে উত্তেজনাময় রাজনীতি। ভোলা, মুন্সীগঞ্জ, ফেনী, নোয়াখালী, খুলনা, মাগুরা, যশোর, রাজধানীর বনানীসহ কয়েক জায়গায় রণক্ষেত্র হয়েছে।

সামনে যে আলামত বোঝা যাচ্ছে, তাতে ক্ষমতাসীন দল ও বিএনপির সংঘর্ষ হলে নতুন করে মামলা-মোকদ্দমা মিলিয়ে সামনে এ খেলা কোথায় গড়াবে এখনই নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। এ খেলার রেফারি-আম্পায়ার মাঠে না মাঠের বাইরে তাও স্পষ্ট নয়। সাইডলাইনেও ধোঁয়াশা। খেলার এই ময়দানে জামায়াতে ইসলামী বিএনপি জোটে আর নেই ঘোষণার পর নতুন নামে নিবন্ধন পাওয়ার আবেদন ও ফিরে আসার চেষ্টা। এগুলো খেলার অংশ হলে নিশ্চিন্তে থাকা যায় না। বরাবরই জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনীতিতে ভাঙাগড়া ও নানা মেরুকরণের খেলা হয়। পর্দার আড়ালের খেলাও জমজমাট হয়। এবার নির্বাচনের এক বছর আগেই সেই জম্পেশ খেলার আভাস। দল ও জোট গঠনের পাশাপাশি ভাঙনের বাদ্যও বাজছে। জাতীয় পার্টিতে তা বেশি সুরেলা। বিদেশী কূটনীতিকদের মিশনও জোরদার। দেশের সীমানার বাইরে চলছে তাৎপর্যপূর্ণ তৎপরতা। গুঞ্জন ডালপালা মেলছে। তার ওপর চলমান বিশ্ব উত্তেজনার মধ্যে খেলছে সব দেশই। ভয়ের বার্তা সেখানেও। মন্দের ভালো হিসেবেও এ ভয় অমূলক হোক।

১০ ডিসেম্বরের আগে কি দেশে কোনো নির্বাচন আছে? অথবা বিএনপির আন্দোলনে কি এমন কোনো সাফল্য এসেছে যে, সরকারকে বিদায় নিতে হবে? দৃশ্যত তেমন কোনো আলামত নেই। তবে দল দু'টির মধ্যে ডিসেম্বরে খেলা হবে, মানে উত্তেজনাকর কিছু হবে- সেই বার্তা পরিষ্কার।

কথার কথা, মেঠো কথা- যা-ই হোক এ ধরনের হুমকি-ধমকিমূলক কথা নানান প্রশ্নের সাথে উত্তেজনাও তৈরি করছে দেশের জনমনে।

এমনিতেই সময়টা ভালো যাচ্ছে না। সরকারপ্রধান থেকেই দুর্ভিক্ষের শঙ্কা জানা যাচ্ছে বারবার। নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য মারাত্মক পর্যায়ে। বিদ্যুতের নাজুক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক গোলমাল, সামাজিক অস্থিরতাসহ মানুষ ভীষণ যন্ত্রণায়। দেশ নানা ঝুঁকি-ঝক্কিতে। তালগোল আরো অনেকদিকেই। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা সরকারের। নানান তবে-কিন্তু-যদিযুক্ত ব্যাখ্যা থাকলেও এসব তথ্য নিয়ে (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

গরিবের ঘোড়ারোগ

(৮ পাতার পর)

এবং সেটি কেন হচ্ছে তা বলার আগে সাম্প্রতিক সমাজের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করা আবশ্যক।

আপনি যদি ইদানীংকালে গ্রামে যান তবে দেখবেন সত্তর দশকের হাঁকডাক হাহাকার কর্মব্যস্ততা এবং পর্নোকুটির নেই। বাড়ি-গাড়ি, অট্টালিকা, টিভি-ফ্রিজ, মোটরসাইকেল এখন গ্রামের সর্বত্র দৃশ্যমান। কিন্তু পুরো গ্রাম খুঁজে কোথাও উৎসব, নির্মল আনন্দ এবং মায়াময় সামাজিক বন্ধন দেখবেন না। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো বেশির ভাগ গ্রামবাসীর সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। তাদের পুঁজি বা মূলধনও নেই। একশ্রেণীর গ্রামবাসী কেবল ভোগ করছে আরেক শ্রেণী শোষণ করছে। মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে বাড়ি-খানা-খাদ্য আসবাবপত্র ইত্যাদি খাতে সর্বস্ব ব্যয় করে নিজেদের ধনী ও সুখী মানুষ প্রমাণের প্রতিযোগিতা করছে।

গ্রামবাংলার উল্লিখিত চালচিত্র এবং হাল আমলের শহুরে ফ্যাশনের সাথে সত্তর দশকের দারিদ্র্যের পীড়ন-হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনার কোনো মিল খুঁজে পাবেন না। আজকের সমাজে কোনটা যে কান্না সেটি যেমন বোঝা যাচ্ছে না তদ্রূপ আনন্দের নির্মল হাস্যরস এবং কূটনামির প্রতারণাপূর্ণ নিষ্ঠুর উল্লাসের পার্থক্যও করা যায় না। সত্য ও মিথ্যার বিভেদের রেখা দূর হয়ে সেখানে স্থান নিয়েছে মোনাফেকি, যা কিনা সত্য ও মিথ্যার গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। ফলে গরিবের ঘোড়ারোগ নামক বালাইটি হাল আমলে পুরো দেশ জাতিকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যার কারণে আমরা সবাই প্রচন্ড গতিতে উল্টো স্রোতের কারণে প্রাগৈতিহাসিক জমানার দিকে চলে যাচ্ছি।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সাধারণ পাঠকদের জন্য আজকের নিবন্ধের শিরোনাম এবং আলোচিত বিষয়গুলোর সমন্বয় করে চলমান সময়ে আমরা কেন এবং কিভাবে ঘোড়ারোগের কবলে পড়েছি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিবন্ধের ইতি টানব। প্রথমত, আমাদের বর্তমানকালের যাবতীয় আর্থিক সঙ্কট, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় দায়দেনা, অভাব অভিযোগ, সঙ্কট এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আলামতের নেপথ্যে রয়েছে গরিবের ঘোড়ারোগের প্রবাদটির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। অপব্যয় বলতে যা বুঝায় কিংবা অপরিকল্পিত ব্যয় এবং ফুটানির নিকৃষ্ট পরাকাষ্ঠার কবলে পড়ে দেশের পুরো আর্থিক খাতে রীতিমতো হাহাকার শুরু হয়ে গেছে।

চলমান সমস্যাগুলোর সাথে যদি গরিবের ঘোড়ারোগের অন্তঃমিল খোঁজেন তবে অবশ্যই অপনাকে রূপক অর্থের সাহায্য নিতে হবে। এখানে গরিব বলতে হাকি মিয়ার মতো আর্থিকভাবে গরিব মানুষকে না বুঝে বরং চিন্তা চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা, নীতিনৈতিকতা, সততা পরিশ্রম ধর্মবোধ মানবতা হৃদয়ের বিশালতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবকে দারিদ্র্য হিসেবে বিবেচনা করেন তবে দেখতে পাবেন এবং বুঝতে পারবেন যে আমরা কত বড় দারিদ্র্যের মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। আর এসব মূর্খের বিলাসিতার ঘোড়াগুলো খোঁজার জন্য যদি দিনে বা রাতে রাস্তায় বের হন, বাজারে যান, গণপরিবহনে চড়েন, চাকরির বাজারে ঢুঁ মারেন এবং কারো কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতেন তবে ঘোড়ারোগে আক্রান্তদের নির্মমতা আপনার প্রকৃতির যেকোনো হিংস্র প্রাণীর চেয়েও নির্মম বলে মনে হবে।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

রাজনীতিতে চলছে হুইসেল

(১২ পাতার পর)

দ্বিমতের কিছু নেই।

এমন সময়ে বিএনপি উল্লসিত। তারা কি এমন কিছুই চেয়েছিল? এমন কিছুর অপেক্ষা করেছিল? নাকি তাদের আন্দোলনের কোনো সাফল্যেই দেশে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে?

কিছুদিন আগেও সমাবেশ দূরে থাক, বাসাবাড়িতেও থাকতে না পারা বিএনপি এখন সারা দেশে বিশাল বিশাল সমাবেশ করছে। এসব কর্মসূচিতে সরকার বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ বহালই আছে। শক্তি প্রদর্শনের বাহাদুরিটা ক্ষেত্রবিশেষে অতিমাত্রায় চলে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই সরকার ও মাঠের বিরোধী দল মানুষকে তাদের শক্তি দেখাতে চাইছে। সরকারি দল ব্যবহার করছে তার রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক শক্তিকে। বিএনপি শক্তির জানান দিচ্ছে সরকারি বাধা ডিঙিয়ে সমাবেশ ঘটিয়ে। শক্তির এ জানান দেয়াটা আরো ভিন্নদিকে না গড়ালেই রক্ষা। সরকারের এই আগ্রাসী আচরণ নতুন নয়। রাস্তাঘাট বন্ধ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার দুর্গন্ধময় ইতিহাস বাঙালির ললাটের লিখনের মতো। না তখন, না এখন; সরকারগুলো এতে কখনো বিচলিত হয় না। কেবল কৌশল নেয়, যা কখনো সমাদর পায় না। সমালোচনাই নিশ্চিত হয়। এর পরও ক্ষমতায় পৌঁছলে সবাই ভুলে যায়। আগের সরকার যে কর্মে তিরস্কৃত হয়েছে, সেই কর্ম তারাও করেন। বোধ-বিবেচনা কাজে লাগান না। হালে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে আওয়ামী লীগের প্রচণ্ড দাপটের মধ্যে বিএনপি সমাবেশ ডেকে সহিংসতা করবে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু সরকারের আচরণে, ভয় অথবা বিরোধী দলকে দাবড়িয়ে নিজেদের হিম্মত দেখানোর বাতিক ভর করেছে।

পরিশেষে, বর্তমান সময়ে দেশের রাজনীতির পরিবেশ শুধুই তিক্ততার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে যোগ হয়েছে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের পারদ। আবার কেউ কেউ কৌশলকে পাশ কাটিয়ে প্রতারণাকে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের এই চেষ্টা বেশ কয়েক বছর ধরেই দেখছে দেশের সাধারণ মানুষ। ফলে রাজনীতি যে, রাজার নীতি, সেটি হারিয়ে গেছে। এখন চলছে রাজনীতির নামে বাকযুদ্ধ, মিথ্যাচার, আশার বাণী আর হুঙ্কার। গণতন্ত্রের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাবোধ, সম্মানবোধ, দায়িত্ববোধ থাকে তারা এসব আচরণ আর খেলাধুলার হুমকি দিতে পারে না। বর্তমানে দেশে কোটি কোটি মানুষ দরিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করছে, দিন দিন মধ্যবিত্ত হয়ে যাচ্ছে নিম্নবিত্ত; ক্ষুধা-যন্ত্রণা, শোষণ-বঞ্চনা, সমাজ-সভ্যতা নিয়ে কারো কোনো কথা নেই। দেশে চলছে শুধু রাজনৈতিক খিস্তিখেউর। চলছে ভোট- রাজ-নীতি, সিংহাসন-রাজা রাজনিয়মের আদিখ্যেতা।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

২৭ নভেম্বর, কোকো-৪ লঞ্চ দূর্ঘটনা ট্রাজেটি দিবস



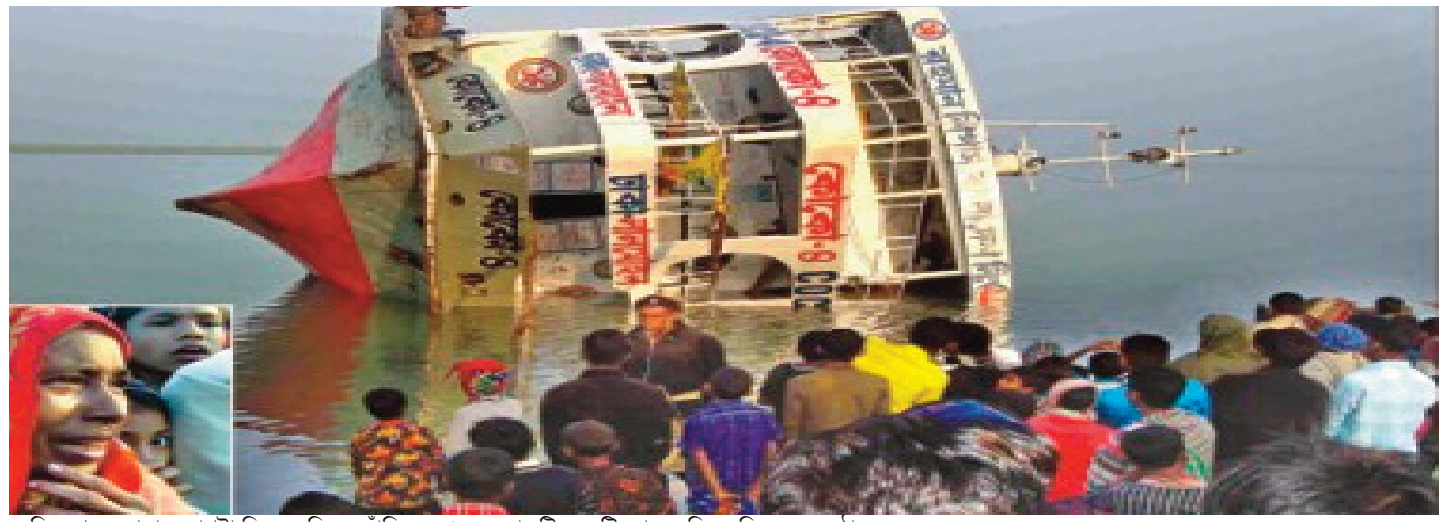
মো: সোয়েব মেজবাহউদ্দিন

২৭ নভেম্বর, জীবনের ভুলতে না পারা একটি দিন, একটি মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক বাঁচার লড়াইয়ের স্মৃতি। মহান রাব্বুল আল আমিনের অশেষ কৃপায় জীবন মৃত্যুর স্বন্ধিক্ষন থেকে ফিরে আসার লোমহর্ষক সেই স্মৃতি নভেম্বর মাস আসলেই তারা করে বেড়ায়। মনের অজান্তে চোখ থেকে গড়িয়ে পরে অশ্রু ফোটা। হাহাকার করে উঠে হৃদয়। পানির ভিতর লঞ্চের কেবিনে আটকা পরে প্রচন্ড শীতের মধ্যে একা দীর্ঘ ৬ ঘন্টা বাঁচার লড়াইয়ে যখন হতাশ হয়ে পরি, তখন কেবিনের ভেতরের নদীর পানি পান করে,"লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনাজ্জলেমিন" পড়তেছিলাম। দীর্ঘ ১৩ বছর পরও ভুলতে পারি না সেই স্মৃতি।

ভোলার লালমোহনে ঈদের আগের দিন কোকো-৪ লঞ্চ দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরন করেছিল ৮৪ জন যাত্রী। আমিও ছিলাম ঐ লঞ্চের যাত্রী। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি বেঁচে যাই। আমার চোখে ভেসে উঠে সেই ভয়াল কালো রাতের কথা। ১৩ বছর পার হতে চলেছে কিন্তু আজও লালমোহনবাসী জানতে পারলনা দূর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা শাস্তি পেয়েছে কিনা। অপরাধীদের শাস্তি না হওয়ায় তাই এখনও নৌ পথে চলছে চলাচলের অনুপযোগী লঞ্চ। দূর্ভোগ ও দূর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে সাধারন যাত্রীরা।

সেদিন সকাল ১০.৩০ টার সময় কোকো-৪ লঞ্চটি ধারন ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আমি লঞ্চের ২য় তলায় সিংগেল কেবিন নিয়ে লঞ্চটিতে যাত্রার শুরু করি। লঞ্চে মালামাল না থাকায় যাত্রীদের হাটাহাটির কারনে লঞ্চটিতে অতিরিক্ত যাত্রীর কারনে একবার ডানদিকে আবার বাম দিকে হেলেদুলে চলতে থাকে। কিন্তু লঞ্চ কর্তৃপক্ষ এদিকে কোন প্রকার দৃষ্টি না দিয়ে লালমোহনের উদ্দ্যেশে চলতে থাকে। লঞ্চটি বুড়িগঙ্গা সেতুর কাছে আসার পর কিছু যাত্রী নৌকা করে নেমে যায়। আমি ও একবার নেমে যাওয়ার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু দিনের লঞ্চ ভ্রমন করার ইচ্ছায় আর নামতে পারিনি।

লঞ্চটি বড় ছোট অনেক নদী পাড়ি দিয়ে যখন ভোলা সীমানায় প্রবশ করল তখন কিছুটা ভরসা পেলাম। আমার ৭ নং কেবিনে সহ সকল কেবিনের সামনে বিছানার চাদর বিছিয়ে সাধারন যাত্রীদের গাদাগদি অবস্থানের কারনে কেবিন থেকে বের হতে অনেক সমস্যা হত। কেবিন থেকে বের হয়ে নিচে যাওয়ার মত কোন যায়গা ছিল না। যখন যাত্রীদের হাটাহাটির কারনে লঞ্চটি একবার ডানদিকে আবার বাম দিকে হেলেদুলে চলতে থাকে তখন লঞ্চের আনছার বাঁশ দিয়ে পানি ছিটিয়ে যাত্রীদের লঞ্চের বাম ডানে হাটাহাটি বন্ধ করার চেষ্টা করে। লঞ্চটি দেউলা ঘাট এবং বদরপুর ঘাট করে নৌকার মাধ্যমে কিছু যাত্রী নামিয়ে দেয়। লঞ্চটি নাজিরপুর টার্মিনালের কাছে এসে টার্মিনালে ঘাট না করে একটু দুরে ঘাট করে সিঁড়ি দিয়ে হাঁটু পরিমান পানিতে যাত্রীদের নামাতে থাকে। কারণ জানতে পেলাম যাত্রীরা জীবন রক্ষার্থে দ্রুত নামার চেষ্টা করার সময় ইন্সপেক্টর উজ্জল লঞ্চের প্রধান ফটক বন্ধ করে টিকিট চেক করতেছে। কেবিন বয় আমাকে এবং আমার পাশের কেবিনের লোকদের বলেন" লঞ্চের অবস্থা ভাল না, আপনারা নাজিরপুর ঘাটে নেমে যান। আমি



কেবিন থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে লঞ্চ ডুবে যেত দেখে আমি লঞ্চ থেকে নামার জন্য একটু সামনের দিকে আগানের চেষ্টা করতেই দেখি সকল যাত্রী তাড়াহুড়া করে বাদিকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আমিও ঝাঁপ দিতে গিয়ে যখন দেখলাম লঞ্চটা বাদিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে আমি ঝাপ না দিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। লঞ্চটা কাঁত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল আমি " লা ইলাহা ইল্লাল আনতা সোবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলেমিন" পড়তেছিলাম। চোখের পলকে কি হয়ে গেল আমি বলতে পারব না। কিছুক্ষন পর পানি হতে ডুব দিয়ে উঠে দেখি আমি এক কেবিনে আটকা পরেছি। চারিদিকে অন্ধকার, শুধু আত্মচিৎকার শুনতে পাচ্ছি, আমিও বাচাও বাচাও বলে চিৎকার করছি আর কেবিনের চারপাশে হাত দিয়ে আঘাত করছি। আমার শরীর কোমর পানিতে ডুবে আছে। আমি আমার পকেট থেকে মোবাইটা বের করে দেখি তা ভিজে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। মোবাইটা চালু করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ২০-২৫ মিনিট পর শিশু ও মহিলাদের আত্মচিৎকার বন্ধ হয়ে যায়। আমি ভয় পেয়ে যাই। ভাবলাম আমি বুঝি আর বাচবনা। আলাহুর নাম স্মরন করতে থাকি। আর আত্মচিৎকার করতে থাকি। হাতের কাছে কেবিনের খাটের উপর বিছানো কাঠ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আঘাত করতেছি। পাশের কেবিন থেকে বন্ধু মারুফ বললো সোয়েব তুই কোথায়, আমি বললাম, আমি পাশের কেবিনে, মারুব বলল আমি ও আটকা পড়েছি। আমি দোয়া দুরুদ পড়ছি আর আত্মচিৎকার করছি। এক সময় পুলিশের বাঁশির শব্দ শুনে পুলিশ ভাই আমাকে বাচান বলে, আত্মচিৎকার করছি, আবার এলাকাবাসি কেউ আছেন আমাকে বাচান বলে আত্মচিৎকার করছি। একসময় এক লোক এসে বলল এই রুমে কেউ আছেন ? আমি বললাম, ভাই আমি আছি আমাকে বাচান, লোকটি একটি সাবল দিয়ে কিছুক্ষন চেষ্টা করে চলে গেল। আমি কিছুটা হতাশ হলাম।

আবার আত্মচিৎকার করতে থাকলাম। বেচে থাকার আসা ছেড়েই দিয়েছিলাম, কেবিনের খাটের আরার উপর বসে আমি আমার বাবা ও মায়ের কথা, আমার বোন, ভাই এবং সদ্য বিবাহীত স্ত্রীর কথা ভাবতেছি আর অঝর ধারায় কাঁদছি। আমার শরীর ঠান্ডা হতে শুরু করে, মনে হয়েছিল, আমার জীবন প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। আমি হয়ত আর বাঁচবনা, আমি আমার শরীরের বেলেজার, জামা, এবং পায়ের জুতা খুলে ফেলি। পায়ের নিচের মাটি কেটে শুরঙ্গ তৈরী করে বের হওয়ার পরিকল্পনা করি। কাছাকাছি কিছ মানুষের কণ্ঠ শুনে কেবিনের জোরার ঝালাই করার স্থানে দুই হাত এক করে জোড়ে বাচাও বাচাও বলে আত্মচিৎকার করি। এক লোক বলতেছে এই রুমে জীবিত লোক আছে। আমি আমার মাথার উপরে কাঠ দিয়ে আঘাত করলাম তারপর কেবিনের জোরার ঝালাই করার স্থানে কিছটা ফাঁক দিয়ে আঙ্গুল বের করে দেখালাম আমার লোকেশন। উদ্ধারকারীরা আমার আঙ্গুল দেখে এগিয়ে আসে। কেউ বলে সাবল নিয়ে আয়, কেউ বলে হাতুরী নিয়ে আয়। আমি ভরসা পেলাম।

৪/৫ জন লোক যখন আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে আমি দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে আলার নাম জপতে লাগলাম। অক্লান্ত পরিশ্রম করে লোকেরা যখন কেবিনের এক কোণার পাত কাটতেছে আমি শুধু অধির আগ্রহ এবং এক বুক আশা নিয়ে ফালফাল তাঁকিয়ে রইলাম আর তাদের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। দীর্ঘক্ষন চেষ্ঠা করে তারা একটু ফাক করে টর্চের আলো দিয়ে আমাকে খোঁজার পর আমি হাত উচিয়ে আমাকে দেখালাম। তারা আমাকে উদ্ধার করার মত ফাঁক করে আমাকে বলল আপনি হাত উচু করে আমাদের হাত ধরেন আমরা আপনাকে টেনে তুলব। আমি হাত দিয়ে তাদের হাত ধরলাম, তারা ৪ জন আমার দুহাত ধরে আমাকে আস্তে আস্তে টেনে তুলতেছে আমি তখন নিশ্চিত হলাম যে, আমি বেচে আছি। আমি উপরে উঠার পর উদ্ধারকারীদের জরিয়ে ধরে কান্না করলাম। তখন কাউকে চিনতে পারলাম না। দু'জন আমাকে ধরে লঞ্চ থেকে নামিয়ে একটি জেলে নৌকাতে উঠালো। পরে জানতে পেরেছি আমাকে উদ্ধারকারী একজন হলো প্রকৌশলী আবু সালেহী।

ভোর ৪.৩০ মিনিটের সময় মাংশ ব্যবসায়ী জাকির হাওলাদার ও ভাই সাইফুল এর সাথে মটর সাইকের যোগে বাসায় ফেরার পথে জাকির হাওলাদারের মোবাইলে আমার মায়ের মোবাইলে ফোন করি, আমার ছোট বোন নীলা, যাকে আমি আদর করে নীলি বলি, ফোন রিসিভ করে, আমি তাকে কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলি, হ্যালো, আমি সোয়েব, আমি বেঁচে আছি, বাসায় আসছি, সে বললো আপনি কে, কেন মিথ্যে কথা বলে শান্তনা দিচ্ছেন। আমি যখন বললাম, নীলি, আমি সত্যি বলছি, আমি সোয়েব, তখন সে, চিৎকার করে বলে উঠল, আম্মা সোয়েব ভাইয়া, বেঁচে আছে, ফোন করেছে।

তারপর ফোন করলাম সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীকে। তার ফোন রিসিভ করে তার এক ভাবী, আমি তাকে বললাম, হ্যালো, আমি সোয়েব, আমি বেঁচে আছি। তার ভাবীও বলল, আপনি কে, কেন মিথ্যে কথা বলছেন। আমার স্ত্রীর নাম লাকী, যাকে আমি লাকু বলি, লাকু আমি সত্যি বেঁছে আছি, তখন তার ভাবী মোবাইলটা তার হাতে দেয় আমি তাকে বলি লাকু, আল্লাহ আমাকে বাচিঁয়ে রেখেছেন।

বাসায় এসে দেখি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীতে ভরপুর। বাসায় পৌছে রাব্বুল আলআমিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করি।

soyeb4@gmail.com
লেখক একজন মিডিয়া কর্মী

মধুদের মৃত্যুতে তাঁরা ঘুমান কী করে

নিশাত সুলতানা

'আমাদের ছোট মধু আকাশে উড়াল দিয়েছে। কোনো দোয়া, শুভকামনা আর চিকিৎসা ধরে রাখতে পারেনি ওকে।' পাঁচ বছর বয়সী কন্যাসন্তান মধুর মৃত্যুর পর এভাবেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন মধুর বাবা।

পরদিন লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে মধুর শেষযাত্রার ছবি পোস্ট দিয়ে শোকাহত বাবা আবার লেখেন, 'ওই আমার খুকুমণি যায়!' মধু সম্প্রতি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। ছোট্ট মধুর মৃত্যু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তুলেছে, শোকাহত করেছে সবাইকে। মধুকে অনেকেই চিনত। মধু ছবি আঁকত, বই পড়ত, গান গাইত। মধুর উজ্জ্বল শৈশব আমাদের স্বপ্ন দেখাত আলোকিত আগামীর। উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ মধু আমাদের ছেড়ে চলে গেছে চিরতরে।

শুধু মধু নয়, ডেঙ্গু জ্বরের কাছে হার মেনে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে আরফিয়া আর সিয়ামের মতো আরও অনেক শিশু; যাদের নাম আমাদের অজানা। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, অন্য যেকোনো বছরের তুলনায় এই বছর ডেঙ্গুতে শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি। এই বছর ডেঙ্গুর নানা রেকর্ড বিগত সব বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায়, আনাচকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর এই সংখ্যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যান্য বছর সেপ্টেম্বরের পর ডেঙ্গুর তীব্রতা কমে এলেও এ বছর তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে জানতে পেরেছি, প্রতিবছর বিশ্বে ৭ লাখ ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় মশার কামড়ে। শুধু ম্যালেরিয়াতেই ৬ লাখ ৩৬ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, ৩৬ হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে মারা যান। মশার কামড়ে পৃথিবীতে যত মানুষের মৃত্যু হয়, তার প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ মৃত্যু হয় অন্যান্য প্রাণীর কারণে। সেই হিসেবে মশাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে যত মানুষ মারা গেছে, তার অর্ধেকই নাকি মশাবাহিত রোগে। অবাক করা এসব তথ্য জেনে রীতিমতো ভড়কে গেছি।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তো মশা নিয়ে এমন সব গবেষণা বা পড়ালেখা জানার কথা নয়। কিন্তু যাঁরা মশকনিধনের এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁদের কাছে তো এসব তথ্য অজানা থাকার কথা নয়। অবাক লাগে, এ ধরনের তথ্য জানার পরও আমাদের মশক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এত ঢিলেঢালা হয় কী করে! ছোট্ট মধু, আরফিয়া কিংবা সিয়ামের মৃত্যুর দায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা রাতে ঘুমান কী করে! এসব শিশুর মা-বাবার দীর্ঘশ্বাস কী তাঁদের ছুঁয়ে যায় না? তাঁরা কি কখনো স্বজনহারা এই পরিবারের মানুষগুলোর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার প্রয়োজনীয়তাটুকুও অনুভব করেন না?

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের মৃত্যুর কারণ মশাবাহিত রোগ হলেও, বাংলাদেশের মশক প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় বিষয়টির গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় না। চারপাশের অপরিচ্ছন্নতা, জনগণের অসচেতনতা, চিকিৎসার অপ্রতুলতা, ডেঙ্গুর ধরন এবং উপসর্গের পরিবর্তন, শিশু ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সেবার অব্যবস্থাপনাসহ সব মিলিয়ে জটিল আকার ধারণ করেছে এবারের ডেঙ্গু পরিস্থিতি। বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ঘনবসতিপূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন দেশের একটি। বাংলাদেশের মানুষের জীবন যেন মশার মতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। অথচ ডেঙ্গু তো কোভিড মহামারির মতো হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া কোনো পরিস্থিতি নয়।

মশকনিধনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রীর 'ফ্লাইটে করে মশার বাংলাদেশে আসা'র মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য মধু, আরফিয়া কিংবা সিয়ামের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়, পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অগুরুত্বপূর্ণ ও হাস্যকর করে তোলে ২০০০ সাল থেকেই ডেঙ্গু আমাদের বাস্তবতা। তাহলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন আমাদের এত অনীহা, এত গাফিলতি? কেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে পর্যাপ্ত বাজেট ও জনশক্তি নিয়োগ করা হয় না? অন্যদিকে যেটুকু বাজেট বরাদ্দ আছে, সেটিরও সুষ্ঠু ব্যয় নিয়ে আছে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে মশকনিধনের পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয়ের বিস্তর ফারাকের বাস্তবতা। একদিকে মশকনিধনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও লোকবলের অভাব আর অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও সমন্বয়হীনতায় ঝুঁকির মুখে পড়েছে শহরাঞ্চলের মানুষ। গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। মশকনিধনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রীর 'ফ্লাইটে করে মশার বাংলাদেশে আসা'র মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য মধু, আরফিয়া কিংবা সিয়ামের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়, পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অগুরুত্বপূর্ণ ও হাস্যকর করে তোলে। মশকনিধনের ছবি দেখতে দেখতে, আর মশকনিধনের গল্প শুনতে শুনতে আমরা আজ ক্লান্ত। 'মশা মারতে কামান দাগানো'র মতো প্রবাদবাক্যের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে মনে হচ্ছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাস্তবিকই কামান দাগানোর মতো ব্যাপক আয়োজন ভিন্ন এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু সেই কামানের গোলাবারুদ খাঁটি হবে তো! সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা সেই কামান চালানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন তো!

বারবার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের দেশকে তুলনা না করে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সফল রাষ্ট্রের একটি উদাহরণ কি হয়ে উঠতে পারে না বাংলাদেশ, যেমনটি কোভিডের ক্ষেত্রে হয়েছিল? মশা প্রতিরোধের জন্য সবার আগে যা প্রয়োজন তা হলো, বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া এবং সে অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করা, পুরো দেশের জন্য বাস্তবিক সমন্বিত কর্মকৌশল প্রণয়ন করা এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

মধুরা আর কখনো ফিরে আসবে না, এটাই রূঢ় বাস্তবতা। কিন্তু মধুর মতো অন্যান্য শিশুকে বাঁচাতে হবে। ক্ষুদ্র মশার কাছে হার মেনে আমাদের শিশুরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, এ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। দুনিয়ায় আলো ছড়ানোর আগেই মধুরা আকাশের ধ্রুবতারা হয়ে যেতে পারে না। মধুরা বেঁচে থাক, মধুরা আলো ছড়াক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

নিশাত সুলতানা লেখক ও উন্নয়নকর্মী।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

রুখতে হবে অর্থ পাচার

মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই করার পথে একটি বড় বাধা হলো বিদেশে অর্থ বা পুঁজি পাচার। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সাল থেকেই দেশে দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে, যা পরবর্তীকালে সেনাশাসনে আরও প্রকট হয়।

বলা হয়ে থাকে, বর্তমানে বিদেশে অর্থ পাচার যেন একটি ওপেন সিক্রেট। তবে বিগত শতাব্দীর '৮০ বা '৯০-এর দশকে 'মানি লন্ডারিং' এতটা খোলামেলা ছিল না। নিজ দেশে অর্থসম্পদ রাখা নিরাপদ নয় বিবেচনায় দুর্নীতিবাজ ও অবৈধভাবে দেশীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারীরা অর্থ পাচার করে তা বিদেশি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে কিংবা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করে।

অর্থ পাচারের অন্যতম প্রধান বাহন হলো হুন্ডি। ১৯৭৩ সালে বিশ্বব্যাপী তেল সংকটের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হলে সেসব দেশে বাংলাদেশি শ্রমিক পাঠানো শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি হতে থাকে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের প্রবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ।

প্রবাসী আয় বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু প্রবাসীদের উপার্জনের সম্পূর্ণ টাকা বৈধ উপায়ে দেশে আসে না। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মোট প্রেরিত রেমিট্যান্সের ৪৯ শতাংশ আসে হুন্ডির মাধ্যমে। কখনো কখনো এ শতকরা হার আরও বেড়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা দেশে পরিশোধ করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা হুন্ডি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে যায়। সিআইডি'র বরাতে গত সেপ্টেম্বর মাসে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, শুধু হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বর্তমানে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি শুরু হলে হুন্ডি ব্যবসা অনেকটা কমে যায়। সেজন্য প্রায় দুবছর বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসে এবং আগস্ট ২০২১-এ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দিক থেকেই করোনা মহামারির প্রকোপ কমে এলে হুন্ডি ব্যবসা আবার চাঙা হয়। বৈধ পথে পাঠানো কমে যাওয়ার ফলে রেমিট্যান্স ২০২০-২১ অর্থবছরের ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১ দশমিক ০৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, যা শতকরা হিসাবে ১৫ শতাংশ কম। শুধু হুন্ডির মাধ্যমেই নয়, আরও নানা উপায়ে দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়। মুদ্রা পাচার বা মানি লন্ডারিংয়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ পাচার। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা বা থিংক ট্যাংক গোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) হিসাবমতে, বাংলাদেশ থেকে মোট অর্থ পাচারের প্রায় ৮০ শতাংশ সংঘটিত হয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে। আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের অতিমূল্যায়ন বা ওভার-ইনভয়েসিং এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের কম মূল্যায়ন অর্থাৎ আন্ডার-ইনভয়েসিং করে অর্থ পাচার করা হয়। কখনো কখনো পণ্য আমদানি-রপ্তানি না করে অবৈধ জাল কাগজপত্র তৈরি করে অর্থ পাচার হয়। এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতিবাজ সামরিক-বেসামরিক আমলা, রাজনীতিক, পেশাজীবী ও ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎকারীদের হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির কারণে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানো এবং হুন্ডি সিস্টেমে প্রবাসীদের টাকা পাঠানো এবং বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো সহজ হয়েছে। সম্প্রতি পুলিশের সিআইডি জানতে পেরেছে, বর্তমানে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও হুন্ডির টাকা পাঠানো হয়। পুঁজি পাচারের আরও একটি পদ্ধতি হচ্ছে রপ্তানি আয়ের একটি বিরাট অংশ দেশে না এনে বিদেশে রেখে দেওয়া। এভাবে অর্থ জমিয়ে কতিপয় ব্যবসায়ী বিদেশে বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয় কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে।

অর্থ পাচারের বিষয়টি সরকারি কর্তৃপক্ষ জানলেও সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের অভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তবে দিন দিন মানি লন্ডারিং যে বাড়ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। জিএফআই'র সর্বশেষ প্রচারিত রিপোর্টে বাংলাদেশ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অর্থ পাচারের তথ্য রয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮২ হাজার ১১০ কোটি টাকা, ২০১৪ সালে পাচার হয়েছে ৭৭ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা এবং ২০১৫ সালে ৯৮ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা। এ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়। ২০০৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৬ লাখ কোটি টাকা। গত দুই বছরের মুদ্রা পাচারের চিত্র আরও ভয়াবহ বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

বাংলাদেশ থেকে কীভাবে এবং কারা অর্থ পাচার করে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা-(ক) দুর্নীতিবাজ সামরিক-বেসামরিক আমলা, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীরা অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। (খ) আমদানি-রপ্তানির আড়ালে একশ্রেণির ব্যবসায়ী বিদেশে উন্নততর জীবন কাটানোর কিংবা বিকল্প ব্যবসার উদ্দেশ্যে অর্থ পাচার করে। (গ) মাদক ও অস্ত্র ব্যবসা এবং অন্যান্য অবৈধ ব্যবসার (যেমন-ক্যাসিনো) মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে নিরাপদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়। (ঘ) উন্নত সুযোগ-সুবিধার জন্য স্ত্রী-সন্তানদের বিদেশে রাখা এবং নিজেও গোপনে ওই দেশের নাগরিক হয়ে ভবিষ্যতে নিরাপত্তার জন্য অর্থ পাচার করে জমা করা হয়। (ঙ) সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই কিংবা মালয়েশিয়ায় জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয় কিংবা ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, কানাডা ইত্যাদি দেশে বসবাসের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য অর্থ পাচার করা হয়।

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে, প্রাথমিকভাবে সেসব দেশে এবং পরবর্তীকালে অন্যত্র সুবিধামতো জায়গায় পাচারকৃত অর্থ স্থানান্তরিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দুবাইয়ে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পর্যালোচনায় জানা যায়, ওখানে ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা শীর্ষস্থানে রয়েছে। এ ছাড়াও শোনা যায়, দুবাইয়ে বসবাসকারী ও ব্যবসারত কতিপয় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর কাছে বাংলাদেশের অনেক রাজনীতিক/আমলা/ঋণখেলাপি পাচারকৃত অর্থ গচ্ছিত রাখছে। অনেকে মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে পুঁজি নিয়ে বিদেশে ব্যবসায় বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। এ সুযোগ নিয়ে অনেকে বৈধভাবে পুঁজি সরাচ্ছে। ওই টাকা বিদেশে বিনিয়োগ করা হলে এর লভ্যাংশ এবং পরবর্তীকালে ইকুইটির টাকা দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যথায় বিদেশে অর্থসম্পদ রাখা মানি লন্ডারিং আইনে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আরব আমিরাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি দেশে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিয়ম মেনে ব্যবসা করা বৈধ।



সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি নাগরিকদের কী পরিমাণ অর্থ রয়েছে, তার হিসাব সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি) ২০২১ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের মোট অর্থের পরিমাণ ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা। ২০২০ সালে জমার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ২৯ লাখ সুইস ফ্রাঁ বা ৫ হাজার ৩৪৮ কোটি টাকা; অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ২ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ৫৫ শতাংশ। তবে সুইস ব্যাংকে গচ্ছিত সব অর্থ পাচারকৃত নয়। বিভিন্ন দেশের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ছাড়াও বাড়ি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে লগ্নি করে পাচারকৃত অর্থ-সম্পদ রাখা হয়।

দেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে জালিয়াতি, দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে বিদেশে টাকা স্থানান্তরের কাহিনি পত্র-পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) তদন্তে উদ্ঘাটিত তথ্য অনুযায়ী, উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। এর আগে ফারইস্ট ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচারাল ব্যাংক, পিপলস লিজিং, ইস্টারন্যাশনাল লিজিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে ১২ থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। ২০১১ সালে হলমার্ক নামক কোম্পানির মালিকরা সোনালি ব্যাংক থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা উঠিয়ে নেয়। গত এক দশকে জনতা ব্যাংক থেকে অ্যাননটেক্স, ক্রিসেন্ট ও থার্মেক্স গ্রুপ ১১ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক ও ফার্মার্স ব্যাংক (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) থেকে লোপাট হয়েছে সাড়ে ১২শ কোটি টাকা। বেসিক ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। এসব লোপাট করা অর্থের সামান্যও ফেরত পাওয়া যায়নি। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ সাকুল্যে চার লাখ কোটি টাকার উপরে হবে বলে ব্যাংকসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। গবেষণা সংস্থা সিপিডির এক গবেষণার ফলাফলে জানা যায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তসরুপকৃত টাকার বেশিরভাগই বিদেশে পাচার হয়েছে।

পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ নিয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেসব হুবহু সঠিক নাও হতে পারে। পরিমাণ কিছুটা বাড়তে বা কমতে পারে, তবে বিদেশে অর্থ পাচার দিন দিন বাড়ছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ বিপদের কারণ হতে পারে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিজনিত যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিদেশে মুদ্রা পাচার। পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা কঠিন। তাই পাচার রোধেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন জারির মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ প্রমাণিত হলে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করা হয়েছে। বৈধ বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচার ধরা পড়লে এবং তা প্রমাণিত হলে অপরাধের সঙ্গে জড়িত অর্থ বা সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্য বা ১০ লাখ টাকা (যা অধিক) অর্থদণ্ড এবং সর্বনিু ৪ বছর বা সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ভিত্তিতে ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিএফআইইউ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কিছু কাজ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং ২০১৫ সালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী বিএফআইইউ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও পুলিশের সিআইডি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থ পাচার প্রতিরোধে কাজ করবে। এ ব্যাপারে বিএফআইইউ'র সঙ্গে তিন সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঘুস বা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগ দুদক এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ পাচার ধরা পড়লে তা এনবিআর তদন্ত করে মামলা করবে। হুন্ডি বা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ পাচার হলে সিআইডি মামলা করবে।

বিএফআইইউ বিদেশি রাষ্ট্র বা কোনো সংস্থা থেকে পাচারের কোনো তথ্য পেলে কিংবা দেশের মধ্যে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন ব্যাংক বা মিডিয়ার মাধ্যমে অবহিত হলে তা বিশ্লেষণপূর্বক তদন্ত সংস্থাগুলোর কাছে পাঠায়। তবে তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত শেষে আদালতে মামলা করে তা শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগে বলে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আমাদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য আসেনি। ৮-১০ বছরের পুরোনো বহু মামলা আদালতে পেন্ডিং রয়েছে। প্রভাবশালী অপরাধীরা অনেক সময় মামলার তদন্ত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে।

অর্থ পাচার বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বিষফোঁড়াস্বরূপ। এটি প্রতিরোধ করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন ভেস্তে যাবে। জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ পাচারের মাধ্যমে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেশের একশ্রেণির সরকারি আমলা, রাজনীতিক, ব্যবসায়ীসহ উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিকতা ও দেশপ্রেম বলতে কিছুই নেই। সেজন্য তারা অবৈধ অর্থ, ব্যাংকের টাকা, জনগণের আমানত, দেশের সম্পদ ইত্যাদি আত্মসাৎ ও লুট করে নিজ হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে।

অপরাধীকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিবেচনায় করারোপনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যকার পন্থা বলে অনেকে মনে করেন। বাংলাদেশ অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন (এইওআই) ব্যবস্থার এখনো সদস্য নয়। বিশ্বের ১২১টি দেশ এর সদস্য। বাংলাদেশও এইওআই'র সদস্য হতে পারে। কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে অর্থ নিয়ে ব্যাংকে রাখলে এ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত দেশকে চাহিবামাত্র ব্যাংক তথ্য দিতে বাধ্য। এ ছাড়া ওইসিডির অভিভাবকত্বে পরিচালিত (ক) ইধংব উৎড়ংরড়হ ধহফ চৎড়ভরঃ ঝযরভঃ-রহম ওহপষঁংরাব ঋৎধসবড়িংশ (ইউচঝ) এবং (খ) এষড়নধষ ঋড়ঁৎস ড়হ ঞৎধহংঢ়ধৎবহপু ধহফ ঊীপযধহমব ড়ভ ওহভড়ৎসধঃরড়হ ভড়ৎ ঞধী চঁৎঢ়ড়ংবং সংস্থা দুটির সদস্য হলে মানি লন্ডারিং ও ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করে এনবিআরকে সহায়তা করা যেতে পারে। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও আসন্ন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নানা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। পুঁজি পাচার প্রতিরোধকে বর্তমানে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার সংকটকালে রপ্তানিকারকদের বিদেশে রপ্তানি আয় রেখে দেওয়ার পরিমাণ সীমিত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয় দেশে আনা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআর যৌথভাবে কমিটি গঠন করে দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি মূল্য যাচাই করে ওভার-ইনভয়েসিং ও আন্ডার-ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। হুন্ডি ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধে দুদক ও সিআইডিকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

বর্তমানে দেশে প্রবাসী আয়ের বিনিময় হারের চেয়ে কার্ব মার্কেটে ডলারের বিনিময় মূল্য ৭-৮ টাকা বেশি। এ পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। ব্যাংকের পুঞ্জীভূত খেলাপি ঋণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিগত কয়েক বছরে ব্যাংকিং আইন সহজ করে খেলাপি ঋণ লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে একদিকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমবে, অন্যদিকে অর্থ পাচারও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তাই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ব্যাংক ও আর্থিক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সর্বোপরি অর্থ পাচার প্রতিরোধে সব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কঠোরতার কোনো বিকল্প নেই।

মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া : সাবেক সিনিয়র সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান; বর্তমানে জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২

ফিকশ্চার

(যুক্তরাষ্ট্র সময়)

QATAR 2022

এ	বি	সি	ডি	ই	এফ	জি	এইচ
কাতার ইকুয়েডর সেনেগাল নেদারল্যান্ডস	ইংল্যান্ড ইরান যুক্তরাষ্ট্র ওয়েলস	পোল্যান্ড মেক্সিকো আর্জেন্টিনা সৌদি আরব	ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া ডেনমার্ক তিউনেশিয়া	স্পেন কোস্টারিকা জার্মানি জাপান	কানাডা বেলজিয়াম মরক্কো ক্রোয়েশিয়া	সার্বিয়া সুইজারল্যান্ড ক্যামেরুন ব্রাজিল	পর্তুগাল ঘানা উরুগুয়ে দক্ষিণ কোরিয়া

তারিখ	ম্যাচ	সময়
২০-১১-২২	কাতার-ইকুয়েডর	সকাল ১১ টা
২১-১১-২২	ইংল্যান্ড-ইরান	সকাল ৮ টা
২১-১১-২২	সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস	সকাল ১১টা
২১-১১-২২	যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস	দুপুর ২টা
২২-১১-২২	আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব	ভোর ৫টা
২২-১১-২২	ডেনমার্ক-তিউনেশিয়া	সকাল ৮টা
২২-১১-২২	মেক্সিকো-পোল্যান্ড	সকাল ১১টা
২২-১১-২২	ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া	দুপুর ২টা
২৩-১১-২২	মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া	ভোর ৫টা
২৩-১১-২২	জার্মানি-জাপান	সকাল ৮টা
২৩-১১-২২	স্পেন-কোস্টারিকা	সকাল ১১টা
২৩-১১-২২	বেলজিয়াম-কানাডা	দুপুর ২টা
২৪-১১-২২	সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন	ভোর ৫টা
২৪-১১-২২	উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া	সকাল ৮টা
২৪-১১-২২	পর্তুগাল-ঘানা	সকাল ১১টা
২৪-১১-২২	ব্রাজিল-সার্বিয়া	দুপুর ২টা
২৫-১১-২২	ওয়েলস-ইরান	ভোর ৫টা
২৫-১১-২২	কাতার-সেনেগাল	সকাল ৮টা
২৫-১১-২২	নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর	সকাল ১১টা
২৫-১১-২২	ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র	দুপুর ২টা
২৬-১১-২২	তিউনেশিয়া-অস্ট্রেলিয়া	ভোর ৫টা
২৬-১১-২২	পোল্যান্ড-সৌদি আরব	সকাল ৮টা
২৬-১১-২২	ফ্রান্স-ডেনমার্ক	সকাল ১১টা
২৬-১১-২২	আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো	দুপুর ২টা

তারিখ	ম্যাচ	সময়
২৭-১১-২২	কোস্টারিকা-জাপান	ভোর ৫টা
২৭-১১-২২	বেলজিয়াম-মরক্কো	সকাল ৮টা
২৭-১১-২২	কোয়েশিয়া-কানাডা	সকাল ১১টা
২৭-১১-২২	স্পেন-জার্মানি	দুপুর ২টা
২৮-১১-২২	ক্যামেরুন-সার্বিয়া	ভোর ৫টা
২৮-১১-২২	দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা	সকাল ৮টা
২৮-১১-২২	ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড	সকাল ১১টা
২৮-১১-২২	পর্তুগাল-উরুগুয়ে	দুপুর ২টা
২৯-২২-২২	ইকুয়েডর-সেনেগাল	সকাল ১০টা
২৯-১১-২২	কাতার-নেদারল্যান্ডস	সকাল ১০টা
২৯-১১-২২	ইরান-যুক্তরাষ্ট্র	দুপুর ২টা
২৯-১১-২২	ওয়েলস-ইংল্যান্ড	দুপুর ২টা
৩০-১১-২২	তিউনেশিয়া-ফ্রান্স	সকাল ১০টা
৩০-১১-২২	অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক	সকাল ১০টা
৩০-১১-২২	পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা	দুপুর ২টা
৩০-১১-২২	সৌদি আরব-মেক্সিকো	দুপুর ২টা
০১-১২-২২	ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম	সকাল ১০টা
০১-১২-২২	কানাডা-মরক্কো	সকাল ১০টা
০১-১২-২২	জাপান-স্পেন	দুপুর ২টা
০১-১২-২২	কোস্টারিকা-জার্মানি	দুপুর ২টা
০২-১২-২২	দ.কোরিয়া-পর্তুগাল	সকাল ১০টা
০২-১২-২২	ঘানা-উরুগুয়ে	সকাল ১০টা
০২-১২-২২	সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড	দুপুর ২টা
০২-১২-২২	ব্রাজিল-ক্যামেরুন	দুপুর ২টা

দ্বিতীয় রাউন্ড

০৩-১২-২২ গ্রুফ এ বিজয়ী-গ্রু বি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ সি বিজয়ী-গ্রুপ ডি রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৪-১২-২০২২ গ্রুফ ডি বিজয়ী-গ্রুপ সি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ বি বিজয়ী-গ্রুপ এ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৫-১২-২০২২ গ্রুপ ই বিজয়ী-গ্রুপ এফ রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুপ জি বিজয়ী-গ্রুপ এইচ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৬-১২-২০২২ গ্রুফ এফ বিজয়ী-ই রানার্সআপ-সকাল ১০টা
গ্রুফ এইচ বিজয়ী-গ্রুপ জি রানার্সআপ-দুপুর ২টা

কোয়ার্টার ফাইনাল

১২-০৯-২০২২ কোয়াটার ফাইনাল-১ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-২ দুপুর ২টা

১২-১০-২০২২ কোয়ার্টার ফাইনাল-৩ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-৪ দুপুর ২টা

সেমিফাইনাল

১২-১৩-২০২২ সেমিফাইনাল-১ দুপুর ২টা
১২-১৪-২০২২ সেমিফাইনাল-২ দপুর ২টা

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

১২-১৭-২০২২ সেমি (১) পরাজিত -সেমি (২) সকাল ১০টা

ফাইনাল

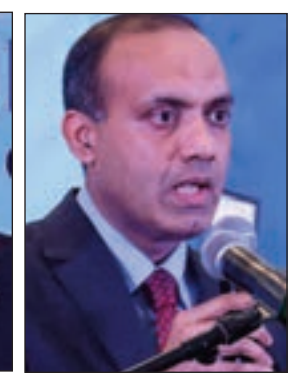
১২-১৮-২০২২ সেমিফাইনাল ১ বিজয়ী-সেমিফাইনাল ২ বিজয়ী সকাল ১০টা

চিত্রে নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ১০০ বৎসর উদযাপন

ছবি: নিহার সিদ্দিকী

















চিত্রে নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ১০০ বৎসর উদযাপন

ছবি: নিহার সিদ্দিকী

















আরব অর্থনীতিতে বিশ্বকাপের দোলা

(প্রথম পাতার পর)

দাওর অপারেটর হিসেবে কাজ করেন বিপন। তিনি বলেন, 'ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের আয় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। দিনে আমাদের আয় বেড়ে হয়েছে তিন হাজার কাতারি রিয়াল।

তিনি বলেন, 'পর্যটক ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এখন আমরা ২৪ ঘণ্টাই জাহাজ চালাচ্ছি। এসব পর্যটকের বেশির ভাগ এসেছে ব্রাজিল, আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে।' তিনি জানান, ২০ মিনিট রাইডে দিতে হয় ২০ কাতারি রিয়াল। সবচেয়ে বেশি ভিড় থাকে বিকেল ৪টায়, তখন পর্যটকরা সূর্যাস্ত দেখতে এবং ছবি তুলতে আসে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাইট ফ্রাংক বলছে, ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২ উপলক্ষে কাতারে ১৫ লাখ দর্শনার্থীর সমাগম হবে। এর পরের বছর দেশটিতে অনুষ্ঠিত হবে 'এশিয়ান কাপ ২০২৩'। ফলে পর্যটক বাড়তেই থাকবে। এমনকি ২০৩০ সাল পর্যন্ত দেশটির হোটেল ও হসপিটালিটি খাতে প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশ করে হবে। এ খাতের মূল্য দাঁড়াবে ৫৫ বিলিয়ন ডলার, যা কাতারের জিডিপিতে ১২ শতাংশ অবদান রাখবে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, এতে ২০২৩ সালে কাতারে পর্যটক বেড়ে হবে ৫৪ লাখ এবং ২০৩০ সাল নাগাদ হবে ৭০ লাখ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, কাতারে ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হলেও এর অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশ। দ্রুত যোগাযোগের সুবিধা ও খেলা চলাকালীন বিশেষ শাটল ফ্লাইটের ব্যবস্থা থাকায় সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান, ইরানসহ প্রায় সব আরব দেশেই পর্যটকরা যেতে পারছে। এমনকি তারা খেলা উপভোগ করে কাতারের পাশের দেশগুলোতে গিয়ে থাকতে পারছে। রেডশির স্ট্র্যাটেজি কনসালট্যান্টের হিসাবে বিশ্বকাপ উপলক্ষে পর্যটকরা যে ব্যয় করবে, তাতে উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতিতে বাড়তি যোগ হবে চার বিলিয়ন ডলার। এতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে হোটেল ও হসপিটালিটি খাত। তারা এ সময়ের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ছেড়েছে। কাতারের হোটেলগুলোতে এ সময় পর্যটক ৯৫ শতাংশের বেশি পূরণ হবে। এ ছাড়া খুচরা খাত ও ই-কমার্স লাভবান হবে। পর্যটকদের জন্য নয়নাভিরাম শহর দুবাইয়ের আকর্ষণ তো থাকছেই। খেলা চলাকালীন দোহা থেকে দুবাইয়ে প্রতিদিনই ফ্লাইট থাকছে। রেডশির স্ট্র্যাটেজি কনসালট্যান্ট জানায়, অক্টোবর-নভেম্বর সময়ে দেশগুলোতে বেচাবিক্রি বেড়ে হবে ৭০ বিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের ৬১ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে অনেক বেশি। রেডশির স্ট্র্যাটেজির পরামর্শক সন্দীপ গানডিওয়ালা বলেন, 'খুচরা খাতে পর্যটকদের ব্যয় দাঁড়াবে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি। এর পাশাপাশি খেলা উপলক্ষে স্থানীয়রাও বিপুল ব্যয় করবে। এতে খুচরা খাতে বিক্রি দাঁড়াবে ২.৮ বিলিয়ন ডলার।' মধ্যপ্রাচ্যের খুচরা খাতে সামনের মাসগুলোতেও এমন ব্যয় অব্যাহত থাকবে।

আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১২ বছর আগে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে কাতারের নাম ঘোষণা হওয়ার পরপরই বিশাল প্রস্তুতি শুরু করে দেশটি। এর পর থেকে সেখানে কয়েক ডজন হোটেল, অবকাশযাপন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। গড়ে উঠেছে বিনোদনের নতুন নতুন ভেন্যু, সৈকত, রিসোর্ট, জাদুঘর, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি। আর এসবই করা হয়েছে শুধু বিশ্বকাপ প্যাকেজের অংশ হিসেবে।

বিশ্বকাপের আগে দর্শকদের স্বাগত জানাতে কাতারে ছয় হাজারটিরও বেশি হলিডে হোম রুম, কাতার ট্যুরিজম থেকে তাদের লাইসেন্স পেয়েছে, যা টুর্নামেন্ট লাইভ উপভোগ করার জন্য অনুরাগীদের আবাসনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সূত্র: কনসালটেন্সি মি. পেনিনসুলা, আলজাজিরা।

ট্রাম্পকে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

কমিটির কাছে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেওয়া বিচারিক আদালতের আদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্ট। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের ট্যাক্স রিটার্ন দেখতে পারবে ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস কমিটি। গত ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালতের এ রায়ের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের ট্যাক্স রিটার্ন-সংক্রান্ত নথি পাওয়ার বাধা কাটল।

সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ ট্রাম্পের জন্য একটা বড় ধাক্কা। কারণ, তিনি বছরের পর বছর নিজের ট্যাক্স রিটার্ন গোপন রেখে আসছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ বছরের মধ্যে ট্রাম্পই প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যিনি এই পদে প্রার্থিতা ঘোষণার পর নিজের ট্যাক্স রিটার্ন প্রকাশ করেননি।

সুপ্রিম কোর্টের এ সিদ্ধান্তের ফলে দেশটির অর্থ দপ্তর ট্রাম্পের ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের ট্যাক্স রিটার্নসহ তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত নথি কংগ্রেস কমিটির কাছে হস্তান্তর করতে পারবে। মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের 'ওয়েস অ্যান্ড মিনস কমিটি' করসংক্রান্ত বিষয় দেখভাল করে। ২০১৯ সাল থেকে ট্রাম্পের ট্যাক্স রিটার্ন চেয়ে আসছে কমিটিটি। সূত্র: এএফপি।

চীনের নেতৃত্বে বৈঠকে বাংলাদেশসহ ১৯ দেশ

(প্রথম পাতার পর)

ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সির (সিআইডিসিএ) উদ্যোগে ২১ নভেম্বর বৈঠক হয়। এতে ভারতের সব কটি প্রতিবেশী দেশ অংশ নিয়েছে। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।

সিআইডিসিএ'র সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়-ইউনান প্রদেশের কুনমিংয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিল- 'শেয়ারড ডেভেলপমেন্ট : থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস ফ্রম দ্য পারসপেকটিভ অব দ্য বন্ড ইকোনমি।' এতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান, ওমান, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মোজাম্বিক, তানজানিয়া, সেশেলস, মাদাগাস্কার, মরিশাস, জিবুতি, অস্ট্রেলিয়াসহ ১৯টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। পাশাপাশি তিনটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। বৈঠকে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চীন এবং দেশগুলোর মধ্যে সামুদ্রিক দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমন সহযোগিতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে বেইজিং। এছাড়া এ অঞ্চলের দেশগুলোকে চীন প্রয়োজনীয় আর্থিক, উপাদান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে প্রস্তুত। জানা গেছে, সিআইডিসিএ'র নেতৃত্বে থাকা লুও ঝাওহুই এক সময় ভারতে চীনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। সিআইডিসিএর লক্ষ্য হলো বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্যের জন্য কৌশলগত নির্দেশিকা, পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করা। পাশাপাশি, বিদেশি রাষ্ট্রকে সাহায্যের ব্যাপারে সমন্বয় ঘটানো ও পরামর্শ দেওয়া।

এ বছরের জানুয়ারিতে শ্রীলংকা সফরের সময় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই 'ভারত মহাসাগরের দ্বীপ দেশগুলোর উন্নয়নে একটি ফোরাম' তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন। সিআইডিসিএ কি ওয়াংয়ের প্রস্তাবিত ফোরাম কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দাবি, ২১ নভেম্বরের বৈঠক ওয়াং ই-এর প্রস্তাবিত ফোরামের অংশ নয়। এর আগে গত বছর ভারতকে বাদ রেখে করোনা ভ্যাকসিন সহযোগিতা নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিল বেইজিং।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশংসায় হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ

(প্রথম পাতার পর)

বর্তমান নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের কাছে পাঠানো এক পত্রে এ প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ারে টানা পঞ্চম বারের মতো বিজয়ী হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল বি খান তাঁর চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে লিখেন যে, 'ড. মোমেনকে নিউ ইংল্যান্ডের সাবেক বাসিন্দা হিসেবে সেখানকার জনসাধারণ এখনো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। সেখানে তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন।

আবুল বি খান বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের জন্য আপনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা তার প্রশংসা করি। বিশেষ করে কোভিড-১৯ সংকটের সময় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে আপনার অসাধারন কাজ এবং নিষ্ঠার কথা মানুষ মনে রাখবে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে আপনি দেশের জন্য আরো অনেক মহৎ কাজ করে যাবেন।'

এ ছাড়া চিঠিতে আবুল বি খান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেছেন, 'বাংলাদেশের নাগরিকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।' তিনি একইসাথে নিউ হ্যাম্পশায়ারের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে তাঁর সামর্থ অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য যে কোন সহযোগিতায় পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত

ত্রয়ীর বিদায়ের সুর ফুটবল বিশ্বে

(প্রথম পাতার পর)

ফুটবলের তিন অমূল্য রত্ন, যাদের পায়ের জাদুতে বিশ্ব দোল খায়। অথচ কাতার বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে ত্রয়ীর দাঁড়ি টানার মঞ্চ! জাতীয় দলের জার্সিতে হয়তো তাদের আরো কিছুদিন দেখা যেতে পারে, কিন্তু বয়সের কারণে বিশ্বমঞ্চে, বিশ্বকাপ আসরে, দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে এটিই হতে যাচ্ছে তাদের শেষ পদচারণা, মোটামুটি নিশ্চিত। কারণ বয়সটা যে তাদের শেষ বাশি বাজিয়ে রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

যদিও ঘোষণাটা সবার আগে দিয়েছেন ব্রাজিলের নেইমার; আর্জেন্টাইন সুপারস্টার মেসি কিছুদিন আগে বলেছেন, এটাই শেষ বিশ্বকাপ। বাকি রোনালদো, সিআরসেভেন ঘোষণা দেননি। তবে ইংলিশ ও স্প্যানিশ গণমাধ্যম তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের বরাত দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, এবারই পূর্ণচ্ছেদ। ম্যাচের পর ম্যাচ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চোখ ধাঁধানো ফুটবল খেলেছেন ত্রয়ী। মুগ্ধতা ছড়ানো তাদের ফুটবল জ্ঞান, অসাধারণ তাদের ক্ষীপ্রতা, ড্রিবলিংয়ে তাদের ঐশ্বরিক প্রতিভা। তবুও ত্রয়ীর চিরকালীন শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন, রয়েছে কিন্তু। কারণ একটাই, জাতীয় দলের জার্সিতে জেতা হয়নি বিশ্বকাপের মুকুট। এ নিয়ে রয়েছে তাদের আক্ষেপ, রয়েছে হাহাকার। সেই হাহাকার কি এবার মিটবে কাতার বিশ্বকাপে?

চারটি বিশ্বকাপ এরই মধ্যে খেলেছেন মেসি ও রোনালদো, নেইমার খেলেছেন তিনটি। তিনজনের মধ্যে মেসিই শুধু শিরোপার খুব কাছে যেতে পেরেছিলেন। ২০১৪ বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছিলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। কিন্তু জার্মান শ্রেষ্ঠত্বে কপাল পোড়ে জাদুকরের। ব্রাজিল সে বছর খেলেছে সেমিফাইনাল, জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়া ম্যাচে নেইমার ছিলেন দলের বাইরে। কিন্তু সেটিই ছিল বিশ্বকাপে তার সর্বোচ্চ অবস্থান। রোনালদোর অবশ্য বিশ্বকাপ শুরুই হয়েছিল দারুণভাবে। ২০০৬ সালে জার্মানি বিশ্বকাপে তার দল খেলেছিল সেমিফাইনাল। ফ্রান্সের কাছে সেমিফাইনালে হারের পর তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জার্মানির বিপক্ষেও পারেনি পর্তুগাল। ফলে চারেই শেষ তার যাত্রা। দেশের জার্সিতে তিন জনই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা জিতেছেন।

নেইমার ও মেসির শোকেসে আছে কোপা আমেরিকার শিরোপা। রোনালদোও জিতেছেন ইউরোর শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। এসব জিততেও কম ঘাম ঝরাতে হয়নি তাদের। তবে সব কিছুর উর্ধ্বে একটাই স্বপ্ন বিশ্বকাপ জয়। বিশ্বকাপে মেসি-রোনালদো-নেইমারের পারফরম্যান্স হলো- মেসি ২০০৬ থেকে ২০১৮ চার বিশ্বকাপে ১৯ ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন ছয়টি, অ্যাসিস্ট পাঁচটি। শুধু ২০১০ বিশ্বকাপে গোল পাননি। রোনালদো গত চার বিশ্বকাপে ১৭ ম্যাচ খেলেছেন, প্রতি আসরেই গোল পেয়েছেন মোট গোল সাতটি, দুটি অ্যাসিস্ট। আর নেইমার ২০১৪ ও ২০১৮ আসরে ১০ ম্যাচে গোল করেছেন ছয়টি, অ্যাসিস্ট তিনটি। তিনজনের মধ্যে বয়সে এগিয়ে রোনালদো, ৩৭। ফুটবলে এমন বয়সে খেলা ছেড়ে দেন অনেকে। কিন্তু তিনি এ বয়সেও যেন টগবগিয়ে ফুটছেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফিটনেস থাকায় কাতার বিশ্বকাপ জয়ের দাবিদার তিনি।

পর্তুগালের অনেকেই বলছেন কাতার বিশ্বকাপ তারা রোনালদোর জন্য খেলতে চান। শুধু খেলতেই নয়, নকআউট পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্য পর্তুগালের। ২০০৬ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলা পর্তুগাল এবার কোচ ফার্নান্দো সান্তোসের অধীনে শিরোপা জিততে চায়। তার অধীনেই ২০১৬ ইউরো ও ২০১৯ সালে ইউরোপিয়ান নেশন্স লিগ জিতেছে পর্তুগাল। এবার বিশ্বকাপে চোখ রোনালদোর। বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনা রয়েছে চূড়ান্ত ফর্মে, ৩৫ ম্যাচে অপরাজিত। মেসিও দলের মতো অপ্রতিরোধ্য, নিয়মিত গোল করছেন, করাচ্ছেন। পিএসজির পাশাপাশি আর্জেন্টিনার জার্সিতেও একের পর এক অনবদ্য পারফরম্যান্স করছেন। জাতীয় দলের হয়ে শেষ তিন ম্যাচে করেছেন ৯ গোল। গত বছর ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপা আমেরিকা জিতেছিলেন মেসি। বিশ্বকাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আসর, যেখানে ২০১৪ সালে ফাইনাল খেলেছিলেন মেসি। সাতটি ব্যালন ডি'অর ট্রফিসহ ফুটবলের প্রায় সব ট্রফিই রয়েছে। তাই মেসি ভক্তদের আশা দেশের হয়ে শেষ বিশ্বকাপে ট্রফিটা জিতুন এই মহাতারকা। ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার যতটা সামর্থবান, যতটা প্রতিভাবান তার ছিঁটেফোটাও বিশ্বমঞ্চে দেখাতে পারেননি।

২০১৪ এবং ২০১৮ দুটি বিশ্বকাপে তার পারফরম্যান্স গড়পড়তা। অথচ ওই সময়ে নিজের সেরা সময় কাটাচ্ছিলেন নেইমার। মাঠের বাইরের নানা বিতর্ক সব সময় তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। মাঠের ভেতরে তার অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু তার ফুটবল মস্তিষ্ক বরাবরই ক্ষিপ্র, তার স্কিল অন্য সবার চেয়ে আলাদা। শরীরে ব্রাজিলিয়ান রক্ত বহমান। তাই কোনো কিছুর থেকে তাকে আড়াল করা যাবে না। অন্ধকার পেরিয়ে আলোর পথ দেখাতে পারেন। পথহারা জাহাজ নিয়ে যেতে পারেন গন্তব্যে। তার উপস্থিতিতে ব্রাজিলের হেক্সা মিশন সফল হলেও হতে পারে। এমনটা হলে অমরত্বের স্বীকৃতিই পেয়ে যাবেন নেইমার। কখনো ব্যালন ডি'অর না জেতা নেইমারের জন্য এই শিরোপাই হতে পারে জীবনের সব। খুব কাছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফিটা স্পর্শ করার সুযোগ পাননি মেসি, রোনালদো, নেইমার। এবার কি সেটা পারবেন তারা।



২৫ দিনে রেমিট্যান্স ১৩৫ কোটি ডলার

(প্রথম পাতার পর)

ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তাই রেমিট্যান্স বাড়াতে হুন্ডি প্রতিরোধের বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বিএফআইইউ। হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোয় জড়িতের অভিযোগে ২৩০ জন বেনিফিশিয়ারির হিসাব সাময়িকভাবে উত্তোলন স্থগিত করে আর্থিক খাতের এ সংস্থাটি। পরে বৈধ পথের প্রতিশ্রুতিতে এসব হিসাব পুনরায় খুলে দেওয়ার কথা জানানো হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আলোচিত মাসের প্রথম ২৫ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন পাঁচ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ২৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আর বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১০৭ কোটি ৯৮ লাখ ডলার, বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে চার লাখ ডলার এবং বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে দুই কোটি ৮৮ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স।

এ সময়ে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকটির মাধ্যমে প্রবাসীরা ৩২ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে। এ ছাড়া অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৯ কোটি ছয় লাখ ডলার, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে আট কোটি ৫৫ লাখ ডলার, সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে আট কোটি ১৪ লাখ এবং আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকে মাধ্যমে ছয় কোটি ৪৫ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। তবে এ সময়ে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি বিডিবিএল, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে। বৈধ উপায়ে আসা রেমিট্যান্সের বিপরীতে আড়াই শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে চীনের 'গোপন থানা'

হককথা ডেস্ক: বিশ্বের অন্তত ২১টি দেশে চীনের 'গোপন পুলিশ স্টেশন' রয়েছে। পাঁচটি মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত ওই ২১টি দেশের মধ্যে নাম রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেরও। আর এতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) সিনেটের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির শুনানিতে এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এফবিআই পরিচালক ক্রিস্টোফার রে বলেন, আমি এ বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন। আমরা এই (পুলিশ) স্টেশনগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত। খবর রয়টার্স, গার্ডিয়ান।



আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে রে বলেন, চীনের সরকার আমাদের শহরগুলোতে অননুমোদিত 'পুলিশ স্টেশন' স্থাপন করায় যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সম্ভবত প্রভাব বিস্তারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে এসব 'পুলিশ স্টেশন' স্থাপন করা হয়েছে।

রয়টার্স বলছে, ইউরোপভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'সেফগার্ড ডিফেন্ডারস' চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে সংস্থাটি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরসহ বিশ্বের প্রধান শহরগুলোতে কয়েক ডজন চীনা পুলিশ 'সার্ভিস স্টেশন' রয়েছে। এর পরই সরব হয় ইউএস কংগ্রেসের বিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা। বিরোধী এই আইনপ্রণেতারা চীনা এসব পুলিশ স্টেশনের প্রভাব সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের কাছ থেকে উত্তর দাবি করেন। মূলত চীনে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট সরকারের বিরোধী যেসব মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে, তাদের নজরদারির আওতায় রাখতে দেশে দেশে গোপন পুলিশ স্টেশন স্থাপন করছে বেইজিং। নিউইয়র্ক ছাড়াও বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের অন্তত ২১টি দেশের ২৫ শহরে ৫৪টি পুলিশ স্টেশন রয়েছে চীনের। এসব দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ডের মতো শিল্পোন্নত ও ধনী দেশের পাশাপাশি রয়েছে নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়ার মতো সংঘাতপূর্ণ দরিদ্র বিভিন্ন দেশও। তবে গোপন এসব স্টেশনের তথ্য চীনের সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছাড়া খুব কম মানুষই জানে।

রয়টার্স বলছে, গোপন এসব পুলিশ স্টেশনগুলো কিছু চীনা নাগরিক বা বিদেশে তাদের আত্মীয়দেরকে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি করার জন্য চীনে ফিরে যাওয়ার চাপ সৃষ্টিতে বেইজিংয়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কাজ করছে। এটি তাদের চীনের ইউনাইটেড ফ্রন্ট ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের কার্যকলাপের সাথেও যুক্ত করেছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এই সংস্থাটি বিদেশে দলীয় প্রভাব ও প্রচারণার কাজ চালিয়ে থাকে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে চীনের গোপন পুলিশ স্টেশন থাকার কথা স্বীকার করলেও এই বিষয়ে এফবিআইয়ের তদন্তমূলক কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিতে অস্বীকার করেছেন ক্রিস্টোফার রে। তিনি বলছেন, কিন্তু আমার কাছে, এটা ভাবা বেশ আপত্তিজনক যে, যথাযথ সমন্বয় ছাড়াই চীনা পুলিশ নিউইয়র্কে দোকান স্থাপনের চেষ্টা করবে। এটি সার্বভৌমত্ব লংঘন করে এবং মানসম্মত বিচারিক ও আইন প্রয়োগকারী কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়।

রিপাবলিকান সিনেটর রিক স্কট জিজ্ঞাসা করেন, এ ধরনের অনুমোদনহীন স্টেশনগুলো আমেরিকার আইনকে লংঘন করেছে কি-না, জবাবে ক্রিস্টোফার রে বলেন, এফবিআই 'আইনি বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছে।'

রয়টার্স বলছে, গ্রেগ মারফি ও মাইক ওয়াল্টজসহ ইউএস হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা গত অক্টোবরেও যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন এ-জাতীয় স্টেশনগুলোর বিষয়ে তদন্ত করছে কিনা সেখানে তা জানতে চান তারা।

COMPUTER IT TRAINING & JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!
DATABASE → ADMINISTRATION, ENGINEERING
Microsoft, SQL Server, ORACLE, Azure, mongoDB, NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com





VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35, Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc. All rights reserves

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY








এলমন্টে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন

আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ এলমন্টে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশাল আকারের 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট'। চারজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর যৌথ প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হলো এই মার্কেট। বিশাল এই মার্কেটটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ১৮ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে ২৪১-১১ লিন্ডেন বুলেভার্ড, এলমন্টস্থ সুপার মার্কেটটিতে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসময় আমন্ত্রিত অতিথি সহ বিপুল সংখ্যক ক্রেতা উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান, 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট' এর অন্যতম চার স্বত্তাধিকারী কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর এ চৌধুরী, রুবেল চৌধুরী ও **কেশব সরকার** বিদ্যুৎ।

দোয়া মাহফিলের আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কামরুজ্জামান কামরুল। এরপর ইসলামের আলোকে ব্যবসায় গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেন এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ফায়েক উদ্দিন। খবর ইউএনএ'র।

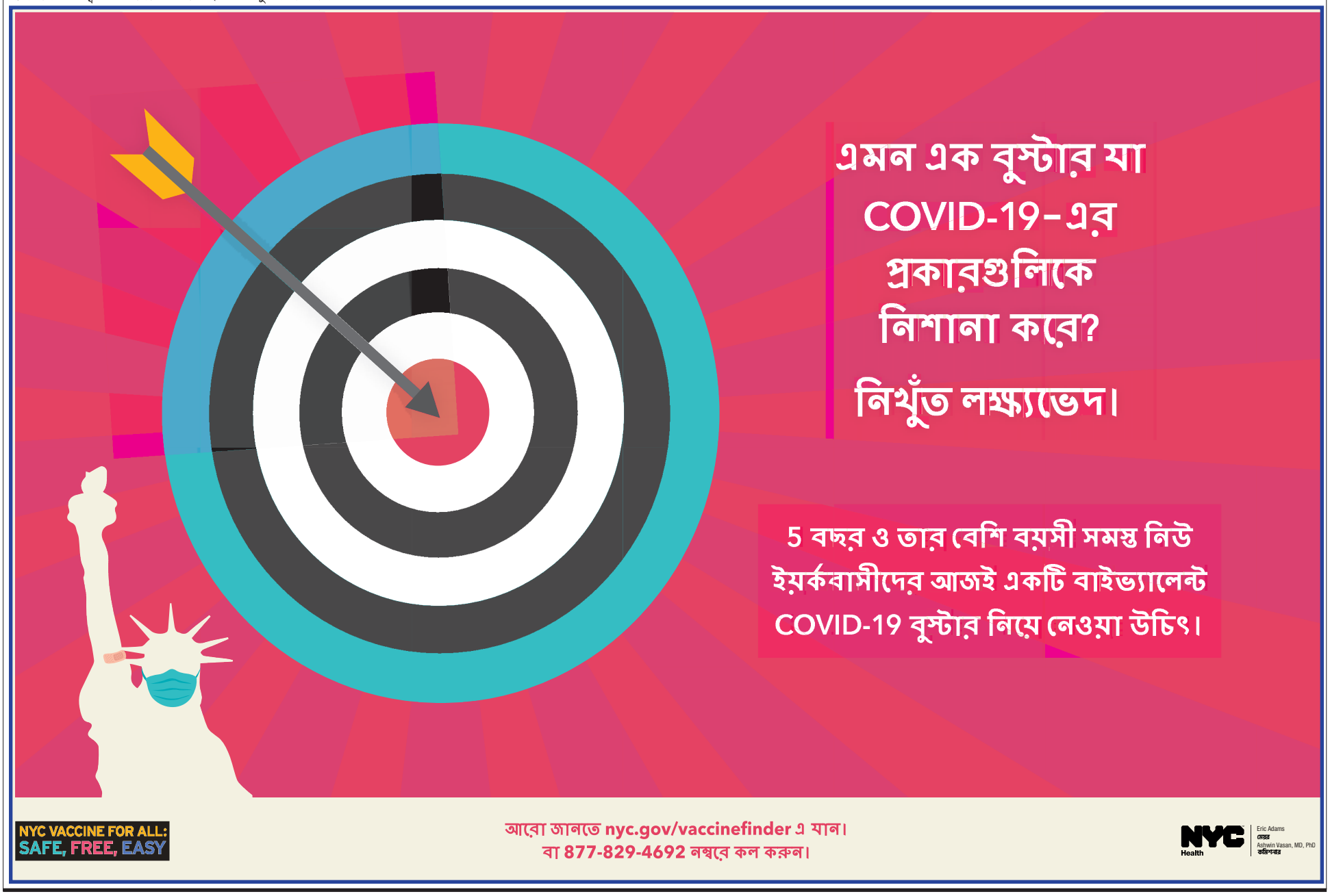
'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মধ্যে সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাজমুল আহসান, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আবু তাহের, ওয়াজেদ এ খান, রতন তালুকদার, মনোয়ারুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শামীম আহমেদ, শাহাব উদ্দীন সাগর, শাহ জে চৌধুরী, শাখাওয়াত হোসেন সেলিম ও তুষার পিক এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল, জেবিবিএ'র একাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান ও অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিস্টরা জানান, বাংলাদেশী, এশিয়ান ও আমেরিকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সমাহার নিয়ে বিশাল পরিসরে 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট' এর যাত্রা শুরু হয়েছে। নিউইয়র্কের সুপার মার্কেটের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে এই সুপার মার্কেট। এটি নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে থাকছে বিশাল ছাড়। প্রতিদিন ভোর ছয়টা থেকে মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ক্রেতাদের জন্য রয়েছে শতাধিক আন-লিমিটেড পার্কিং-এর ব্যবস্থা।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান কামরুল জানান, নিত্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও সংসারের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্রই পাওয়া যাবে 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট'-এ। ফ্রেস মাছ-মাংস-শাকসবজী'র উপর গুরুত্ব থাকবে বেশী। মূল্য থাকবে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে। উদ্বোধনী সেল চলবে নভেম্বর মাস জুড়ে।

কামরুজ্জামান কামরুলের দাবী নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী মালিকানাধীন এটিই সবচেয়ে বড় সুপার মার্কেট।

উল্লেখ্য, চারজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর যৌথ প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট'। এরা হলেন- কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর এ চৌধুরী, রুবেল চৌধুরী ও কেশব সরকার বিদ্যুৎ।







ইতিমধ্যে বিশ্বকাপের উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে। আকর্ষণীয় ছাড়ে বিভিন্ন দেশের পতাকা বিক্রির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন দরজি পান্না সরদার। একটি কিনলে আরেকটি পতাকা বিনা মূল্যে দিচ্ছেন তিনি। পতাকা কিনলে লাকি কুপন আর ফুটবল খেলার সময়সূচিসহ লোভনীয় সব ছাড়ও দিচ্ছেন। বিসিক এলাকা, বগুড়া শহর





ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন

বাংলাদেশে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা নিয়ে কেন এত উন্মাদনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফুটবল। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। ফুটবল জ্বরে এখন কাঁপছে বিশ্ব। কাতারে শুরু বিশ্বকাপ ফুটবলের ২২তম আসর। চার বছর পরপর আসে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ এলেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় এশিয়ার অন্যতম দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা দলকে নিয়ে বাংলাদেশে যে উন্মাদনা দেখা যায়, তা বিশ্বে একটু বিরল।

আমাদের ফুটবল উন্মাদনার বিষয়টি চোখ এড়ায়নি বিদেশি গণমাধ্যমগুলোরও, এড়ায়নি আমেরিকান গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের। গত ১৮ নভেম্বর শুক্রবার এ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলকে নিয়ে উন্মাদনার থেকে ফুটবল নিয়ে মারামারির খবর পর্যন্ত উঠে এসেছে। পাঠকের জন্য তা তুলে ধরা হলো।

প্রতিবেদনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে পছন্দের দলের পতাকা টাঙানোর বিষয়টি। বিশ্বকাপ এলেই কীভাবে বাংলাদেশের মানুষ আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের পতাকা টাঙায়, তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। বাড়ির ছাদ, বারান্দা এমনকি সেতুতেও দুই দেশের পতাকা আঁকা বা টাঙানো হয়েছে। বাংলাদেশিরা বিশ্বকাপের সময় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা নিয়ে নানান তর্কে মেতে থাকেন। কখনো কখনো সেটি হাতাহাতি, ইট ও পাথর ছোড়াছুড়িতেও রূপ নেয় বলে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এমন একটি দেশে ফুটবল নিয়ে এমন উত্তেজনা, যেটিকে ক্রিকেটপাগল দেশ বলে মনে করা হয়। এমনকি বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের জীবনে কোনো দিন আর্জেন্টাইন বা ব্রাজিলিয়ানদের সঙ্গে দেখাও হয়নি। বাংলাদেশ থেকে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার দূরত্ব হাজারো মাইল দূরে। তারপরও ফুটবল নিয়ে এমন উন্মাদনা।

ঢাকার বাসিন্দা আকেদ কাদের চৌধুরী। নেইমারের ব্রাজিলের ভক্ত আকেদ কাদের চৌধুরী কাজ করেন টেলিযোগাযোগ খাতে। তাঁর মতে, এটি উন্মাদনা! আপনি যদি এ ঘটনাকে এককথায় বলতে চান, 'তবে এটি আসলে উন্মাদনা, যা পুরো দেশকে জাগিয়ে তোলে।'

এদিকে আর্জেন্টিনার ভক্ত ঢাকার বাসিন্দা নোফেল ওয়াহিদ বলেন, 'জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি বড় দেশ।' কিন্তু আপনি আর্জেন্টিনাভক্ত ও ব্রাজিলভক্তদের খেলাসম্পর্কিত নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারবেন। তিনি বলেছিলেন, এটি একটি মজার ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিই খাটে না। লাতিন আমেরিকা থেকে এত দূরে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে ফুটবল নিয়ে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন? এটি ব্যাখ্যা করা কঠিন।

আকেদ কাদের চৌধুরী ও নোফেল ওয়াহিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা নিয়ে উন্মাদনার শুরু ৮০ দশকের দিকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয়। এর এক দশক পরই দেশে রঙিন টেলিভিশন কেনা বেড়ে যায়। তখনই তাঁরা ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার রংবেরঙের জার্সি পরা খেলোয়াড়দের দেখতে শুরু করেন। আর সে সময়ই মানুষ এ দুই দলের ভক্ত হতে শুরু করেন। তবে এ ক্ষেত্রে ডিয়েগো কাদের চৌধুরীর বয়স তখন ১০। তিনি জানান, সে সময় বড় ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল তাঁদের বাড়িতে। তাঁর বাবার বন্ধু ও সহকর্মীরা খেলা দেখতে একত্র হয়েছিলেন। অন্তত ৫০ জন একসঙ্গে বসে সেই খেলা দেখেছিলেন।



ম্যারাডোনার কথা আলাদা করে না বললেই নয়। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে দুই গোলের কথা মানুষ ভুলতে পারেনি। নোফেল ওয়াহিদ বলেন, আসলে ম্যারাডোনা ছিলেন একজন মন্ত্রমুগ্ধকর ফুটবলার।

তবে ফুটবল নিয়ে কষ্টও আছে বাংলাদেশে। মানুষ এত ভালোবাসলেও বাংলাদেশে ফুটবলের উন্নতি ঠিক সেভাবে করতে পারেনি। ক্রিকেটে বাংলাদেশ ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে ৭ম, আর ফুটবলে বাংলাদেশ ১৯২তম। তবে বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় এসব ভুলে বাংলাদেশিরা পছন্দের দুই দলকে সমর্থনে মেতে ওঠেন। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপের কথা আজন্ম মনে রাখবে সে সময়ের তরুণ-কিশোরেরা। কীভাবে এক জায়গায় জড়ো হয়ে অনেক মানুষ মিলে খেলা দেখত, সেটি এখন বাংলাদেশে ইতিহাস। ওই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল রাউন্ড অব ১৬-তে মুখোমুখি হয়েছিল। সেই খেলা দেখতে বাড়িতে বাড়িতে চলছিল বিশাল সব আয়োজন। ব্রাজিলভক্ত আকেদ তিনি বলেন, হাজারো মাইল দূরে থাকা দুটি দলের জন্য কেন আমার পরিবারের মানুষ কাঁদছে, হাসছে, লাফালাফি করছে, তা আমি তখন বুঝতে পারতাম না।

সেই খেলায় ৮২ মিনিটে ক্রুদিও ক্যানিজিয়ার গোলে ১-০ গোলে জয় পায় ম্যারাডোনার দেশ। ৩২ বছর আগের সেই স্মৃতি তাই মনে করতে চান না কাদের চৌধুরী। তবে সেই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ফাইনালে হেরে যায় জার্মানির কাছে। খেলার ৮৫ মিনিটের পেনাল্টির গোলে হেরে যায় আর্জেন্টিনা। সে সময়ের ছয় বছর বয়সী নোফেল ওয়াহিদ বলেন, 'এটা আমার মনে আছে। পেনাল্টিটি স্পষ্টতই আর্জেন্টিনার বিপক্ষে গিয়েছিল। আমার মনে আছে, ম্যারাডোনা অধিনায়ক হিসেবে পদক নেওয়ার সময় কাঁদছিলেন এবং যখন আমি এটা দেখেছিলাম, তখন আমি শুধু কাঁদতে শুরু করি।

আমার মনে আছে, মা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলছিলেন, "চিন্তা করবি না, আর্জেন্টিনা আবার জিতবে।" ফোনে নোফেল ওয়াহিদ বলছিলেন, 'সেই থেকে আমি অপেক্ষায়।'

ফুটবল নিয়ে সেই সময়ের উন্মাদনা এখনো আছে। ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা দলের নেইমার ও মেসিকে ছাড়া অন্য খেলোয়াড়দের চেনেন এমন বাংলাদেশির সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু তাতে দলের প্রতি ভালোবাসার শেষ নেই। এ ব্যাপারে আকেদ কাদের চৌধুরী বলছিলেন, 'আমার মা-সহ যাঁরা আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের সমর্থক, তাঁরা তিন-চারজনের বেশি খেলোয়াড়ের নাম না জানলেও সমর্থন আছে। ২০১১ সালে লিওনেল মেসিসহ আর্জেন্টিনা দল ঢাকায় আসে। সে কত উন্মাদনা! ২০২১ সালের জুলাই মাসে দুই দল যখন কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠল, তখন বেশির ভাগ বাংলাদেশি সেই ম্যাচ দেখেছে। কোন টুর্নামেন্ট চলছে বা এর নাম কী, তা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। আকাশি নীল আর হলুদ জার্সি (আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল) পরে খেলা হচ্ছে, এটাই যথেষ্ট এদের জন্য।

২০২১ সালে কোপার সেই ম্যাচ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ বড় পর্দায় দেখতে পারেনি। কারণ, ব্রাজিলের সেমিফাইনাল ম্যাচের সময় সংঘাতের এত ঘটনার কারণে পুলিশ প্রকাশ্যে জড়ো হয়ে খেলা দেখতে বাধা দিয়েছিল। এমন ঘটনা ওটাই প্রথম ছিল না। ২০১৪ সালে বরিশালে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সংঘর্ষে ১১ জন আহত হয়েছিলেন। সেখানে এক ব্রাজিলভক্ত ম্যারাডোনার হাত দিয়ে গোল (ঈশ্বরের হাত) দেওয়ার কথা তুললে ওই সংঘাত শুরু হয়।

২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ব্রাজিল জার্মানির কাছে সাত-শুন্য গোলে হেরে যায়। এরপর থেকেই ব্রাজিলভক্তদের 'সেভেন আপ' বলে খেপানোর প্রবণতা শুরু হয়। আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা তখন দোকানে গিয়ে সেভেন আপ কেনাও শুরু করেন। ব্রাজিলভক্তদের সামনে দাঁড়িয়ে তা খেয়ে তাঁদের উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর্জেন্টিনার ভক্ত ওয়াহিদ জানান, তিনিও এমন কাজ করেছেন।

ফুটবল বিশ্বকাপের ২২তম আসর শুরু হয়েছে দুই দিন হলো। এ নিয়ে বরাবরের মতো উন্মাদনায় বাংলাদেশীরাও। আবারো এ দেশের ফুটবলপ্রেমীরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। এখন বাড়িতে বাড়িতে পতাকা উড়ছে, সেতু রং করে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার পতাকা টানানো হচ্ছে।

চায়ের দোকানে বসলেই শোনা যাচ্ছে মেসি-নেইমার নিয়ে নানান আলোচনা। অবশ্য এ দুই দল বাদে জার্মানী, ফ্রান্স, পর্তুগালেরও কিছু সর্মথন আছেন বাংলাদেশে। তবে দিন শেষে আকাশি নীল ও হলুদ জার্সি নিয়ে বাংলাদেশে যে এত উন্মাদনা, তা নিয়ে নানান আলোচনা আছে।





মারা গেছেন অস্কারজয়ী গায়িক অভিনেত্রী আইরিন কারা

বিনোদন ডেস্ক: আমেরিকান গায়িকা এবং অভিনেত্রী আইরিন কারা মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ১৯৮০ সালের 'ফেম' চলচ্চিত্রে টাইটেল ট্র্যাকের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন গায়িকা। সেই সাথে 'ফ্ল্যাশড্যান্স... হোয়াট এ ফিলিং' সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় গানের লেখক ও গায়িকা হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'হোয়াট এ ফিলিং' এর জন্য তিনি অস্কার এবং একটি গ্র্যামি জিতেছিলেন।

গায়িকা হিসেবে সাফল্য পাওয়ার পর ক্লিন্ট ইস্টউড এবং টাটুম ও'নিলের বিপরীতে চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেন আইরিন কারা। অভিনয়ের জন্য ১৯৮১ সালে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারে সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন কারা।

কারার প্রচারক জুডিথ এ মুজ তাঁর মুতুর ঘোষণা করে বলেছেন, কারা ফ্লোরিডায় নিজ বাড়িতে মারা গেছেন। তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনো জানানো হয়নি। কারার প্রশংসা করে মুজ বলেন, কারা তাঁর সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন মানুষের মাঝে।

১৯৫৯ সালে নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে জন্মগ্রহণ করেন কারা। তাঁর বাবা পুয়ের্তো রিকান। তাঁর মা একজন কিউবান-আমেরিকান। পাঁচ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন কারা।

স্প্যানিশ ভাষার একটি টিভিতে কর্মজীবন শুরু করেন কারা। শৈশবে স্প্যানিশ এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় সঙ্গীত রেকর্ড করার পরে তিনি বেশ কয়েকটি অন-অফ ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল শো'তে নিজের প্রতিভা দেখান। তবে কারা তারকাখ্যাতি পান ১৯৮০ সালে। সে বছর কোকো হার্নান্দেজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি এবং ফেমের টাইটেল ট্র্যাক গেয়েছিলেন। এরপর জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান এই গায়িকা-অভিনেত্রী।

কারার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে হলিউড অঙ্গনে। শোক জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মী ও চলচ্চিত্র তারকারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা গায়িকার প্রয়াণে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করছেন। সূত্র : বিবিসি নিউজ-

অমিতাভ বচ্চনের নাম ছবি ও কণ্ঠস্বর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। বিভিন্ন সময় পণ্যের বিজ্ঞাপনে তার নাম, ছবি ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হয়। কিছু বিজ্ঞাপনে অমিতাভ সশরীরে উপস্থিত থাকেন। আবার কিছু বিজ্ঞাপনের খবর তিনি নিজেও জানেন না। এই 'না জানা' বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভবান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। অথচ বিজ্ঞাপন নির্মাতা কিংবা সেসব প্রতিষ্ঠান অমিতাভের ছবি বা কণ্ঠস্বর ব্যবহারে নেননি কোনো অনুমতি! এমন অভিযোগ অনেক আগে থেকেই করে আসছেন অমিতাভ। কাজ হয়নি।



তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এ অভিনেতা। তার অভিযোগের ভিত্তিতে অমিতাভ বচ্চনের পক্ষেই রায় দিলেন আদালত। এখন থেকে পূর্ব অনুমতি ছাড়া তার ছবি, নাম কিংবা কণ্ঠস্বর কোনো রকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যেখানে-সেখানে অমিতাভ বচ্চনের ছবি আর ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। শুনতে ভালো লাগলেও ভিডিও কিংবা অডিওর মধ্যে অমিতাভের কণ্ঠস্বর আর ব্যবহার করতে পারবেন না, সে অমিতাভ বচ্চনের যত বড় ভক্তই হোন না কেন।

এমনই নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্ট। গত ২৫ নভেম্বর এ বিধিনিষেধ জারি করা হয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম। আদেশে বলা হয়, অমিতাভের অনুমতি ছাড়া তার ছবি, নাম কিংবা কণ্ঠস্বর কোনো রকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। পাশাপাশি, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ ধরনের যা কিছু বাজারে রয়েছে সেসব তুলে নিতে হবে।

আদালত পর্যবেক্ষণে বলেন, 'তিনি (অমিতাভ) একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, যাকে বহু বিজ্ঞাপনের মুখ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সবই যে অনুমতি নিয়ে করা হয়েছে এমনটা নয়। এতেই ক্ষুব্ধ বিগ বি। বিষয়টি এখানেই রহিত করা হলো।'

সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখেই চলে গেলেন বুবলী

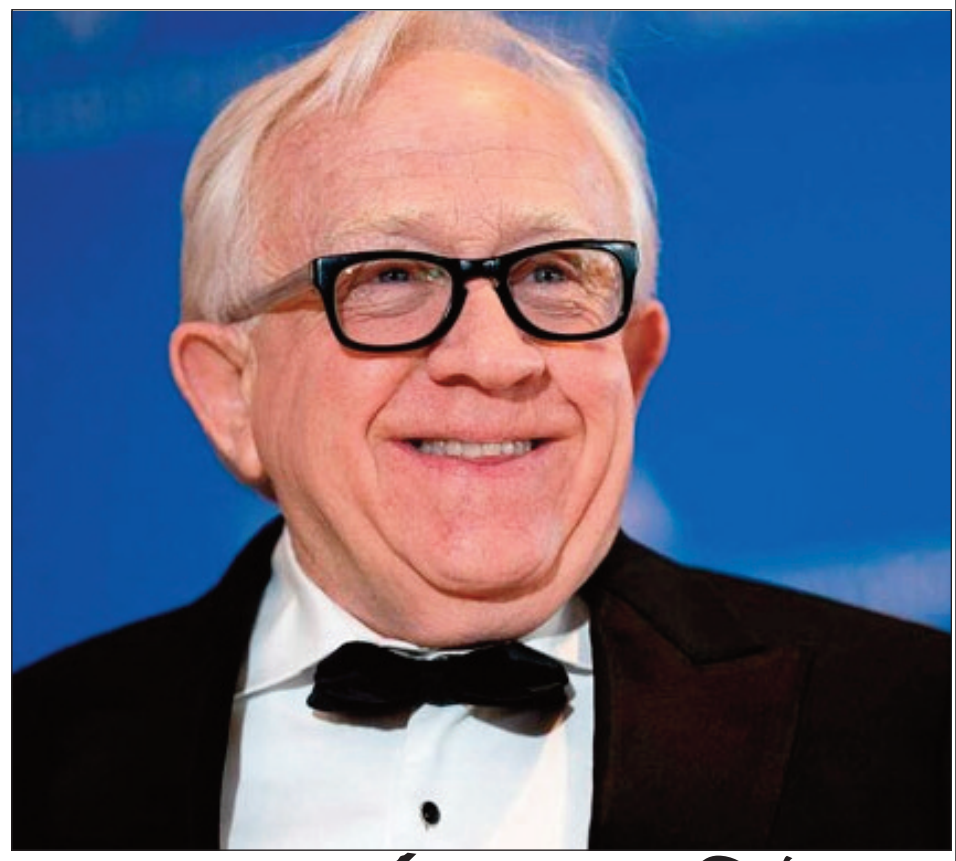


বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়ক শাকিব খানের সঙ্গে প্রেম, বিয়ে ও সন্তান এবং সবশেষ নাকফুল ইস্যু নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শবনম বুবলী। বিয়ের ঘোষণা ও সন্তানকে প্রকাশ্যে আনা নিয়ে শাকিবের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। বুবলী দুজনের টানাপোড়েন গোপন রাখতে চাইলেও পারেননি। শাকিবের অপর নায়িকা অপু বিশ্বাসের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছে। আর গত ২০ নভেম্বর বুবলীর জন্মদিন উপলক্ষে একটি হীরার নাকফুল নিয়ে আলোচনায় তিনি।

পুরো বিষয়টি নিয়ে শাকিব খান পপ্রথমে চুপ থাকলেও পরে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন বুবলীর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগই নেই; হীরার নাকফুলের কথাও সত্য নয়। এমনকি অপুর মতো বুবলীকেও নিজের অতীত বলে মন্তব্য করেছেন ঢালিউডের শীর্ষ নায়ক। শাকিবের এ বিস্ফোরক মন্তব্যের পর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে বুবলীর। এ নায়িকা মনে করছেন, তৃতীয় কারও চাপে পড়ে শাকিব তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাচ্ছে। আর এর পরই তিনি সন্তান শেহজাদ খান বীরের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবার সবার সামনে মুখ খুলবেন বলে হুশিয়ারি দেন। যে কোনো সময় সংবাদ সম্মেলন করবেন। কিন্তু তিনি করেননি। বরং সাংবাদিক-ক্যামেরা দেখেই সরে গেলেন এ নায়িকা। শুক্রবার 'নাকফুল' ইস্যুতে কথা বলতে গণমাধ্যমকর্মীরা হাজির হয় বুবলীর শুটিং স্পটে। জসিম উদ্দিন জাকির পরিচালিত 'মায়া : দ্য লাভ' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন বুবলী। তবে শট শেষ করেই বুবলী ঢুকে যান মেকআপ রুমে। বলা যায়, ক্যামেরা এড়াতেই দ্রুত মেকআপ রুমে প্রবেশ করেন বুবলী।

কেন এই ক্যামেরা ভীতি? বুবলী বলেন, বেশ কিছু দিন ধরে যা ঘটছে তা নিয়ে আমি খুবই বিব্রত। এদিকে সেদিন সংবাদ সম্মেলন ডেকেও করতে পারিনি। সব মিলিয়ে বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। তাই এ মুহূর্তে অন-ক্যামেরায় কোনো কথা বলতে চাই না।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে অপু বিশ্বাসের সঙ্গে ডিভোর্সের পর একই বছরের ২০ জুলাই বুবলীকে বিয়ে করেন শাকিব খান। কিন্তু বিয়ের কথা গোপন রাখেন দুজন। এই গোপনীয়তার মধ্যেই ২০২০ সালের ২১ মার্চ বুবলী মা হন। এসব তথ্য প্রকাশ্যে আনেন বুবলী চলতি বছরের অক্টোবরে। এর পর থেকেই দুজনের মধ্যে দূরত্ব প্রকাশ্যে আসে। এখন দুজন আলাদা ছাদের নিচে থাকছেন।



সড়ক দুর্ঘটনায় হলিউড অভিনেতার মৃত্যু

বিনোদন ডেস্ক: না ফেরার দেশে পারি জমিয়েছেন হলিউডের খ্যাতিমান কৌতুক অভিনেতা লেসলি জর্ডান। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৭। গত ২১ নভেম্বও, সোমবার সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এ কৌতুক অভিনেতা। শোবিজ অঙ্গনে অভিনয়ের পাশাপাশি গানেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি।

জানা গেছে, শুটিংয়ে অংশ নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন জর্ডান। রাস্তায় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে একপর্যায় লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি বাড়ির পাশে গিয়ে ধাক্কা খেলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন জর্ডান।

অভিনেতার এজেন্ট জন লেক্লেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওতে যাওয়ার সময় রাস্তায় এ দুর্ঘটনার শিকার হন জর্ডান। ফক্স টেলিভিশনের একটি ধারাবাহিক নাটক 'কল মি ক্যাট' এর শুটিংয়ে অংশ নিতে সেখানে যাচ্ছিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যের চ্যাটানুগাতে ১৯৫৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন খ্যাতিমান এ কৌতুক অভিনেতা। ইউনিভার্সিটি অব টেনেসি থেকে ১৯৮২ সালে পড়াশুনা শেষ করেন লস অ্যাঞ্জেলেসে আসেন জর্ডান। পরে সেখান থেকেই শুরু করেন তার অভিনয় জীবন। তবে অনেক নাটকে অভিনয় করলেও 'মারফি ব্রাউন' নাটকের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান তিনি।

২০০৬ সালে স্যাটায়ারিক্যাল কমেডি সিরিজ 'উইল অ্যান্ড গ্রেস' অভিনীত বেভারলি লেসলি চরিত্রের জন্য অ্যামি অ্যাওয়ার্ড পান এ অভিনেতা। জর্ডানের আকস্মিক এই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন তার সহকর্মীসহ হলিউডের খ্যাতিমান সব তারকা।



মতিন বৈরাগী'র কবিতা

ইতিহাসের ফুলস্টপ

স্বপ্নগুলো ইতিহাসে পরিত্যক্ত নগরীর মতো নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে
আকাঙ্খাগুলো রৌদ্রের মতো আকাশ ছুঁই ছুঁই আর নেই
সবদিকে বামন বামন দিন
নিঃসঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে কেবলই তুষারস্তুপ
আর বৃক্ষেরা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে দূরগন্তব্যে

ঝলমলে সাংহাই দুলছে মধ্যরাতে লাবণ্যের বন্যায়
পীড়িতরা বসে শুয়ে গুনছে সময়ের কড়িকাঠ
সময় যেন এক দিকহীন দৌড় মুখে যার পুঁজির বাজার
হাহাকার আর প্রতারণার এই সময় খেয়ে ফেলছে মানবিক সভ্যতা
ভালোবাসা ধুলি হচ্ছে ধুলা হচ্ছে গুড়া হচ্ছে আরও

রাতের আঁধারে সাঁতরায় ক্লান্তির মীন
কেবল সেই নিঃসঙ্গ স্বপ্নগুলো ভাবনায় দুলে দুলে
তুমি হয়ে যাচ্ছে মধ্যরাতে
আর কবির কান্নাগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে হয়ে যাচ্ছে
ইতিহাসের ফুলস্টপ.....

নিঃসঙ্গ ভালোবাসা

গোধূলির টুকরো টুকরো মেঘের আকাশ, দিনের শেষের আলোটুকু
লুকোচুরি খেলতে খেলতে কখন যে নিভে গেছে,
আর তোমার ঘনো চুলের মতো অন্ধকার আমাদের
দু'জনার মঝে প্রচীন প্রাচীর হয়ে আছে ।

প্রতিদিন আমি শুশ্রুষার আলোটুকু খুঁজি আমার আকাশে
কোথাও তার আভাটুকু যদি পাই এমন আশায়
আবার তাকাই, কেবল অন্ধকার জমে যাওয়া নিথর অরণ্য
বাতাসটুকু কান্না হয়ে ফোটে-

হায়

ভালোবাসার জন্য বাড়ানো এই হাত তুলে নিচ্ছে জীবনে আরেক নি:সঙ্গতা
চারপাশ থেকে সরে যাচ্ছে ভালোগুলো, আশাগুলো
ভালোবাসা হারাতে হারাতে ফেলে যাচ্ছে দীর্ঘতম স্মৃতি
তোমার মুখের দিকে আমি চেয়ে থাকি,

চেয়ে আছি অপলক-
তুমিও কি বৈশাখী মেঘের আশায় চেয়ে আছো স্থির!

দুঃখগুলি ফুলের ছায়ায় ফোটে

সোহরাব পাশা

ভেতর দেখার উপমা নেই

খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায় স্মৃতির মুদ্রা
মুগ্ধকালের উপমা

নিবিড় প্রিয়সব গল্পের দ্বিতীয় মুদ্রণ করে
গোধূলির জন্মান্ধ কুয়াশার আঁধার

মানুষ ভুলে যেতে চায় নৈঃসঙ্গ্য বেদনাভোর

বাসনার প্রতিশ্রুতি নেই মানুষের
নিজস্ব সামান্য বাগানের ফুল- ফল,

ঘোরের গূঢ় রসায়নে স্বপ্নেরা হাঁটে ভুল পথে

তীব্র দুঃখগুলি মানুষের ছায়াসঙ্গী
ফুলের ছায়ায় ফোটে

জলপরি

অনিরুদ্ধ আলম

শহরের শেষ-বাড়িটার পাশ কেটে অভয়ারণ্যের দিকে পা বাড়ালাম । দেখি- গোলাপি গাধা, করিতকর্মা কচ্ছপ আর বিশাল বপুর পিঁপড়া তিনজনে হাত ধরাধরি করে মৌরালা নদীর দিকে যাচ্ছে । ঝুপ করে নেমে এল কুকুর-বেড়ালে বৃষ্টি ।

এদিক-ওদিক অনাসৃষ্টি তো লেগেই আছে!

শেকড়ে টান পড়লে, সংবিধিবদ্ধ কাচের গেলাসে সংরক্ষিত আমার আত্মপরিচয় টুংটাং ধ্বনির পোশাকে সজ্জিত হতে থাকে । জলের বোতামে লাগে ঘোর ।

আমার মতো নিঃসঙ্গ রাখাল বুঝি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই । একলা খেয়াঘাটে ব'সে, মোক্ষকামী ঢেউয়ের আন্তরিকতায় বউমাছদের ব্যস্ততাগুলো বুঝতে চেষ্টা করি ।

মধুমতী, তোমার সমব্যথী ডাহুককে জানিয়ে দিও, 'পানকৌড়িদের হয়ে আমি একদিন নিরুদ্দিষ্ট সকল ছিপনৌকার ইতিহাস লিখব সবিস্তারে ।'

হঠাৎ হেমন্তবারে, বত্রিশ ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণ কলকল বেজে ওঠে কাকতাড়ুয়াদের ক্ষেতখামারে ।

জলপরি এসে আমার বুকের খোলা বোতামটা পরম প্রীতিতে লাগিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'চলো না একদিন ঘুরে আসি ভূমধ্যসাগরে তন্বী দ্বীপের সৈকতে! সারাবেলা দুজনে ঘুরব নীলাভ ফেনিল গুলশানে ।'

গুলে বকৌলির গানে, একেকটি আলো তো পালাক্রমে নাগকেশর কিংবা মাধবীলতা হয়ে ফুটবেই ।

খড়ের পুঞ্জ ঘাড় কাত করে বেলগাছের উচ্চতা মাপতে লাগল । তাতে কী? উঠোনে এসে জড়ো হল চার-চারটে চড়ুই পাখি ।

ধুলোতে লুটোপুটি-খাওয়া বিচ্ছিন্ন কিছু শস্যপুতুলের আলস্য আলগোছে আড়ালে রেখে দেয় করলাক্ষেতের দুপুর, দুপুরের জাংলা, জাংলাতে বিছানো আলোছায়ার আঁকিবুঁকি ।

ইচ্ছাকাহন

শাহীন রেজা

বিষণ্ন দুপুরটাকে উপুড় করে চাঁদের বাটি বানাতে চাইলাম অথচ কি আশ্চর্য নির্লজ্জ মেঘগুলো স্বপ্নবসন খুলে আমাকেই ইচ্ছাহীন করে দিলো

আমি কবিতার জন্য পাখির দিকে জলের দিকে হাত বাড়ালাম কিন্তু হা- হতোশ্যি আমার শব্দগুলো ধানের নরুন হয়ে চলে গেলো হলদে ঠোঁটওয়ালা চড়ুইয়ের পেটে

বিকেলের সোনারঙ রোদের আভা ধার করে আমি তোমার ললাটে এঁকে দিতে চাইলাম লজ্জা ও প্রেমের এক আশ্চর্য তিলক, ভাগ্যের কি পরিহাস দেখো- হেমন্তের নির্জন কুয়াশা এসে ঢেকে দিলো সেই দিনান্ত-রশ্মির সমস্ত শরীর, সোনালীতে ধুলোময় ধূসর আল্পনা

ইচ্ছেরা অপসৃত হলে তবুও দুপুর বাঁচে কিন্তু মায়ার অস্তিত্বে যে মাধবীর উন্মেষ, অন্ধকার নেমে এলে আমি তাকে বাঁচাবো কিভাবে?

সর্বনাম

সিকান্দার কবীর

নীল সমুদ্র তার অতল গহীন উদরে
লুকিয়ে রাখে উচ্ছ্বাস ভরা ঢেউ
রূপালি সৈকত ঢেকে জোছনার চাদরে
আকাশের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে কেউ ।

ঢেউ যেন প্রেমিকার চুড়ো খোঁপা
ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে বালুকাবেলায়
ঢেউ যেন নিঝুম নিশীথে এক অষ্টাদশী লোপা
হেসে হেসে তটে এসে লুটোপুটি খায় ।

দীঘল সৈকতে বালুর মখমল
আঙুলের কলমে সেথায় লিখি নাম
আকাশ বড়ো বেশি অশ্রুসজল
সমুদ্র কী তার দুঃখের সর্বনাম ।

সেইফ এক্সিটে গুড বাই

জেবুন্নেছা জোৎস্না

পাশব কালো রাতে কোষীয় মৃত্যুর পূর্বে যে আত্মার মরণ হয়,
তারপরও বেঁচে থাকে জীবন! যে তুমি নিজেকে হত্যা করে
কবর দাও প্রভাতে; পত্রিকা, টিভিতে
হয়না প্রচার সে খবর ফলাও করে!

আমার চোখের দ্যুতিতে দ্যাখো যে তারার নাচন,
সে শত আলোকবর্ষ আগের মৃত নক্ষত্রের রোদনের ফোটন-
ফোটন ফোটে বুদ্বুদে, উপকূলীয় সৈকতে
তরঙ্গের ফেনিল পুষ্পস্তুপে, বাতাসের চাবুকে ঘুর্ণিরূপে-
অন্তঃস্থলে ঘোরে ছায়া, অদৃশ্যে আপন যমদূতে!

তুমি যাকে নেহাত বুদ্বুদ ভেবে অবলীলায় দিচ্ছ উড়িয়ে-
সে বস্তুতঃ স্বল্পায়ু অণুজীবের জন্ম-মৃত্যু যৌনতার
এক বিচিত্র গাঁজনময় জীবনচক্র! হৃদযন্ত্রের সম্পর্ক
একদিন চুকে গেলে, পরিত্যক্ত থাকে সাপের খোলসে
শিরশির উদ্বেগ! পুরাতন বাকলের বৃক্ষ চায় আসুক
সজীব পাতা, খেলুক তাতে রোদ-বৃষ্টি মায়া-মেঘ!

ডেড এন্ডে আত্মার মারা যাওয়ার পূর্বে,
অনেক ভেবে আমি তাই সেইফ এক্সিটে বিদায় নিলাম,
তোমাদের গুড বাই জানিয়ে!

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549





















জেমিনি ও নিউইয়র্ক ব্রাইড'র কমিউনিটি ডায়ালগে বক্তারা

মূলধারায় শক্ত অবস্থান করতে ঐক্যের বিকল্প নেই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন জেমিনি ও দ্য নিউইয়র্ক ব্রাইড'র কমিউনিটি ডায়ালগে বক্তারা বলেছেন, শুধু নিউইয়র্ক নয়, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী অধ্যুষিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশী-আমেরিকানরা আমেরিকান মূলধারার রাজনীতিতে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলেছে। সেই সাথে বাড়ছে রাজনীতিতে অংশগ্রহন। ইতিমধ্যেই একাধিক বাংলাদেশী-আমেরিকান বিভিন্ন রাজ্যে সিনেটর ও সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছেন। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান পার্টির বিভিন্ন পদেও আসন অলংকিত করেছেন। তাই মূলধারার রাজনীতিতে শক্ত অবস্থান করতে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। এজন্য বক্তারা বিশেষ করে নিউইয়র্ক রাজ্য ও সিটির আগামী নির্বাচনে একই আসনে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের একক প্রার্থী মনোনয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিটির জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে গত ২১ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় 'উইন্টার ফেস্টিভ্যাল ও কমিউনিটি ডায়লগ' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ও গোল্ডেন হোম কেয়ার সার্ভিসেস-এর কর্ণধার এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার শাহ নেওয়াজ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মূলধারার রাজনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পথিকৃৎ ডেমোক্র্যাট মোর্শেদ আলম। খবর ইউএনএ'র।

ম্যাগাজিন জেমিনি ও দ্য নিউইয়র্ক ব্রাইড'র সম্পাদক ও প্রকাশক বেলাল আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২২জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'উত্তরীয়' পড়ানোর মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। জনাব শাহ নেওয়াজ ও মোর্শেদ আলম তাদেরকে উত্তরীয় পড়ান। পরবর্তীতে সম্মানিতরা সংক্ষেপে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বেলাল আহমেদের সাথে যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন কামরুজ্জামান বাবু।

অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিতে অবদান রাখার জন্য বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয় চার জন কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারকে তারা হলেন: মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবীব, আহনাফ আলম। কমিউনিটিতে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য যাদেরকে সম্মানিত করা হয় তারা হলেন: সালেম সুলেরী, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাহাব উদ্দীন সাগর ও হাসানুজ্জামান সাকী।

কমিউনটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদেরকে সম্মানিত করা হয় তারা হলেন: মোর্শেদ আলম ছদরুন নূর, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, রেজাউল করিম চৌধুরী, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আযম, ফিরোজ আহমেদ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, লায়ন আহাসান হাবীব, মইনুল আলম, আবু খন্দকার মুরাদ, হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী ও সৈয়দ রাব্বী।

কমিউনটিতে শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্মানিত করা হয় খানস টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন নাঈমা খানকে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রানো নেওয়াজ, চন্দন চৌধুরী, লিমন চৌধুরী, মোস্তফা অনিক রাজ ও মাসুদ রানা। সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন ফিরোজ আলম।

দেখা অদেখা যে সাদৃশ্য অপ্রত্যাশিত



সালাহউদ্দিন বাবর

যেকোনো স্থানে ব্যক্তিবিশেষ রাজনৈতিক দল বিশেষের এটি যদি তাদের ইন্টেনশান তথা উদ্দেশ্য থাকে তার রাষ্ট্রক্ষমতা কোনো প্রকারে ক্ষমতা কব্জা করতে সক্ষম হয়। তবে যে করেই হোক সে ক্ষমতাকে দীর্ঘ সময় নিজেদের মুঠোয় ধরে রাখতে চায়। তবে তাদের চিন্তা-চেতনায় প্রতি মুহূর্তে এমন কৌশল আঁটবে। সেটি হয়তো এমনই হতে পারে; দেশ ও দশের সেবা তাদের কল্যাণের চিন্তাভাবনা ও কর্ম প্রয়াস থাকবে একেবারে ফোর্থ বা থার্ড ক্যাটাগরিতে তথা চতুর্থ অথবা তৃতীয় স্তর বিন্যাসে। প্রথম স্তরের চিন্তায় স্থান পাবে জনগণকে কিভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যায়, সে জন্য অলীক স্বপ্ন-খোয়াব দেখিয়ে বিভোর রাখা। মানুষের নাকের ডগায় মুলা ঝুলিয়ে তাদের দূর-দূরান্তে নিয়ে চলা। এক স্বপ্ন উবে যাওয়ার আগে ভিন্ন স্বপ্নে জাল বুনতে থাকা। ইত্যবসরে মানুষ কিন্তু সর্বস্বান্ত হতে থাকবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্তরের ক্রম ধারায় থাকবে, ক্ষমতাসীনদের প্রতিপক্ষ অন্য সব রাজনৈতিক দলকে কিভাবে দমন-পীড়ন করা যায় ও তাদের আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত করে রাখা। আরো লক্ষ্য থাকবে, তাদের কেটে ছেঁটে 'বনসাঁই' বানান। এ ছাড়া পরিকল্পনায় থাকবে আমলা মুৎসুদ্দিদের 'গুড হিউমারে' রাখতে যতটা পারা যায় অনিয়ম করে, অন্যায্য অনিয়ম করে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশংবদ করে রাখা। তারপর একদল অবিবেচক দলান্ধ ক্যাডার সৃষ্টি করে যাদের সব ধরনের চাহিদা নিমিষেই পূরণ করা হয়। এসব সুবিধাভোগীকে তারা ব্যবহার করে যখন বঞ্চিততৃষিত ক্ষুধার্ত জনতার পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার পর, তাদের মধ্যে প্রতিবাদের মহাজাগরণ ও সুনামির মতো প্রলয় তৈরির পূর্বাহ্নে জনতাকে রোখার নিমিত্ত সম্মিলিতভাবে সবাই লঙ্কাকাণ্ড বাঁধানোর জন্য তৈরি রাখা যুগপৎ, যে কাজটি করতে থাকে সেটি হলো প্রচলিত সব বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস ঐতিহ্য গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা নির্বাচনী বিধিব্যবস্থার অনুশীলনগুলো ছত্রখান করে দেয়া। পরিবর্তে প্রস্তুত থাকবে, যা তাদের অনুকূলে ও পছন্দের প্রহসন করা। এতে কারো কোনো ওজর-আপত্তি সহ্য করা হয় না। শক্তি-বল-কৌশলই তাদের শেষ কথা। এসব ক্ষেত্রে যারা নিপুণ নির্মম তাদের হাতে তৈরি হয় এক বধ্যসমাজ যে সমাজের চিত্রটা উপরে কিঞ্চিত আভাস দেয়া হয়েছে। তবে সেটি কোনো পূর্ণ অবয়ব নয়, যৎ কিঞ্চিত মাত্র।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থায় ভিন্নতর এক শৈলী অনুসরণ করা হয়ে থাকে, যা আগের বর্ণিত সব বিধিব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো জনগণের মতামতকে শুধু মেনে নেয়াই নয়, তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করে থাকে। ভোটাধিকার চর্চার মাধ্যমেই রাষ্ট্রক্ষমতার পালা বদল হবে, তাতেই তাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। জনগণ যাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করে, সেই সরকারের তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য ক্ষমতাসীনরা প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয়ে থাকে তাদের সব বিষয় দেখাতে। জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, সব মৌলিক অধিকারকে সমুন্নত করা, বৈষম্য বিভেদ দূর করা। মিডিয়ার স্বাধীনতায় তারা শুধু বিশ্বাসই করে না, মিডিয়ার ওপর সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি ও কানকে খাড়া রাখে। কোথাও কোনো ব্যত্যয়ের খবর পাওয়া মাত্র তার প্রতিবিধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। এভাবেই তাদের ক্ষমতার মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার পর্ব। ফের জনগণের কাছে যায়, তাদের গ্রহণযোগ্য যাচাইয়ের লক্ষ্যে। ক্ষমতা চর্চার মেয়াদে তাদের দায়িত্ব পালন করা নিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট কি না। যদি ইতিবাচক ফল আসে তবে দ্বিগুণ উৎসাহে দেশকে এগিয়ে নিয়ে নিবেদিত প্রাণ হয়ে ওঠে। এভাবেই বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশ পথ চলে থাকে।

উপরে দুই মেরুর দেশগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। সেটি মূলত রাষ্ট্র পরিচালনা তত্ত্ব বিশেষ। তবে প্রথম পর্যায়ে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হলো সে সারিতে বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে দেশগুলোর বৈশিষ্ট্যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে তালিকায় পশ্চিমের দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের অবস্থানটা কোন বলয়ে সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রত্যাশিত সাদৃশ্য নয়। প্রথমে যে বলয়ের কথা বলা হয়েছে তার নেতিবাচক যে বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা আসলে দেশবাসীর বৃহত্তর অংশের জন্য ভোগান্তির, গানি দুঃখ বেদনার অন্যতম কারণ। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনের এ দেশের মানুষের মুক্তি। স্বাধীনতা লাভের অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় অতিবাহিত হলেও সব প্রতিযোগিতায় দেশ কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষমতাধররা একটি কথা খুব বড়াই করে বলে। তাদের রাজ-নীতি লক্ষ্য নিম্নবিত্তের মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি, তাদের মলিন চেহারা উজ্জ্বলতর করা। কিন্তু যে তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান হাতে পাওয়া যায় সেখানে এই সত্যটা শুধু পাওয়া যায়, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ আরো একধাপ নিচে নেমে গিয়ে হতদরিদ্র হয়ে পড়ছে। বলা হচ্ছে, এই হতদরিদ্রদের জন্য ঢাকায় ওএমএস ট্রাক পণ্য বোঝাই করে শহরময় ঘুরছে।

হালে এমন কোনো ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট নেই যেখানে আমরা কেবল মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছি না। সে জন্য এটাকে শুধু বিপর্যয় বললেই সব বলা শেষ হবে না, এর আগে আরো একাধিক বিশেষণ সংযোজন করতে হবে। প্রতিটি দেশের ভিত্তি মূলে থাকে মধ্যবিত্ত সমাজ। আমাদের অনেক কিছু নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। অথচ এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসে জ্ঞানী গুণী বোদ্ধা, বিবেচনাসম্পন্ন যোগ্য সক্ষম সব মানুষ, দেশ গড়ার জন্য যাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। খোঁজ নিলে জানা যাবে, যেখানে যত যোগ্য সক্ষম পারঙ্গম মানুষ রয়েছে, তাদের শতকরা নব্বই ভাগ উঠে এসেছে এই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। এরা ধসে গেলে দেশের কতটা ক্ষতি হবে- সেটি পরিমাপ করা কঠিন। অথচ দেশের কর্তৃপক্ষের সম্মুখেই এই সমাজ বিলীন হতে চলেছে। তাদের অর্থাৎ এখনকার হর্তাকর্তাদের অক্ষমতাই এ জন্য দায়ী।

বলা হয়েছে আমাদের অনেক কিছুই বিগত দেড় দশকে বিনষ্ট হয়েছে যা নিয়ে এর আগেও বহু কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে বিষয়গুলো অবশ্যই বারবারই স্মরণ করতে হবে। এ জন্য যে এমন সব ব্যত্যয়ের কোনো প্রতিবিধানের ব্যবস্থা হয়নি। তাই পুনঃপুনঃ এ নিয়ে কথা জারি রাখা ছাড়া কোনো পথ নেই। কেউ শুনুক আর নাই শুনুক, কথা বলা শেষ করা যাবে না, কেউ তাদের দায়িত্ব ভুলে গেলেও সবাই দায়িত্ব পালনে গাফেল থাকবে, সেটা কোনোভাবেই বিবেকবানের জন্য শোভনীয় নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের এমন দুরবস্থার আরো প্রভাব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিশেষ করে দেশী শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের প্রধান গ্রাহক এই মধ্যবিত্ত সমাজ, কাপড়-চোপড় প্রসাধনী পণ্য এসব দেশীয় পণ্য। বিত্তবান ক্রয় করে না, তারা সব কিছু, বড় বড় বিপণি থেকে বিদেশী পণ্য ক্রয় করে থাকে। এসব পণ্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করেই আমদানি করতে হয়। ধনিক শ্রেণীর একটা থেকে দুটো হাঁচি হলেই চিকিৎসার জন্য ছুটে যান থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এসব স্থানে। পক্ষান্তরে মধ্যবিত্তরা দেশে থেকেই চিকিৎসা নিয়ে থাকে। এসব উদাহরণ থেকে এটা উপলব্ধি করা যায়, মধ্যবিত্ত হারিয়ে গেলে পরিস্থিতিটা কোন তিমিরে পৌঁছবে। সব দেশে মধ্যবিত্তের কদর আছে এবং উচ্চ নিম্ন বিত্তের মানুষদের তাদের অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা অনবরত চালিয়ে যায়। অথচ আমাদের উন্নয়নের ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটছে। নিঃসন্দেহে এটা দেশের হর্তাকর্তাদের বোধ বিবেচনায় রয়েছে, সেটি বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার কোনো উপায় নেই।

শুধু অর্থনৈতিক কারণেই মধ্যবিত্তের মানুষ জীবন্মৃত হয়ে আছে, হয়তো নয়। অবশ্যই তা মৌলিক একটি বিষয় সন্দেহ নেই। তবে আরো অনেক কারণেই তারা বিপর্যস্ত। মধ্যবিত্তরা সমাজে সুস্থমুক্ত মূল্যবোধকে লালন করে এবং তাতে অটুট থাকতে ভালোবাসে। সেখানে অনিয়ম দুর্নীতি ও দেশের প্রতি কারো দায়িত্বহীনতা তাদের মনে প্রচণ্ড মর্মপীড়া দেয়, অথচ তাদের চার পাশে এখন অহরহ চলছে অনিয়ম, দুর্নীতি আর জাতীয় অর্থসম্পদের লুটপাট-পাচার। এসব অনিয়মের জালে তাদেরও জড়ানোর জন্য অহর্নিশ প্রচেষ্টা চালায় সব দুরাচারী, যারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে এসব অপকর্মের ভেতর। এরা গোটা সমাজটাকে পুঁতিগন্ধময় করা তোলার হীনপ্রচেষ্টায়। আসলে এখন দেশের অর্থনৈতিক যে দুরবস্থা এর অন্যতম কারণ সেই ব্যক্তি যারা এই দেশকে বিন্দুমাত্র ভালোবাসে না তারা দেশের অর্থ পাচার করে বিদেশে ঠাঁই নেয়ার পাকা বন্দোবস্ত করছে। মধ্যবিত্তরা এসব কেবল নীরব দর্শকের মতো দেখছে। তাদের এসব প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার মতো অবস্থা নেই। কেননা, তাদের আর্থিক সঙ্গতি এতটা খারাপ যে, উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করলে তাদের চাকরিচ্যুত হতে হবে। যে পরিবেশে তারা এখন অবস্থান করছে তাকে নিছক ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই, সব পবিত্র মূল্যবোধের ওপর নিয়ত আঘাত আসছে।

একটা কথা বলে এসেছি মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে মেধাবী ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুবকরাই বেরিয়ে আসে; কিন্তু আজকে শিক্ষাঙ্গনের যে মারদাঙ্গা পরিস্থিতি বিরাজ করছে সে জন্য কারো পক্ষে এখন শিক্ষাজীবন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে শিক্ষাজীবন। আর শিক্ষা লাভ করতে বহু গুণ বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় এখন যা মধ্যবিত্ত সমাজের ছাত্রদের অভিভাবকদের পক্ষে সন্তানদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থার কারণে মধ্যবিত্তের সন্তানরা নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর হতাশা ও গানির ভেতর ডুবতে বসেছে। সে ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানগরিমা কিভাবে বিকশিত হবে? হয়তো এমনও দিন আসতে পারে যখন মধ্যবিত্তের অহঙ্কার জ্ঞান ও গরিমা, সেটি তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে যা শুধু ব্যক্তির নয় রাষ্ট্র একটি জ্ঞানশূন্য জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হয়ে দাঁড়াতে পারে। অথচ আজকের বিশ্বে বেঁচে থাকতে হলে জ্ঞানের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। মধ্যবিত্তের আরো দুর্দশার কথা বলা যায়; কিন্তু যারা নিম্নবিত্তের মানুষ তাদের দুঃখ গানির যে কাহিনী, সে তো কম বেদনার নয়; বরং কিছু বেশি। আর এই জনপদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তো তারাই।

ক্ষমতাধররা একটি কথা খুব বড়াই করে বলে। তাদের রাজনীতি লক্ষ্য নিম্নবিত্তের মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি, তাদের মলিন চেহারা উজ্জ্বলতর করা। কিন্তু যে তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান হাতে পাওয়া যায় সেখানে এই সত্যটা শুধু পাওয়া যায়, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ আরো একধাপ নিচে নেমে গিয়ে হতদরিদ্র হয়ে পড়ছে। বলা হচ্ছে, এই হতদরিদ্রদের জন্য ঢাকায় ওএমএস ট্রাক পণ্য বোঝাই করে শহরময় ঘুরছে। কিন্তু পত্রপত্রিকার খবর হচ্ছে যে, এই ওএমএসে ট্রাকের লাইনে মধ্যবিত্তদের সংখ্যাও কম নয়। না হয় বুঝলাম, এখানে দরিদ্ররাই পণ্য কিনতে যায়। কিন্তু বিপুল আয়তনের এই মহানগরীতে ক'টি ট্রাক ওএমএস পণ্য ফেরি করছে? ঢাকায় এখন প্রায় দুই কোটি মানুষের বসবাস, আর এই বিপুল জনসমষ্টির বেশির ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে। তা হলে জানতে ইচ্ছে করে, কত শত ট্রাক ওএমএস পণ্য নিয়ে ঢাকায় ঘোরাফেরা করছে? একটি বহুল প্রচলিত কথা রয়েছে ৯টার ট্রেন ক'টায় ছাড়ে, এমনও খবর রয়েছে ওএমএস ট্রাকের আসা-যাওয়ার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তবে কি এসব একান্তই লোক দেখানো কর্মকাণ্ড যা কি না দরিদ্র মানুষকে পরিহাস করার শামিল?

তবে এ কথা সত্য, দেশে এবং এই শহরে অবশ্যই কিছু ভাগ্যবান মানুষ বসবাস করে। দেশের আজকের নজির-বিহীন পরিস্থিতি কিন্তু তাদের স্পর্শ করছে না। কোনো শোকতাপ সেখানে তাদের ননীর শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে না। কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সেখানে চিরবসন্ত বিরাজ করে। এসব ভাগ্যবানদের আগলে রাখা হয় যাতে তাদের ননীর শরীর গলে না যায়। ফুলের টোকা যেন না লাগে। হ্যাঁ, এমন বৈষম্যের সমাজেই এই দেশবাসীকে এখন বসবাস করতে হয়। সেই ভাগ্যবানদের ক্ষুধা পেলে অমৃত আসে, আর নিম্নআয়ের সবার ক্ষুধা পেলে উপুড় হয়ে শুয়ে পেটের নিচে বালিশ দিয়ে থাকতে হয়। যাদের ভাগ্যের বাতাবরণ সুবিন্যস্ত করতে তো কিছু নয়ছয় করতে হয়। কিন্তু বিভেদের সৃষ্টির জন্য সমাজকে এমনভাবেই ঢেলে সাজানো হয়েছে। কেউ ভুরি ভুরি পাবে আর কেউ একেবারেই পাবে না। একে নিয়তির খেলা বললে ভুল করা হবে। কেননা নিয়তি নৈর্ব্যক্তিক। সে এক চোখে নুন আর এক চোখ বণ্টন করে না। এসব বরং যারা সমাজ বিনির্মাণের কারিগর, তাদের কারসাজিতে উঠানো নামানো হয়েছে।

যারা আজকের পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এর পরিবর্তনের বাসনা পোষণ করেন তারা নিশ্চয়ই বিজ্ঞ অভিজ্ঞ এবং দেশদরদি। তারা অবশ্যই জানেন কিভাবে কোথায় কতটুকু পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই মুহূর্তেই তাদের হাতিয়ার হওয়া উচিত দক্ষ যোগ্য সক্ষম ন্যায়নিষ্ঠতা এবং প্রতিক্ষণে দেয়ালে লিখন পাঠ করতে, কোনো ব্যত্যয় নিয়ে অনুকম্পা প্রদর্শনের এতটুকু সুযোগ নেই। এই জনপদের প্রতিটি মানুষ গণতন্ত্র, শান্তি, স্থিতি, সহনশীলতার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজো আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষকে কেবলই জনতা করে রাখা হয়েছে। যাতে তাতে নিয়ত ঠকানো বিড়ম্বিত করা যায়। তারা তাদের অধিকার নিয়ে কখনোই জেগে উঠতে না পারে সে জন্য দেড় দশক ধরে যত মেকি স্বপ্ন খোয়াব দেখিয়ে রাখা হয়েছে। এখন সব উল্টে দিতে হবে, যারা নিচে পড়ে আছে তাদের টেনে তুলতে হবে।



পুতিন রুশ শিশুদের যেভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি করছেন

ইয়ান গার্নার

একটা বিষয় মনে হতে পারে, রাশিয়ায় পুতিন সরকার বেশ ভালোমতো তরুণদের সমর্থন হারিয়েছে। সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের ভয়ে রুশ তরুণেরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। রাশিয়ার জনমতের প্রতিফলন ঘটে এ রকম কিছু নির্ভরযোগ্য জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' নিয়ে সার্বিকভাবে পুতিনের সমর্থন আগের মতো থাকলেও তরুণেরা বয়স্কদের তুলনায় তাতে সমর্থন কমিয়েছেন।

কিন্তু পুতিন সরকার দেশটির কিশোর-তরুণদের মতাদর্শিকভাবে নির্মাণের জন্য বেশ কিছু কৌশল নিয়েছে। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের মতামত সরিয়ে দেওয়া এবং বিদ্যালয়গুলোতে প্রোপাগান্ডামূলক শিক্ষা দেওয়ার মতো বিষয় রয়েছে।

তবে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হচ্ছে, কিশোর-তরুণদের নিয়ে অসংখ্য গ্রুপ তৈরি করা। রাশিয়ার শিশুদের সামনে চোখধাঁধানো নানা তথ্য, ছবি, ভিডিও পরিবেশন করা হচ্ছে।

এ ধরনের সবচেয়ে বড় গ্রুপ হলো ইয়ুথ আর্মি। ২০১৬ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুইর অধীনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি সংস্থায় অথবা সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই এই সংস্থার যাত্রা শুরু। ইয়ুথ আর্মিকে সামনে থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের কেউ পেশাদার রাজনীতিবিদ কিংবা সৈনিক নন। ২৫ বছর বয়সী জনপ্রিয় জিমন্যাস্টিক অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিকিতা নাগোর্নি এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ক্যারিশম্যাটিক ও সুদর্শন নাগোর্নি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তুমুল জনপ্রিয়। এটিকে কাজে লাগিয়ে নানা ভিডিও ও পোস্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা প্রচার করে চলেছেন তিনি।

ইয়ুথ আর্মির মতো প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ করছে রাশিয়া। গত বছর কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ইয়ুথ আর্মির জন্য ১৮৫ মিলিয়ন রুবল ভর্তুকি দেওয়া হয়। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সংস্থাটি দ্রুত বাড়ছে। প্রায় ১০ লাখ শিশু এখন ইয়ুথ আর্মির সদস্য। ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যালয়পড়ুয়া ২০ শতাংশ শিশুকে এর সদস্য করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইয়ুথ আর্মির ওয়েবসাইট ইউনিফর্ম পরা কার্টুন চরিত্র, যুদ্ধের আদলে তৈরি করা ভিডিও গেমের ক্লিপ, হাসি হাসি মুখের সৈনিকদের ছবিতে সয়লাব হয়ে আছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্রুপটির নিউজফিড ও অ্যাপ ব্যবহার করে শিশুরা ভিডিও গেমস খেলতে পারে। যুদ্ধ স্মরণে নির্মিত স্থাপনার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে সেটা পোস্ট করতে পারে। দেশপ্রেমমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে তাতে পুরস্কার জোটে। এই গ্রুপের অনেক নতুন সদস্য নিকিতা নাগোর্নির হুবহু অনুকরণ করেন। ইয়ুথ আর্মিতে তাদের কর্মকাণ্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (বিশেষ করে টিকটক) শেয়ার করেন। সরকারিভাবে রাশিয়ায় টিকটক নিষিদ্ধ হলেও দেশটির কিশোর-তরুণদের মধ্যে এটি দারুণ জনপ্রিয়।



রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ইয়ুথ আর্মির সদস্যসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এরপর যদি সরকারের তরফ থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, তাহলে রাশিয়ার তরুণেরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার বদলে নিজেদের তালিকাভুক্তির জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াবেন।

এই গ্রীষ্মে আমি ইয়ুথ আর্মির বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। প্রত্যেকেই তাঁদের মতের ক্ষেত্রে ছিলেন স্পষ্ট। তাঁরা কেউ মনে করেন না, কর্তৃত্ববাদী শাসকদের চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা থেকে তাঁরা ইয়ুথ আর্মির সদস্য হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, ইয়ুথ আর্মি দেশপ্রেমমূলক কাজ করে এবং সেটা দেখে নিজ থেকেই তাঁরা এতে যোগ দিয়েছেন। সংস্থাটির আঞ্চলিক একজন নেতা জানিয়েছেন, ২৪ ফেব্রুয়ারির পর থেকে সংস্থাটিতে সদস্য হতে এত আবেদন জমা পড়ছে যে তাঁরা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। কিন্তু ইয়ুথ আর্মি সাধারণ কোনো সংস্থা নয়।

দেশপ্রেমভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও ফাঁকা কোনো আওয়াজ নয়। ইয়ুথ আর্মির সদস্যরা বলছেন, 'মাতৃভূমির জন্য তাঁরা শহীদ হতে চান'। শ্রেণিকক্ষ ও গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরে তাঁদের সামরিক কৌশল শেখানো হচ্ছে। রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম তাদের সেনা সামর্থ্য নিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে যে গল্প বলছে, তার মূলে রয়েছে ইয়ুথ আর্মি। তারা এমনটাও বলছে, 'ইয়ুথ আর্মির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো, পশ্চিমারা রাশিয়ার শিশুদের ভয় পায়।'

রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিশুদের মধ্যে মতাদর্শিক প্রচারণা এত নিবিড়ভাবে হচ্ছে যে ছয় বছর বয়সী শিশুও এখন যুদ্ধের ভাষায় কথা বলছে। সবে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ইয়ুথ আর্মির এক শিশু সে কারণেই স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে গভীর আত্মবিশ্বাসে বলতে পারছে, 'আমি আমার দেশকে রক্ষা করতে চাই, আমার ভালোবাসা এ দেশটাকে ঘিরেই।'

বেশি বয়সী শিশুরা সত্যি সত্যি এ ধরনের বাস্তবতার মধ্যে বাস করছে। তাদের জন্য সে ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণকারী তরুণ সৈন্যদের 'বীরের' মর্যাদা তাঁরা দিচ্ছেন। নাগোর্নি তাঁর ভিডিও ও পোস্টে সৈন্যদের জীবনকে অনন্য আদর্শ হিসেবে তুলে ধরছেন। এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার শিশুদের 'সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া, সামরিক কলাকৌশল শেখা ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার' মতো বিষয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

ইয়ুথ আর্মি প্রকল্পটি কিশোর-তরুণদের রাজনীতিকরণে রাশিয়া সরকার বড় যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তারই অংশ। প্রচুর অর্থ ঢেলে, ইন্টারনেট সেলিব্রিটিদের দিয়ে তরুণদের জন্য জমকালো অনুষ্ঠান করে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে পুতিন সরকার।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ইয়ুথ আর্মির সদস্যসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এরপর যদি সরকারের তরফ থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, তাহলে রাশিয়ার তরুণেরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার বদলে নিজেদের তালিকাভুক্তির জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াবেন।

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

ইয়ান গার্নার ইতিহাসবিদ এবং রাশিয়ার সংস্কৃতি ও যুদ্ধ প্রোপাগান্ডা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:
ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142



দুর্ঘটনার কবলে মিঠুন চক্রবর্তী

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন টালিউডের ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।শনিবার বাঁকুড়া থেকে আসানসোল যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, এতে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মিঠুন ও তার সঙ্গে থাকা সবাই ভালো আছেন।

খবরে বলা হয়, বাঁকুড়ায় রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষে ফিরছিলেন মিঠুন।নিরাপত্তার কারণে তার গাড়ির সামনে-পেছনে ছিল নিরাপত্তারক্ষীর গাড়ি। প্রথম গাড়িটির সামনে হঠাৎ একটি সাইকেল ঢুকে পড়ে। সেই সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে সামনের গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করলে পেছনে থাকা মিঠুনের গাড়ি সেই গাড়িতে ধাক্কা দেয়। মিঠুনের গাড়ির পেছনে থাকা গাড়িটিও ধাক্কা দেয় মিঠুনের গাড়িতে।

সামনের ও পেছনের গাড়ির মধ্যে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিঠুনের গাড়ি। এতে গাড়ির সামনের অংশ খুলে পড়ে। পরে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি নিয়েই আসানসোলে পৌঁছান মিঠুন। অভিনয় ও সঞ্চালনা ছাড়াও অনেক দিন ধরেই রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন তিনি।

বেতন নেবেন না মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর : মালয়েশিয়ার ১০তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আনোয়ার ইব্রাহিম। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোনো বেতন না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন। এতে তিনি মন্ত্রীদের কম বেতন দেওয়ার পাশাপাশি ছোট আকারের মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন। খবর দ্য স্টার মালয়েশিয়ার।

আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, মন্ত্রীদের আগের চেয়ে কম বেতন দেওয়া ও ছোট মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে আলোচনা চলছে।

তিনি বলেন, তার মূল অগ্রাধিকার হচ্ছে, মানুষের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় কমানো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইতিবাচক কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যেমন এ মুহূর্তে রিংগিত (মালয়েশীয় মুদ্রা) ও পুঁজিবাজার শক্তিশালী হচ্ছে। এটি সরকারের প্রতি আস্থার প্রকাশ। কিন্তু এখন জীবনযাত্রার ব্যয় ও জনগণের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতির বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করছি।'

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপায়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্ভাব্য
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com



ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

এইডস হতে বাঁচার উপায়

আফতাব চৌধুরী

১লা ডিসেম্বর' বিশ্ব এইডস দিবস। এই দিনে সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ এবং দেশে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নানা কর্মসূচি হাতে নিয়ে থাকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে। কারণ এইচআইভি/এইডস এমন একটি রোগ যার থেকে মুক্তির কোনও ঔষধ নেই, তবে সজাগতা এই মহামারি থেকে বাঁচার অন্যতম এবং সবচেয়ে সহজ হাতিয়ার।

এইডস এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে কমে গিয়ে এক সময়ে শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। এইচআইভি হচ্ছে ভাইরাসটির নাম এবং এইডস হচ্ছে এই ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টিকারী একটি অবস্থা।

এইচআইভি এবং এর লক্ষণগুলো সাধারণত আমরা অনেকেই অবজ্ঞা করি, কারণ এই লক্ষণগুলো অন্যান্য কিছু রোগের কারণেও হতে পারে। তবে এগুলোকে অবজ্ঞা না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটাই শ্রেয়।

জ্বর, অবসাদ, ডায়ারিয়া, ওজন কমে যাওয়া, মুখের ভিতরে ইনফেকশন, যৌনরোগ। এইসব অবস্থায় চিকিৎসা না করাটাই হচ্ছে অসাবধানতা। এই অসাবধানতাই এসব রোগের মাধ্যমে আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে নষ্ট করতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে তা এইডস এর দিকে অগ্রসর হয়।

রাতে ঘেমে ভিজে যাওয়া, জ্বরের আবৃত্ত, অত্যধিক ডায়রিয়া, জিব ও মুখে সাদা সাদা ফ্যাকাশে ছোপ, অত্যধিক অবসাদ, অত্যধিক ওজন কমা এবং অস্বাভাবিক চর্মরোগের বৃদ্ধি।

নিম্নলিখিত কারণে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে। যেমন- অসুরক্ষিত যৌনসম্পর্ক করলে। এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত নিলে। এইচআইভি জীবাণুরহিত সুঁচ/সিরিঞ্জ/ব্লেড ব্যবহারে।

কীভাবে ছড়ায় না? এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে করমর্দন বা আলিঙ্গন করলে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বা একই টয়লেট ব্যবহার করলে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে একই পুকুর বা জলাশয়ে গোসল করলে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে একই ঘরে থাকলে। মশার কামড়ে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মহিলাদের শরীরে এই রোগের আক্রমণ পুরুষদের থেকেই হয়। যেমন- একজন পুরুষ যার এক বা ততোধিক সঙ্গীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে তিনি জেনেশুনে বা অজান্তে একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন। পরবর্তীতে কয়েক বছর দেখা গেল, গর্ভকালীন সময়ে রক্ত পরীক্ষাকালে ওই মহিলার শরীরে এইচআইভি-র জীবাণু রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর রক্তপরীক্ষা করলে দেখা যায় স্বামীও পজিটিভ রয়েছেন। অর্থাৎ অত্যধিক যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে কখন তার শরীরে এইচআইভি-ও জীবাণু প্রবেশ করেছে তিনি হয়তো জানেনই না। অথবা, জানা সত্ত্বেও তিনি তার রোগ গোপন করে বিয়ে করেছেন। তাই, বিয়ের আগে যতই ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি, জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য নিন কোনও আপত্তি নেই তবে তার সঙ্গে অন্তত পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই রক্তের এইচআইভি পরীক্ষা করানো অবশ্যই উচিত। এমন ঘটনা শুধু মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তাই সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে বিনামূল্যে এই রক্তের পরীক্ষা করাতে পারেন।

> **জ্বর, অবসাদ, ডায়ারিয়া, ওজন কমে যাওয়া, মুখের ভিতরে ইনফেকশন, যৌনরোগ। এইসব অবস্থায় চিকিৎসা না করাটাই হচ্ছে অসাবধানতা। এই অসাবধানতাই এসব রোগের মাধ্যমে আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে নষ্ট করতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে তা এইডস এর দিকে অগ্রসর হয়।**

একথা আমরা সকলেই জানি রক্তদান জীবনদান। তবে সরকারি বিধিমতো রক্ত গ্রহণ না করলে তা থেকেও ছড়াতে পারে এইচআইভি-ও জীবাণু। এখানে বলতে চাই যে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যখন আমরা রক্ত নিতে যাই তখন তার বদলে এক বোতল রক্ত জমা রাখা বাধ্যতামূলক।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, এইচআইভি ভাইরাস ৬ মাস থেকে বছর কয়েক সময় পর্যন্ত Window period- এ থাকে যখন এই রোগ শরীরে থাকলেও সাধারণ রক্ত পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে না এবং এই রক্ত যারই শরীরে যাবে তিনি অদূর ভবিষ্যতে এইচআইভি আক্রান্ত হবেনই। এসব অজানা তথ্যের অভাবে আমরা প্রায়ই দেখি মানুষ অপরিচিত লোকের থেকে রক্ত নিয়ে থাকেন যার পরবর্তী পরিণাম, দাঁড়ায় ভয়াবহ। তাই সবাইকে অনুরোধ, একমাত্র সুপরিচিত ব্যক্তির থেকেই রক্ত নিন অথবা ব্লাড ব্যাঙ্ক-এ রক্ত জমা দিন। নইলে এ রক্ত জীবনদানের পরিবর্তে মরণ ডেকে আনবে।

এইচআইভি থেকে বাঁচার উপায়- এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যৌন-সম্বন্ধীয় আলোচনা আমাদের সমাজে এক অবাস্তব কল্পনা বললেই চলে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে সরকারি তথ্য মতে, আমাদের দেশে এইচআইভি ৮৭ শতাংশ ক্ষেত্রেই যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে ছড়ায়। যার অন্যতম কারণ হচ্ছে যৌনরোগ। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই এর চিকিৎসা করাতে লজ্জা অনুভব করেন অথবা সামাজিক অসম্মানের ভয়ে বলা এবং চিকিৎসা উভয় থেকেই দূরে থাকেন। এ লজ্জাই পরবর্তীতে ডেকে আনে নানা সমস্যা। যার অন্যতম হচ্ছে এইচআইভি/এইডস। ৮৭ শতাংশ রোগ যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে ছড়ায় তার ৪০ শতাংশ সংক্রমণই কমে যাবে যদি সকলে সঠিক সময়ে যৌনরোগের চিকিৎসা করান। কারণ, একজন সুস্থ মানুষের শরীরে এইচআইভি জীবাণু যত তাড়াতাড়ি ছড়ায় তার প্রায় ১০ গুণ তাড়াতাড়ি একজন যৌনরোগীর শরীরে ছড়ায়। যৌনরোগ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগেই নষ্ট করে ফেলে তাই এইচআইভি সহজে বিনা বাধায় প্রবেশ করে মানুষের শরীরে।

যৌনাঙ্গে ঘা, জ্বলন, চুলকানি ইত্যাদি হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্রে যৌনরোগের লক্ষণ। যৌনাঙ্গে ঘায়ের মধ্যে ধাতুর সমস্যা। ধাতু নিঃসরণ বা ধাতুর সমস্যা। পায়ুদ্বার থেকে নিঃসরণ। সিফিলিস। হেপাটাইটিস,বি,সি,ই। যৌনাঙ্গে সংক্রমণ। কুঁচকিতে প্রবাহ। যৌনাঙ্গে উকুন ইত্যাদি।

সদাস্রাব এর সমস্যা। যৌনাঙ্গে ঘা জ্বলন। অনাবশ্যক রক্তপাত হওয়া। তলপেটের অস্বাভাবিক ব্যথা। হারপিস-জনিত রোগ। গর্ভপাত বারংবার হলেও যৌনরোগের সমস্যা থাকতে পারে। সিফিলিস। যৌনাঙ্গে স্ক্যাবিস পোকার আক্রমণ। যৌনাঙ্গে উকুন ইত্যাদি।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো অত্যন্ত মারাত্মক রোগ ধারণ করতে পারে মানবশরীরে। এসব রোগের চিকিৎসা মূল সমস্যাই হচ্ছে সামাজিক ভয় এবং লজ্জা কিন্তু এই রোগের চিকিৎসা যদি আমাদের দেশ থেকে প্রায় ৪০ শতাংশ এইচআইভি আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে তবে সে চিকিৎসায় লজ্জা কেন? এখানে আরও বলে রাখা উচিত যে, মহিলাদের সাদাস্রাব এর সমস্যায় চিকিৎসা শুধু এইচআইভির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু নয়। বরং আমাদের জানা উচিত, সমস্ত বিশ্বে যখন স্তন ক্যান-সারজনিত রোগের প্রভাব বেশি তখন এ অঞ্চলে জরায়ু ক্যানসার রোগজনিত প্রভাব অনেক বেশি। তাই সাদাস্রাব এর চিকিৎসা মহিলাদের যেভাবে এইচআইভি থেকে সুরক্ষা দেয় তেমনি ক্যানসারের মতো জটিল সমস্যার কবল থেকেও বাঁচিয়ে রাখে। তাছাড়া, সিফিলিস নামক রোগ শরীরে থাকলে মহিলাদের বারবার গর্ভপাতও হতে পারে। কাজেই এই রোগের চিকিৎসা যেমন এইচআইভি থেকে বাঁচাবে তেমনি গর্ভাশয়ে শিশুমৃত্যুর হারও কমাতে পারে। তাই লজ্জা নয়, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাই হচ্ছে বাঁচার একমাত্র উপায়। এছাড়াও আমাদের শরীরে এইচআইভি ছড়ায় যেসব কারণে তা হচ্ছে- সেলুনে একই ব্লেড বারবার ব্যবহার। ট্যাটু বানানো। একই সিরিঞ্জ বা সুঁচ দিয়ে একাধিক ব্যক্তির ইঞ্জেকশন নেওয়া। অন্যান্য অজানা কিছু কারণ।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যখনই সেলুনে দাড়ি কাটাতে যাই না-কেন, সবসময়ই যাতে নতুন ব্লেড ব্যবহার করা হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কারণ এভাবেও আমাদের শরীরে ০.০৩ শতাংশ এইচআইভি ছড়াতে পারে। তাছাড়াও ট্যাটু বা শরীরে ছাপ বসানো যুব প্রজন্মের কাছে এক ফ্যাশন। তবে মনে রাখবেন, এসব করার সময়ে এক সুচের বারবার ব্যবহার আপনার শরীরে ছড়াতে পারে অথবা হেপাটাইটিস বি,সি-র মতো রোগও ছড়াতে পারে।

সবশেষে সকলের কাছে অনুরোধ যে, এইচআইভি/এইডস এর নাম শুনে আতঙ্কিত না হয়ে বরং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করান তবেই আমাদের সমাজ ও দেশ এইচআইভি মুক্ত হবে। রোগ হওয়ার পর কাঁদার চেয়ে লজ্জা ছেড়ে সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরমার্শ গ্রহণ করুন এবং সুস্থ থাকুন।

সাংবাদিক-কলামিস্ট।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফাইলস	$ 17.99
আমিল স্যালমন ফাইলস	$ 17.99
আমিল সোর্ডফিশ ফাইলস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফাইলস	$ 18.99
স্বাস্থ্যকর স্যালমন ফাইলস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফাইলস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি



আবদুল মান্নান

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ অত্যন্ত সফল ও সংবেদনশীল একজন মানুষ। রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর থেকেই ছিলেন সংসদ সদস্য, মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার। রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ আগামী বছর এপ্রিল মাসে শেষ হওয়ার কথা।

এরপর একজন নতুন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব নেবেন। যদিও রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে দেশের প্রধান ব্যক্তি, তথাপি অনেকে মনে করেন রাষ্ট্রপতির তেমন কোনো কাজ নেই। তিনি শুধু কবর জিয়ারত করতে আর মিলাদ পড়তে পারেন। বাস্তবে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনেক ক্ষমতা দিয়েছে, আর তিনি যদি তা পালন করতে চান, তাহলে তাঁকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়।

সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য। তিনি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেন, আবার তাঁদের অসদাচরণের দায়ে অপসারণও করতে পারেন। উপাচার্য ছাড়াও উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়ার ও অপসারণের ক্ষমতাও তাঁর হাতে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্য নিয়োগও তাঁর হাত দিয়ে হয়। অবশ্য নিয়োগ বা অপসারণের ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রীর একটা ভূমিকা থাকে। তবে দেখা যায়, অনেক সময় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেন তাঁর অত্যন্ত কাছের কিছু ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রী থেকে সত্যটা আড়াল করতে পারলে তাঁরা তাঁদের এই গণবিরোধী কাজ সহজে করতে পারেন। অতীতে এমনটি হয়েছে, এমন উদাহরণ কম নয়। রেওয়াজ আছে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে পদায়ন করার আগে গোয়েন্দা প্রতিবেদন বিবেচনা করার। তা ইদানীং তেমন একটা হয় বলে মনে হয় না বা হলেও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা হয় না। এর ফলে অনেক অযোগ্য, অদক্ষ আর অপদার্থ মানুষ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি গিয়েছিলেন দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করতে। এই সমাবর্তনে অংশ নিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই সমাবর্তনই চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর শেষ অংশগ্রহণ। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করার এখতিয়ার একান্তভাবে তাঁর অথবা তাঁর মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তির। এই সমাবর্তনে তিনি কিছু উপাচার্য ও শিক্ষক সম্পর্কে বেশ কয়েকটি কঠিন সত্য কথা বলেন, যা এরই মধ্যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সমাবর্তনে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বেশ আলোচিত হয়েছে। তিনি অকপটে কিছু উপাচার্যের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন এবং একই সময় এটাও বলেছেন, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আছেন যাঁরা তাঁদের শিক্ষকতার দায়িত্বটা ঐচ্ছিক গণ্য করেন। তিনি এটাও বলেন, প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় এসব উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়ে এমন সব সংবাদ পড়তে হয়, যা চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁকে বিব্রত ও পীড়িত করে। তিনি আরো বলেন, কিছু উপাচার্য ও শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে শিক্ষকদের সম্মান সংকুচিত হয়ে আসছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির কোনো মন্তব্যই অতিরঞ্জিত বা অসত্য নয়। সাধারণত চ্যান্সেলর বাধ্য না হলে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা তার কর্ণধার সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করেন না। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি



চ্যান্সেলর হিসেবে তা নিজের বিবেকের তাড়নায় দায়িত্ব নিয়েই কথাগুলো বলেছেন বলে ধারণা করি। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ৫৩টি সরকারি ও এক শর বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়। গড়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একেকজন শিক্ষার্থীর পেছনে পৌনঃপুনিক খাতে বছরে আনুমানিক দেড় লাখ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়, যা আসে জনগণের পকেট থেকে। উন্নয়ন খাতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা এর কয়েক গুণ বেশি, বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে কমবেশি হতে পারে।

এখন আসি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক সময়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, যা দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মানবসম্পদ তৈরি করে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি চালক, তাঁর ওপর নির্ভর করে ওই বিশ্ববিদ্যালয় কোন দিকে যাবে বা তার গতিপথ কী হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চালক হিসেবে যাঁরা আসবেন তাঁদের দুটি গুণ বা যোগ্যতা থাকাটা আবশ্যিক। এই দুটির প্রথম হচ্ছে, যিনি চালকের দায়িত্ব পালন করবেন তাঁর বিদ্যায়তনিক যোগ্যতা, আর দ্বিতীয়টা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সাম্প্রতিককালে বাস্তবে এ বিষয়গুলো তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যিনি তাঁর শিক্ষকতা জীবনে কখনো কোনো একটি হলের হাউস টিউটরের দায়িত্ব পালন করেননি বা তাঁর নিজের বিভাগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেননি, তিনি যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন, তাহলে সব কিছু তছনছ হয়েই যাবে। যার সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা নেই, তাঁকে যদি বিমান চালাতে বলা হয়, তাতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে ঠিক তাই হবে এবং হচ্ছেও, যা মাহামান্য রাষ্ট্রপতির কথায় স্পষ্ট।

যখন পত্রপত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হয় যে অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগবাণিজ্যে লিপ্ত বা তিনি তাঁর পুত্রবধূ বা ছেলেকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য যোগ্যতার শর্ত শিথিল করেছেন, তখন তো যেকোনো মানুষই ক্ষুব্ধ হবে। আর একজন উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুদক যদি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মামলা করে, তখন তো একজন শিক্ষক হিসেবে যেকোনো শিক্ষকই অসম্মানিত বোধ করতে বাধ্য। ইদানীং এমনটাই তো হচ্ছে। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কোনো উপাচার্য যদি আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন, তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু তো থাকতে পারে না। কিছু অযোগ্য ব্যক্তি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ পদে পদায়িত হওয়ার ঘটনা শুধু যে বাংলাদেশে ঘটছে তা কিন্তু নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাঁরা উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন বা করছেন তাঁদের ৭৫ শতাংশ উপাচার্যের ওই দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা নেই বা ছিল না। বিশ্বভারতীসহ ভারতের একাধিক উপাচার্য ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হয়ে জেলে গেছেন।

এক শ্রেণির শিক্ষকের চৌর্যবৃত্তি নিয়ে এখন প্রায়ই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ উঠছে। কেউ কেউ অন্য একজনের থিসিস নকল করে ডিগ্রি অর্জন করে গায়ে বেশ হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ডিগ্রি দেখিয়ে বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। আর একজনের লেখা নিজ নামে চালিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি তো বেশ পুরনো। এসব বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অভিযোগ জানালে তদন্তে তার প্রমাণও মিলেছে। কিন্তু দোষী ব্যক্তির কোনো সাজা হতে তেমন একটা দেখা যায় না।

শিক্ষকদের সম্পর্কে মাননীয় চ্যান্সেলর সেদিন তাঁর বক্তব্যে যা বলেছেন তা সব শিক্ষকের বেলায় সত্য না হলেও অনেকের বেলায় সত্য। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা নিজের মূল দায়িত্বের প্রতি এমন উদাসীন যে তাঁরা একটি সেমিস্টারে একটি বা দুটি ক্লাস নিয়ে তাঁর সেমিস্টার শেষ করেন। মাস শেষে অবশ্যই তিনি বেতন তুলতে হাজির থাকেন। এতে প্রতারিত হয় শিক্ষার্থীরা। হয়তো মৃত্যু হয় কোনো সম্ভাবনার। আবার এমন শিক্ষকরা যখন কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যান তখন তিনি বাধ্য না হলে কখনো ক্লাস মিস করেন না। আর যদি কোনো কারণে করতেও হয়, তাহলে তাঁকে অন্য দিন তা পূরণ করে দিতে হয়। তবে এই ব্যবস্থা সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাদের প্রয়োজনীয় তেমন কোনো শিক্ষক বা অবকাঠামো নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেফ সনদ বিক্রি করার কারখানা। এই খাতটি ছিল অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। তাকে একটি সংগঠিত দুষ্টচক্র সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। এ বিষয়ে অন্য আরেক সময় আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

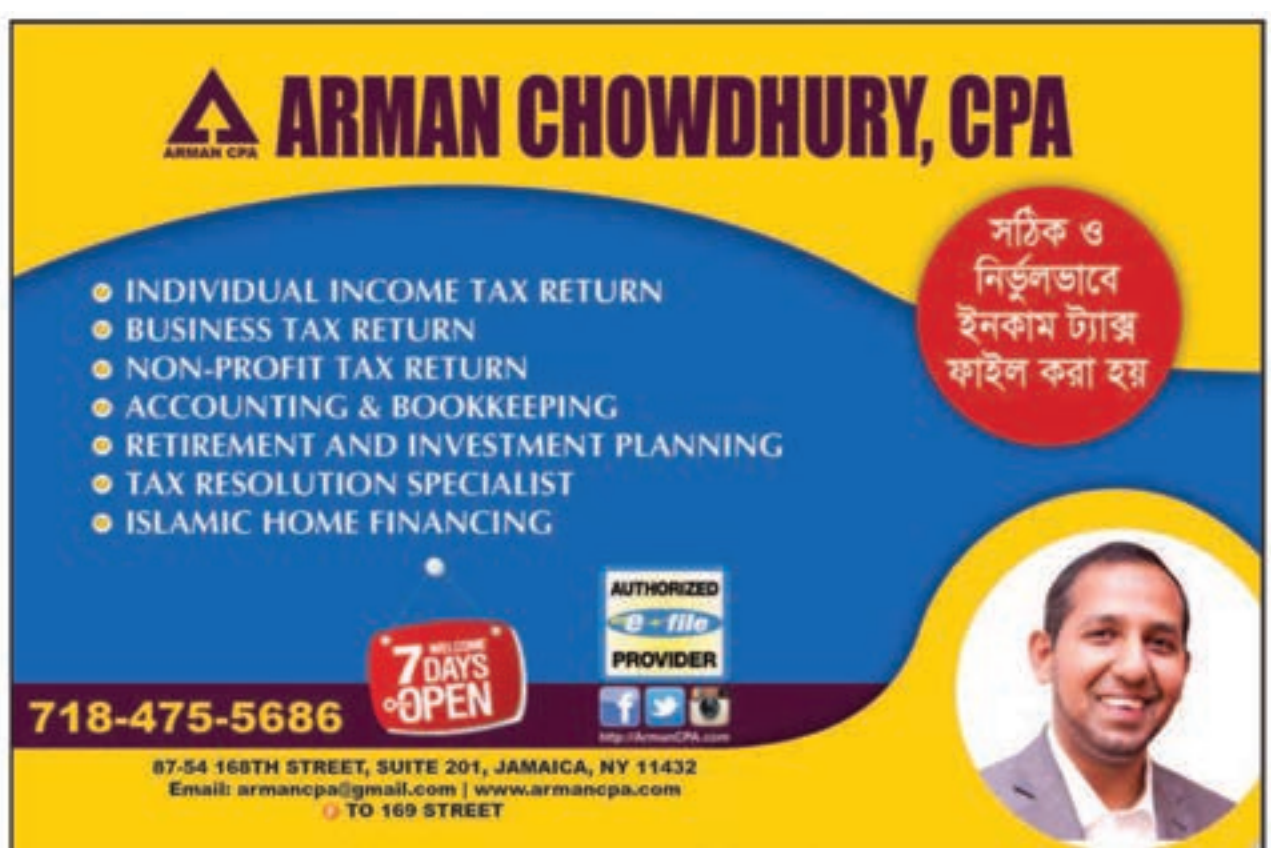
বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করলে তাঁর কেবিনেটে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী জাঁদরেল আমলা, এ এস এইচ কে সাদেক। তাঁর দক্ষতা আর প্রশাসনিক যোগ্যতা নিয়ে কোনো অভিযোগ কেউ কখনো করেনি। প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাবেক শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেবের এক স্মরণসভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, তাঁর সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেমনটা দুর্নীতিমুক্ত ছিল, তা এখন তেমন একটা দেখা যায় না। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু তাঁর মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তা সম্পর্কে কি তেমন কথা বলা যাবে?

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ২০০১ সালের আগে ততটা খারাপ ছিল না। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া সরকার গঠন করার পর রাতারাতি ১২ জন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজের দলের প্রতি অনুগত ব্যক্তিদের ওই সব পদে পদায়ন করেন। যাঁদের অনেকের ওই পদে যাওয়ার যোগ্যতা ছিল না। যাঁদের সরিয়েছেন তাঁদের বেশ কয়েকজন সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত ছিলেন। যাঁদের তিনি পদায়ন করেছিলেন তাঁদের একজন তো রাতের অন্ধকারে উপাচার্যের কক্ষের তালা ভেঙে তাঁর নতুন পদে যোগ দিয়েছিলেন। এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সবাইকে পূর্ণ দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

ফিরে আসি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক সময়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে। অকপটে তিনি যে সত্য কথাগুলো বলেছেন তার জন্য জাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে তিনি তাঁর মেয়াদ শেষ করার আগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত স্থানে যদি কিছু দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে পারেন, জাতি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ আপনার মধ্যে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের ছায়া দেখা যায়। আপনি দীর্ঘায়ু হোন। আপনার কর্মেই আপনি মানুষের মনে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন।

লেখক : বিশ্লেষক ও গবেষক







দেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মওলানার মতো নেতা প্রয়োজন

(শেষের পাতার পর)

বিশ্বে যেভাবে অন্যায়, অবিচার, নিপিড়ণ, নির্যাতন, জুলুম, মানবাধিকার লংঘন বেড়ে গেছে তাতে ভাসানী হুজুরের মতো 'খামোশ' বলার মতো নেতা কই। বক্তারা বলেন, দেশ-বিদেশে নেতা তো অনেকেই, মওলানার মতো নেতা কই। সময় এসেছে মওলানাকে জানার, বুঝার এবং তাঁর মতো করে জনতার নেতা হয়ে নেতৃত্ব দেয়ার। বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যেভাবে দেশ চলছে তাতে বাংলাদেশ সংঘাতের দিকে যাচ্ছে। আমরা দেশে কোন রাজনৈতিক সংঘাত চাই না, শান্তি চাই। খবর ইউএনএ'র।

আফ্রো-এশিয়া, ল্যাতিন আমেরিকার মজলুম জননেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মওলানা ভাসানীর ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। গত ২০ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ কাবাব কিং রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে আয়োজিত মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক, ইউএসএ'র সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ টিপু সুলতান। ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আলী ইমাম শিকদার সভা সঞ্চালনা করেন। এতে অর্ধ শতাধিক ভাসানী ভক্ত, অনুসারী, সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মওলানা ভাসান গবেষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ, কানাডা প্রবাসী ড. আবিদ বাহার। আলোচনায় অংশ নেন আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)-এর চেয়ারম্যান ও ভাসানী ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা আতিকুর রহমান সালু, ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক দেওয়ান শামসুল আরেফীন, সহ সভাপতি সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ড. শওকত আলী, বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব সাঈদ তারেক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, কবি ও সাংবাদিক সালেম সুলেরী, কবি-লেখক এবিএম সালেউদ্দীন, সাংবাদিক ইমরান আনসারী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আজিজুল হক, রুহুল কদ্দুস, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, আহসান হাবীব, নুরুল আমীন, পারভেজ সাজ্জাদ প্রমুখ।





বক্তারা বলেন, মওলানা ভাসানী ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিকদের গুরু। তার রাজনীতি, দর্শন বুঝতে হলে তাঁকে নিয়ে আরো গবেষনার প্রয়োজন। এজন্য দেশ ও প্রবাসে আরো বেশী করে মওলানাকে জানতে ও জানাতে গবেষনার পাশাপাশি বেশী বেশী সভা-সমাবেশ, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার আয়োজনের উপর বক্তারা গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা বলেন, মওলানা ভাসানীকে সত্যিকারার্থেই বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁকে ও তার আদর্শকে নতুন প্রজন্মের মাঝে মওলানাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে এজন্য কাজ করতে হবে। ছবি: তুষার পিক



থ্যাংকস গিভিং, ফ্যামিলি নাইট ও বর্ণিল সাংস্কৃতিক

(শেষের পাতার পর)

সহ প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকলের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠানটি উক্ত কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য ওয়াসি চৌধুরী ইএ ছাড়াও আসিফ আহমেদ, আহমদুল হক বারো ভূঁইয়া পুলক, মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বিশিস্ট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, রেদওয়ান হক।

থ্যাংকস গিভিং ডে উযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম আহমদ ফয়সলের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উযাপন কমিটির আহবায়ক এম উদ্দিন আলমগীর। উপস্থিত অতিথিসহ সাবেক শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ফজলুর রহমান চৌধুরী, এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দীন, ইব্রাহিম খলিল বারে ভুইয়া রিজু, শাহ মোঃ সাদেক, প্রফেসর আব্দুর রহমান, জায়েদুল মুহিদ খান, মিয়া মোঃ আছকির, ইঞ্জিঃ জয়নাল আবেদীন খান, মোতাচ্ছির দেওয়ান মঞ্জু, বিষ্ণুপদ সরকার, সুকান্ত দাস, শেখ মোস্তফা কামাল, নভেল আমিন প্রমুখ।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নারায়ন দেব রায়, ডা. মাসুদুল হাসান, ব্যারিষ্টার মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী সেফাজ, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুর রহমান চৌধুরী, মোঃ মালেক, আলমগীর খান আলম, সাইকুল ইসলাম, দুলাল বিল্লাহ, আবুল কাশেম, গোলাম কিবরিয়া বেলাল, গাফ্ফার আহমেদ চৌধুরী, সাঈদ, মীর পারভেজ, শিশির বনিক, শাম্মী আক্তার, আমির আলী, রেদুয়ান হক, শামীম আহমেদ, মীর মামুন, আকবর হোসেন স্বপ্ন, জুয়েল, আজহারুল, শাম্মু, ফয়সল আমিন সুমন, বাবু, মোঃ আবুল কালাম, আব্দুল কুদ্দুস জয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

থ্যাংকস গিভিং ডে অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষন ছিলো দুইটি বড় আকারের টার্কি সহ মজাদার খাবার।



অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, তাহমিনা আক্তার মীম, বাউল শিল্পী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সবিদ। সাবেক শিক্ষার্থী সহ অতিথিরা নেচে-গেয়ে অনুষ্ঠানটি মাতিয়ে তোলেন।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সময়ের দাবী : জাফর মাহমুদ















(শেষের পাতার পর)

আন্দোলন-সংগ্রামে দেশের ছাত্র সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম যেমন ব্যহত হচ্ছে, তেমনী নতুন নেতৃত্বও তৈরী হচ্ছে না। সময় এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও প্রশাসনকে রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত রাখার। রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখন সময়ের দাবী। আর এটাই সময়ের দাবী, আমাদের অঙ্গীকার। খবর ইউএনএ'র।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা গত ১৯ নভেম্বর শনিবার সিটির কুইন্সের ফাইভ স্টার হোটেল লাগোর্ডিয়া প্লাজার বল রুমে 'অ্যালামনাই নাইট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' আনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্রে চবি এলামনাই গঠনের ২৯ বছর পুর্তি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও এলামনাইদের আড্ডা, আলোচনা আর অনুষ্ঠানে উঠে আসে দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানা ঘটনা আর স্মৃতি। ফলে অনুষ্ঠানস্থল হয়ে উঠে এক টুকরো চবি ক্যাম্পাস, এলাম-নাইদের মিলন মেলা। এতে নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে এলাইমনাইরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, প্রবাসে বিগত ২৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এতবড় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করলো, যা সকলের দৃষ্টি কাড়ে। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে নানা অনুষ্ঠান। সিনিয়র-জুনিয়র এলামনাইরা নেচে-গেয়ে আনন্দে পুরো অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের বিশ্ববিদ্যায়ের লগো সম্বলিত কোটপিন উপহার দেয়া হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন





সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম ইকবাল ফারুক। এই পর্বে সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ আহমেদ, 'এলামনাই নাইট ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' আয়োজক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী জাহাঙ্গীর শাহ নেওয়াজ ডিকেন্স, সদস্য সচিব আব্দুল আউল শামীম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার পর মূল বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সার্ভিসের প্রবক্তা এবং বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিসের কর্ণধার, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আবু জাফর মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে জুম ভিডিওতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. শিরিন আখতার। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. রহমান নাসির উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে আরো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন ও পরেশ সাহা, চবি এলামনাই যথাক্রমে রানা ফেরদৌস চৌধুরী, মীর চৌধুরী (নিউজার্সী), ববি চৌধুরী, হেলাল চৌধুরী, আনোয়ারুল করিম, বিপ্লু গোপ, আবু তাহের (টেক্সাস), সেকেন্দার চৌধুরী (ডালাস), শামীম আল মামুন, পলি পারভিন, কিরন কবির, শাহেদ আলী, রাহি ইয়াহিয়া, নুর ইয়াহিয়া, ইরফানুল কবির (ডালাস), সুশ্রীত চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলামনাই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালীন সকল সদস্য এবং বর্তমান নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। যৌথভাবে সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন শাহেদ আলী ও ছন্দা বিনতে সুলতান।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে যারা একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরবান্বিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেন, দেশের সর্বোচ্চ এই বিদ্যাপীঠ দেশ ও জাতির কল্যাণে বড় ধরণের অবদান রেখে চলেছে।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, রাজনৈতিক সংকীর্ণতায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার মূল চেতনার অপমৃত্যু ঘটে। একে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে দলীয় লেজুরবৃত্তিমুক্ত ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোকে রজনৈতিক দলের প্রভাব ও বলয়মুক্ত করতে হবে। তবেই না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান চর্চা ও নেতৃত্ব তৈরির কারখানায় পরিণত হবে। তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে স্বাধীন বাংলাদেশের যতটুকু অর্জন তাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদেরও অবদান রয়েছে।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, দেশ আমাদেরকে অনেক দিয়েছেন, এখন দেশকে দিতে হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে। তাদেরকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করার সময়ে এসেছে। আমরা প্রবাসে বসেও বাংলাদেশের সুন্দর উত্তোরনের জন্য কাজ করতে পারি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, শিঘ্রই বাংলাদেশের জনগণের জন্য ভালো কিছু আসবে।

এর আগে জাহাঙ্গীর শাহনেওয়াজ ডিকেন্স তার বক্তব্যে আবু জাফর মাহমুদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কার্যক্রম তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আবু জাফর মাহমুদ এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সাবেক ছাত্রনেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। তিনি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উজেলার সন্তান। দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক প্রবাসী। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ জাতির একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি তার সাহসিকতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে 'মাউন্টেন ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার'-এর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা আবু জাফর মাহমুদ একজন লেখক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক। সফল ব্যবসায়ী আবু জাফর মাহমুদ নিউইয়র্কে হোম কেয়ার ব্যবসায় অগ্রদূত। কমিউনিটির বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবার লক্ষে গড়ে তুলেছেন দুটি প্রতিষ্ঠান 'বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিস'। আবু জাফর মাহমুদ দীর্ঘ তিন দশক ধরে বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। পাশাপশি মূলধারার রাজনীতিতে জড়িত এবং কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড-৪ এর অন্যতম সদস্য।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে ছিলো নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি আর সঙ্গীত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন, চন্দন চৌধুরী ও সায়রা রেজা। অন্যান্য পর্বে অংশ নেন নারমিন হায়দার, মাহুরুহ, সায়রা জাকের, লায়লা কিরণ, প্রতি দাস, রবি চৌধুরী, রওশন হাসান প্রমুখ।

এই পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন রাহি ইয়াহিয়া। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে 'শাটল ট্রেন' শীর্ষক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। ম্যাগাজিনটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন প্রফেসর ড. রাহমান নাসির উদ্দিন। সবশেষে ছিলো নৈশ ভোজ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের চার্চ এভিন্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে সংগঠনটি। এর প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন আবু জাফর মাহমুদ এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাহাঙ্গীর শাহ নেওয়াজ ডিকেন্স। আরো উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৪ মাইল দূরে হাট হাজারিতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ২৭ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইউক্রেনে পাঠানো মার্কিন কামান ভেঙে পড়ছে: নিউইয়র্ক টাইমস

(শেষের পাতার পর)

বলা হয়েছে, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এসব সমরাস্ত্র মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাউইটজার কামানের এ সমস্যা সমাধানের জন্য পেন্টাগন পোল্যান্ড সীমান্তে একটি মেরামতের কারখানা স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

যুদ্ধের গত কয়েক মাসে আমেরিকা ইউক্রেনকে অন্তত ৩৫০টি হাউইটজার কামান দিয়েছে।

ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে জড়িত মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানিয়েছে, ৩৫০টি হাউইটজারের তিনভাগের এক ভাগ এরই মধ্যে অকার্যকর হয়ে গেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, না-হয় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এসব কামান অকার্যকর হয়েছে এবং এগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক করা যায় না। এসব হাউইটজার ঠিকঠাক করা এখন মার্কিন সামরিক বাহিনীর ইউরোপীয় কমান্ডের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এগুলো ঠিক করার জন্য পোল্যান্ড সীমান্তে একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, কামান মেরামতের কারখানা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই প্রতিষ্ঠা করা দরকার, যাতে এসব কামানকে দ্রুত যুদ্ধের ময়দানে ফেরত আনা যায়।



বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

কানেকটিকাটের নবনির্বাচিত সিনেটর মাসুদুর রহমান

আমি পারলে আপনারাও পারবেন

(শেষের পাতার পর)

এক সাথে হতে হবে। আমি জানি না সেটা কিভাবে সম্ভব, তবে করতে হবে। আসুন আমরা সবাই একসাথে কাজ করি। আমরা আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখি। এ কাজে কানেকটিকাট থেকে আমিই শেষ নয় প্রথমজন হিসেবে যুক্ত হতে চাই। সিনেটে অবশ্যই আমি আমার কমিউনিটির হয়ে ফাইট করবো, আওয়াজ তুলবো। বাংলাদেশী আমেরিকান হিসেবে নির্বাচিত সিনেটরদের নিয়ে মোর্শেদ ভাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সকল সিটেই আমেরিকান বাংলাদেশীদের জয় নিশ্চিত করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি নির্বাচিতরা আমাদের হয়ে কথা বলে, কিন্তু সেই কথাই কি আমাদের হয়ে আমরাই বলতে পারি না।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ স্মার্ট ক্যাফেতে গত ২০ নভেম্বর রোববার দুপুরে আয়োজিত 'মিট এন্ড গ্রিট উইথ মাসুদুর রহমান' অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লিরোয় কমরি, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড উইপ্রীন, প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমিন রাসেল।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও কমিউনটি বোর্ড মেম্বার আহনাফ আলমের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য আরো রাখেন ডা. মাসুদুল হাসান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, সিটি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শাহাদাত হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এডভোকেট মজিবর রহমান, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, মজেদা উদ্দিন, লেখক-সাংবাদিক ফাহিম রেজা নুর, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়ান এ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্য ও জ্যাকসন হাইটসের কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফাহাদ সোলাইমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, সাবেক সভাপতি মাওলানা মাসুম, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ডিএইচ কেয়ারের শাহরিয়ার, ডা. আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহনাজ আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আমিন মেহেদি বাবু, রাব্বি সৈয়দ, পেনিসেলভিনিয়া থেকে আগত ডাক্তার কাঞ্চন, হাজীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের আবুল বাশার ও কানেকটিকাটের নবনির্বাচিত স্টেট সিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমানের স্ত্রী ইয়েলিনা রহমান।

অনুষ্ঠানে স্টেট সিনেটর মাসুদুর রহমান আরো বলেন, কিছুদিন আগে কানেকটিকাটে আমাদের কমিউনিটির এক অনুষ্ঠানে একজন আমাকে বলেছিল আগামীতে গর্ভনর হিসেবে দেখতে চায়। আমি বলেছি এত তাড়াতাড়িই নয়। তবে বিশ্বাস করি আমি পারবো। আমি নিশ্চিত আপনারাও পারবেন। তাই শুরু করতে হবে। লিটল বাংলাদেশ বা চাঁদপুরী বাংলাদেশী নয়, কেন আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশী আমেরিকান নই। আমরা যদি একসাথে হই, আমরা যে কোন কিছুই শুধু নয় সব কিছুই করতে পারি। আমরা কি পুরো বাংলাদেশ হতে পারি না? এমন প্রশ্নও ছুড়ে দেন তিনি।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব ইনক এর সহায়তায় 'ফ্রেন্ডস অব মোঃ মাসুদুর রহমান নিউইয়র্ক' এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের সভাপতি বাংলাদেশী আমেরিকানদের যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার অন্যতম পথিকৃত মোর্শেদ আলম। এসময় তিনি বলেন, আমাদের রাজনৈতিক ইস্যু ও রাজনীতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

স্টেট সিনেটর নির্বাচিত হওয়ায় মোঃ মাসুদুর রহমানকে অভিনন্দন জানান নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লিরোয় কমরি। তিনি বলেন, মাসুদুর রহমানকে পুন:নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য বাংলাদেশী আমেরিকানদের আর্থিক সহায়তাসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

জন ল্যু বলেন, বাংলাদেশী আমেরিকান মোঃ মাসুদুর রহমান কানেকটিকাট স্টেটে নির্বাচিত হওয়ায় আমি দারুন আনন্দিত। আজ থেকে ২০ বছর আগে মোর্শেদ আলম যে পথের সূচনা করেছিলেন সেই পথে আমিও স্টেট সিনেটর নির্বাচিত হয়েছি। মাসুদুর রহমানও সেই পথের অনুসারী হিসেবে কানেকটিকাটের স্টেট সিনেটে নির্বাচিত হলো।

ডেভিড উইপ্রীন তার বক্তব্যে কানেকটিকাট স্টেটের নব-নির্বাচিত সিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের আরো অধিকহারে মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুরোধ জানান।

সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, আমি কমিউনিটির লোকদের বলি হঠাৎ করেই আমি কিছু হতে পারবো না। আমি কিভাবে কিছু হবো সেটা কেউই জানে না। তাই সবাইকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মাসুদুর রহমানদের পথ অনুস্মরণ করতে হবে।

নাজমুল আহসান বলেন, অনেক বছর আগে যখন অমর্ত্য সেন নোবেল পেয়েছিল, তখন আমি বলেছিলাম যাক একজন নোবেল বিজয়ী আমার ভাষায় কথা বলে। আজকে যে কথাটি বলার চেষ্টা করছি যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে একজন সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন যিনি আমার ভাষায় কথা বলেন। আমি জাতি দেশ অঞ্চল ভাষা, এগুলোকে বিশ্বাস করি। কারণ, আমরা এমন একটা জাতি যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। সে জিনিসকে আমরা সবসময় হৃদয়ে ধারণ করি। কিনি বলেন, আমরা প্রতিটি অনুষ্ঠানেই শুধু প্রশংসা করি। কিন্তু আত্মসমালোচনা করি না। আমি আত্মসমালোচনা করতে চাই। আমি প্রায় ৪১ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছি। ৪১ বছর ধরে আমরা যতটা এগিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়েছি এখানে বাংলাদেশী রাজনীতির চর্চার কারণে। এই জিনিসটা আমরা অনেকেই বলতে চাই, কিন্তু পারিনা। আজকে যারা মূলধারার রাজনীতির কথা বলেন তারা যদি অন্য দেশের রাজনীতির কথা চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আমরা সেই ফোরামটা পাইনা। বারাক ওবামা যে দেশ থেকে এসেছেন, সেই দেশের রাজনীতি নিয়ে তিনি কিন্তু কোনদিন কথা বলেননি যুক্তরাষ্ট্রে। উনি এই দেশে এসেছেন, এই দেশের সাথে প্ল্যান্ট হয়েছে। আমরা এই দেশে এসে এই দেশের সাথে প্ল্যান্ট হবো। কিন্তু দেশের রাজনীতি নিয়ে এখানে আমাদের ভিতরে ডিভিশনটা ক্রিয়েট করি। এই জন্যই মূলধারার রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এই কাজটি আমাদের অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। বন্ধ করার জন্য যা যা করা দরকার তা আমাদের সকলের করা উচিত। আমরা ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ করতে পারি। আমরা সব সময় ইসরাইলকে গালি দেই। আমরা কিন্তু ভাবিনা ইসরাইলরা ইসরাইলকে সব থেকে বড় সেবা করে ফ্রেন্ডস অব ইসরাইল প্রতিষ্ঠান করে। এখানে তারা তাদের দেশের রাজনৈতিক দলের শাখা করে না। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ করা প্রয়োজন।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, আমেরিকায় এখন চারিদিকে বাঙালী আমেরিকানদের রাজত্ব শুরু হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এটা শুরু, এটা শেষ নয়। শেষ হবে আকাশ ছোয়া পর্যন্ত। মূলধারার রাজনীতিতে কানেকটিকাট, মিশিগানসহ বিভিন্ন স্টেটে বাংলাদেশীরা এগিয়ে এসেছে। এইবার থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিউইয়র্কেও অগ্রসর হওয়া শুরু করেছে। আমাদের এই চলমান ধারা অনেকদূর পর্যন্ত যাবে। বাঙালীদের বিজয় অর্জন করতে হয়তো একটু দেরি হবে। কিন্তু যখন বিজয় অর্জন করে তা অনেক ভয়াবহ হয়। আমরা সেই আরো বড় অর্জনের দিকে যাবো। বারাক ওবামা যখন প্রেসিডেন্ট হয়েছে তখন আমাদের প্রত্যাশাটাও বেড়ে গেছে।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, মাসুদুর রহমানের বিজয়, আমাদের বিজয়, আমাদের কমিউনিটির বিজয়। মাসুদুর রহমান যে জিনিসটা করতে পেরেছেন আমরা হয়তো অনেকেই সেটা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আজকে মাসুদুর রহমান যে বিজয় নিয়ে এসেছেন তা প্রতিটি বাংলাদেশীদের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। আমরা সবাই হাঁটিহাঁটি পা পা করে সেই বিজয়টি নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ।

সৈয়দ আল আমিন রাসেল বলেন, শুধুমাত্র ম্যাচিং ফান্ডের জন্য বাংলাদেশী আমেরিকানরা যেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন। কারণ এতে আমাদের ট্যাক্সের অর্থের বিপুল অপচয় হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্টেট সিনেটর মাসুদুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মেসিকে 'উড়ন্ত চুমু' ছুঁড়ে

(শেষের পাতার পর)

কাছে। গ্রুপ 'সি'র মারপ্যাচে আজকের ম্যাচটি আর্জেন্টিনার জন্য ছিল বাঁচা-মরার লড়াই। সেই ম্যাচে সফলভাবেই উতড়ে গেছে আর্জেন্টিনা।

কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে মেক্সিকোর বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিতেছে ২-০ গোলে। ৬৪তম মিনিটে গোলের দেখা পায় আর্জেন্টিনা। অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার পাসে বাঁ পায়ের দারুণ শটে গোল করেন মেসি। ঝাপিয়ে পড়েও বল আটকাতে পারেননি ওচোয়া। ৮৭তম মিনিটে ফের দৃশ্যপটে মেসি, বামদিক থেকে বল বাড়িয়ে দেন এনজো ফার্নান্দেজকে। ডান পায়ের দারুণ শটে মেক্সিকোর জালে বল জড়ান এনজো। ম্যাচের বাকি সময় আর গোল না হওয়ায় ২-০ গোলের স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মেসিবাহিনী।

আর্জেন্টিনার এই জয়ে উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী পরীমনিও মেসির দিকে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিয়েছেন। পরীমনি আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক। ভালোবাসেন লিওনেল মেসিকে। ফলে আর্জেন্টিনার খেলা পরীমনি মিস করেন না।

মধ্যরাতে টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। অনহেল দি মারিয়ার অ্যাসিস্ট করা বলকে মেসি যখন ডি বক্সের বাইরে থেকে বল গোল পোস্ট ভেদ করেন। পরীমনি এই উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারেননি। মেসির প্রতি ছুঁড়ে দিলেন উড়ন্ত চুমু।

পরীর পোস্ট করা আরেক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তার স্বামী ব্রাজিলভক্ত শরীফুল রাজ ঘুমিয়ে আছেন। তাকে জাগিয়ে তুলে টিপ্পনী কাটছেন পরী।

মৌলভীবাজার জেলা সাংবাদিক ফোরামের

(৪৬ পাতার পর)

আলী, যুগ্ম সম্পাদক দুরুদ আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক শেকুল ইসলাম তালুকদার, বিকুল চক্রবর্ত্তী ও আতাউর রহমান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মোক্তাদির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফজ শাকিল ও এম. সামছুল হক, দপ্তর সম্পাদক বুলবুল খান, সহ-দপ্তর সম্পাদক আজিজুর রহমান রোমেল, প্রচার সম্পাদক পিন্টু দেবনাথ, সহ-প্রচার সম্পাদক মেরাজ আলী, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রোমান আহমদ, সহ- প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক তৈয়ব আলী, প্রকাশনা সম্পাদক চৌধুরী মোঃ মেরাজ, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট সারওয়ার হোসেন, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুলতানুল ইসলাম, সহ-সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মামুনুর রহমান চৌধুরী মসু মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মোনায়েম খান, সাহিত্য সম্পাদক নাজমুল বারী সোহেল, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন। সদস্যরা হলেন- শেখ মাহমুদুর রহমান, মো: জহিরুল ইসলাম, ফজলুর রহমান।

দূর করুন কাষ্ঠকাঠিন্য

(শেষের পাতার পর)

যাদের সারা বছর সমস্যা হয় না, তাদেরও শীতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শীতকালের এই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে কিছু খাবারের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে- মেথি, আমলকী, কমলা, কিশমিশ, খেজুর।

কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পেট পরিষ্কার হয় না। ফলে গ্যাসের সমস্যা লেগেই থাকে। দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলে সেখান থেকে আরও বড় জটিলতার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া দিনের শুরুতে হালকা গরম পানিতে লেবু মিশিয়ে খেতে পারেন, সঙ্গে নিয়মিত হাঁটুন। প্রতিদিন পাকা পেঁপে, আপেল খেতে পারেন। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণ শাকসবজি, ডাল খেতে পারেন।

ঠিক করে পেট পরিষ্কার না হওয়া, পেটে এবং কোমরে ব্যথা, অরুচি- এগুলো কোষ্ঠকাঠিন্যের কিছু উপসর্গ। এই সমস্যা দেখা দিলে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। শীতকালীন কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দূরে থাকতে কিছু নিয়মও মেনে চলতে হবে। এসব নিয়মের মধ্যে রয়েছে-

খাওয়ার পরে গোসল না করা। কারণ, খাওয়ার সময় শরীরে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। এর ফলে দ্রুত হজম হয়। খেয়ে ওঠার পরের মুহূর্তে স্নান করার পরে শরীরের তাপমাত্রা কমতে থাকে। ফলে হজমের সমস্যা দেখা দেয়।

দেরি করে দুপুরের খাবার না খাওয়া। সকালের খাবারের পর দুপুরের খাবার দেরিতে খেলে অনেকক্ষণ ধরে পেট খালি থাকার ফলে গ্যাস জমতে শুরু করে। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর খাবার পেটে পৌঁছতেই শুরু হয় বদহজম।

রাতে দই খাওয়ার প্রবণতায় বাড়তে পারে কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকি, তাই রাতে দই খাওয়ার প্রবণতা থাকলে এড়িয়ে চলুন।

খাওয়ার পরেই ঘুমানোর অভ্যাস বাদ দিতে হবে। খাওয়ার সময় শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকে। ফলে হজম দ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়লে দেহের তাপমাত্রা কমতে থাকে। ফলে ঠিক মতো হজম হয় না। এতেই দেখা দেয় বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ রনকে সমর্থন দেবেন মাস্ক



(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৭)

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর : বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক বলেছেন, ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হতে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে তাঁকে সমর্থন দেবেন তিনি। গতকাল শনিবার টুইটারে এ কথা জানিয়েছেন মাস্ক। খবর এনডিটিভির।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি দেশটির আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হতে লড়বেন।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ঠিক করতে রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারিতে ট্রাম্পের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন রন। সম্প্রতি ফ্লোরিডার গভর্নর পদে পুনর্নির্বাচিত হন রন।

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে নিজের রাজনৈতিক পছন্দের কথা গতকাল টুইটারে বলেছেন মাস্ক।ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট ফেরত দেওয়া নিয়েও তিনি কথা বলেছেন।

টুইটারের নতুন মালিক মাস্ক বলেন, ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর পছন্দ একজন বিবেকবান ও মধ্যপন্থী মানুষ। তিনি আশা করেছিলেন, বর্তমান বাইডেন প্রশাসনের ক্ষেত্রে তেমনটা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি এখন পর্যন্ত হতাশ।

মাস্কের এমন টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে একজন টুইটার ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেন, 'ইলন, আপনি কি ২০২৪ সালে রন ডিস্যান্টিসকে সমর্থন করবেন?'

টুইটার ব্যবহারকারীর এই প্রশ্নের জবাবে মাস্ক 'হ্যাঁ' বলে জবাব দেন।

রন রিপাবলিকান পার্টির উদীয়মান তারকা। তাঁকে ট্রাম্পের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ মনে করা হচ্ছে।

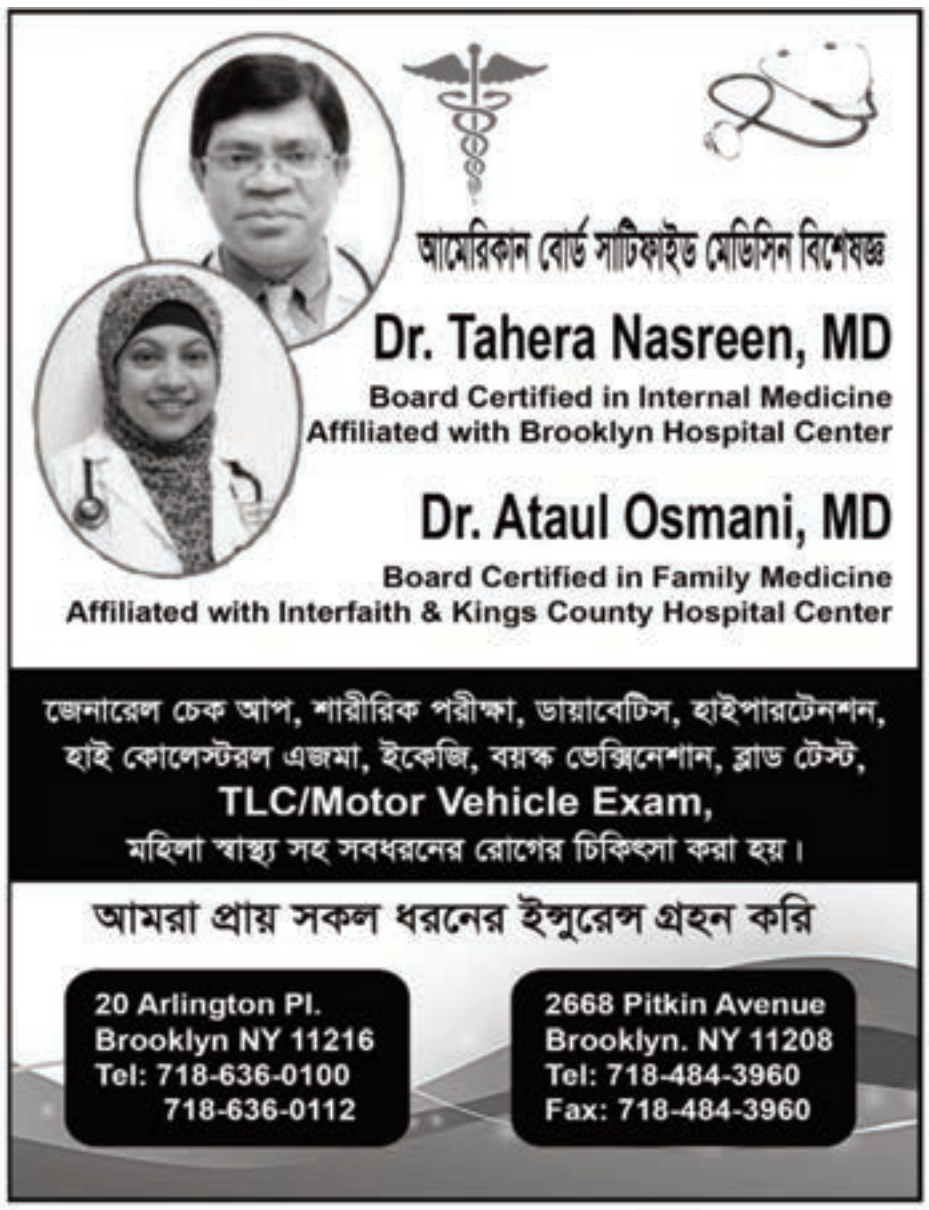
মাস্ক সম্প্রতি একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনার পর ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্টের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। জরিপে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার পক্ষে ভোট দেন। তবে ভোটের ব্যবধান ছিল অল্প।

মাস্কের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান ট্রাম্প। তবে তিনি টুইটারে ফিরে আসার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন।ট্রাম্প গত সপ্তাহে ঘোষণা দেন, তিনি ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই লক্ষ্যে তিনি ইতিমধ্যে মার্কিন ফেডারেল নির্বাচন কমিশনে কাগজপত্র দাখিল করেছেন।

রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হয়ে ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন ট্রাম্প। তাঁর এ জয় বিশ্বকে চমকে দেয়।

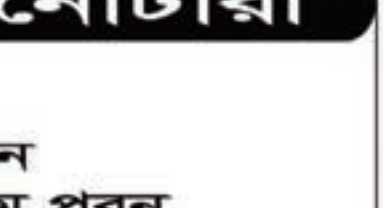
২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির জো বাইডেন। নির্বাচনে বাইডেনের কাছে হেরে যান ট্রাম্প। কিন্তু ট্রাম্প নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন। তিনি এখন পর্যন্ত তাঁর পরাজয় স্বীকার করেননি।

এদিকে, ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা আছে বলে জানিয়েছেন বাইডেন। আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না, সে বিষয়ে তিনি আগামী বছরের শুরুর দিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।









বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮
অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

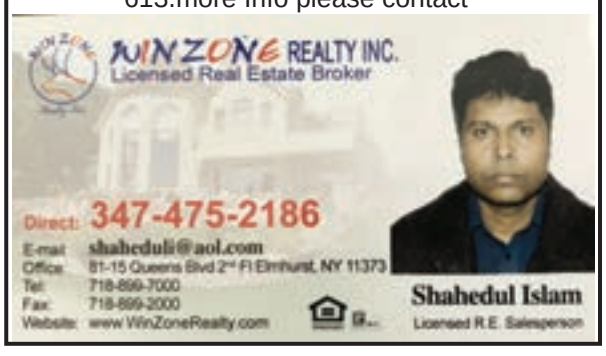
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

চিত্রে নিউইয়র্কে কানেকটিকাটের নবনির্বাচিত সিনেটর মাসুদুর রহমান মিট দ্যা প্রেস



























প্রজ্ঞা দাও প্রভু! সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করো!

(শেষের পাতার পর)

ইবাদাতের একমাত্র হকদার হলো, আমাদের পরম সহৃদ রহমান রহিম মহামহিম আল্লাহ তা'আলা, কারণ তিনিই আমাদের এই সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি কৃশলতার মধ্যে অন্য কারো কোন অংশ বা অবদান নাই। তাই আমি আমার ইবাদাতকে তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট করাকে সঠিক ও যথার্থ মনে করি। অন্য কোন সত্তা কেমন করে আমার ইবাদাতের হকদার হতে পারে, যেহেতু আমাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার কোন অংশ নেই। তিনিই তো আমাকে ক্ষুধায় খাদ্য দেন, ভয়-ভীতির সময় নিরাপত্তা দেন, পীড়িত হলে সুস্থ করেন। তাঁর অসংখ্য নিয়ামতে আমি ডুবে আছে। সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো, পথ হারিয়ে গেলে তিনি আমাকে সঠিক পথে তুলে দেন। মহান রব সম্পর্কে হযরত ইবরাহিম আ: এই যুক্তি ছিল । তিনি বলেছিলেন:"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনর্বার আমাকে জীবন দান করবেন।" (সুরা শুয়ারা:৭৮-৮১)

এহান আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করে অন্ধকারে ছেড়ে দেননি বরং তিনি আমাকে আলোকিত রাজপথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনটি করার বা মনে করার সুযোগ তিনি রাখেননি যে, তিনি কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দিয়েছেন এখন সামনে পথ চলার জন্য বা দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য অন্য কারোর পথ বা চিন্তা-চেতনার অনুসরণ করবে। মহান রব সৃষ্টি করার সাথে সাথে পথনির্দেশনা. প্রতিপালন, দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। যখন মানুষ দুনিয়ায় পদার্পন করে তখনই তার মায়ের বুকে দুধের ঝর্ণাধারা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে তাকে স্তন চোষার ও গলা দিয়ে দুধ নিচের দিকে নামিয়ে নেবার কায়দা শিখিয়ে দেয়া হয়। তারপর প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের কাজ প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত বরাবর চালু থাকে। জীবনের প্রতিটি স্তরে তাদের অস্তিত্ব, বিকাশ, উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য যেসব সাজ-সরাঞ্জাম প্রয়োজন তা সবই মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সঠিকভাবে যোগান দিয়ে রেখেছেন। এই সাজ-সরাঞ্জাম থেকে লাভবান হবার এবং একে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার জন্য যে ধরণের শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা সবই আপন সত্তায় সমাহিত রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন তা দেবার পূর্ণ ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।

এই সংগে তিনি মানবিক অস্তিত্বের সংরক্ষণের এবং তাকে বিপদ-আপদ. রোগ-শোক, ধ্বাংসকর জীবানু ও বিষাক্ত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তার নিজের শরীরের মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন মানুষের জ্ঞান এখনো যার পুরোপুরি সন্ধান লাভ করতে পারেনি। আল্লাহর এ শক্তিশালী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তাহলে সামান্য একটি কাঁটা শরীরের কোন অংশে ফুটে যাওয়াও মানুষের জন্য ধ্বংসকর প্রমাণিত হতো এবং নিজের চিকিৎসার জন্য কোন প্রচেষ্টাই সফল হতো না। আল্লাহর এই সর্বব্যাপী অনুগ্রহ ও প্রতিপালন কর্মকা- যখন প্রতি মহুর্তে সকল দিক থেকে মানুষকে সাহায্য করছে তখন মানুষ তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সত্তার সামনে মাথা নত করবে এবং প্রয়োজন পূরণ ও সংকট উত্তরণের জন্য অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করবে এর চেয়ে বড় মূর্খতা ও বোকামী এবং এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞা আর কি হতে পারে।

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কেবলমাত্র এ দুনিয়ায় এবং এখানে যে জীবন যাপন করে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অস্তিত্বের সীমানায় পা রাখার পর থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মহুর্তে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই তা খতম হয়ে যায় না। বরং এরপর তার পরিণামও পুরোপুরি আল্লাহরই হাতে আছে। আল্লাহই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সবশেষে তিনি তাকে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা মানুষের এ ফিরে যাওয়ার পথ রোধ করতে পারে। যে হাতটি মানুষকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যায় আজ পর্যন্ত কোন ঔষধ, চিকিৎসক দেব-দেবীর হস্তক্ষেপ তাকে পাকড়াও করতে পারেনি। এমন কি মানুষের যে একদল মানুষকে উপাস্য বানিয়ে পূজা-আরাধনা করেছে তারা নিজেরাও নিজেদের মৃত্যুকে এড়াতে পারেনি। একমাত্র আল্লাহই ফায়সালা করেন, কোন ব্যক্তিকে কখন এ দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিবেন এবং যখন যার তাঁর কাছে চলে যাবার সময় এসে যায় তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে চলে যেতেই হয়।

তারপর আল্লাহ একাই ফায়সালা করেন, দুনিয়ায় যেসব মানুষ জন্ম নিয়েছিল তাদের সবাইকে কখন পূণর্বার জীবন দান করবেন এবং তাদের পৃথিবীর জীবনের কাজ-কারবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তথনো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন থেকে কাউকে রেহাই দেয়া বা নিজেই রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রত্যেককে তাঁর হুকুমে উঠতে হবে এবং তাঁর আদালতে হাজির হতেই হবে। তারপর সেই আল্লাহ একাই সে আদালতের বিচারপতি হবেন। তাঁর বিচার কার্যে সহায়তাকারী কেউ থাকবে না। তাঁর ক্ষমতায় কেউ সামান্যতমও শরীক হবে না। শাস্তি দেয়া বা মাফ করা উভয়টিই হবে সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারধীন। তিনি যাকে শাস্তি দিতে চান কেউ তাকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে না। অথবা তিনি কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। দুনিয়ায় যাদেরকে ক্ষমা করিয়ে নেবার ইখতিয়ার আছে বলে মনে করা হয় তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমার জন্য তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়ার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবে। এই সমস্ত জাজ্বল্যমান সত্যের উপস্থিতিতে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করে বা অন্য কোন বুযুর্গের অন্ধ আশ্বাসে বিশ্বাসে আশায় বুক বেঁধে আছে সে মূলত: নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের ব্যবস্থা করে রাখছে। দুনিয়া থেকে নিয়ে আখিরাত পর্যন্ত মানুসের ভাগ্য পুরোপুরি ন্যস্ত থাকে আল্লাহর হাতে। আর সেই ভাগ্য গড়ার জন্য মানুষ এমন সব সত্তার আশ্রয় নেয় যাদের হাতে কিছুই নেই, এর চেয়ে বড় ভাগ্য বিপর্যয় আর কি হতে পারে। সেই একই যুক্তি হযরত ইবরাহিম আ: পেশ করেছেন। তিনি বলেন," তাঁর কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।"(সুরা শুয়ারা:৮২)

এ জন্য ইবরাহিম আ: দু'আ করলেন,"হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করো।"(সুরা শুয়ারা: ৮৩) হিকমত বা প্রজ্ঞা হচ্ছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি। হিকমতের সম্পদ যে ব্যক্তির কাছে থাকবে সে কখনো শয়তানের দেখানো পথে চলতে পারবে না। বরং সে আল্লাহর দেখানো প্রশস্ত পথ অবলম্বন করবে। শয়তানের সংকীর্ণমনা অনুসারীদের দৃষ্টিতে নিজের ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখা এবং সবসময় সম্পদ আহরণের নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু যারা আল্লাহর কাছ থেকে অন্তরদৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের মতে এটা নেহাত নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মতে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করবে, নিজের মাঝারী পর্যায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর সেগুলো প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুনিয়ায় হাতে গোণা কয়েকদিনের জীবনে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের তুলনায় হয়তো অনেক বেশী প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু মানুষের জন্য এই দুনিয়ার জীবনটিই সম্পুর্ণ জীবন নয়। বরং এটি আসল জীবনের একটি সামান্যতম অংশমাত্র। এই সামান্য ও ক্ষুদ্রতম অংশের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার বিনিময়ে যে ব্যক্তি বৃহত্তম ও সীমাহীন জীবনের অসচ্ছলতা, দারিদ্র ও দৈনাদশা কিনে নেয় সে আসলে নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র সামান্য পূঁজির সহায়তায় নিজের ঐ চিরন্তন জীবনের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে সে-ই আসল বুদ্ধিমান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন," তিনি যাকে চান, হিকমত দান করেন। আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করে সে আসলে বিরাট সম্পদ লাভ করেছে। এই কথা থেকে কেবলমাত্র তারাই শিক্ষা লাভ করে যারা বুদ্ধিমান।"(সুরা বাকারা:২৬৯)

হযরত ইবরাহিম আ:এর এই দু'আটি নবীও সা: করেছেন। তিনি বলেছেন,"আমাদের এমন যোগ্যতা দাও যাতে আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখতে পারি এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যা তার প্রকৃত স্বরূপের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা উচিত।" আখিরাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই দু'আ করা উচিত। যাতে দুনিয়ায় দুনিয়াতে পবিত্র জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের বদলে বেঁচে নিয়েছে তারা সৎকর্মশীল নহে। বরং তারা ফাসেক, নোংরা ও অসুস্থ। সুরা শুয়ারায় হযরত ইবরাহিম আ: সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করার জন্য দু'আ করেছেন। যারা দুনিয়া বদলে আখিরাতের জীবনকে বেঁচে নিয়ে মুলত: তারাই প্রজ্ঞাবান ও সৎকর্মশীল।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 28 // 2022

মৌলভীবাজার জেলা সাংবাদিক ফোরামের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন



কুলাউড়া প্রতিনিধি ঃ মৌলভীবাজার জেলা সাংবাদিক ফোরামের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) রাতে ফোরামের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে কমিটিতে সিনিয়র সাংবাদিক বকশী ইকবাল আহমদকে সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক এম মছব্বির আলীকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ-সভাপতি খালেদ পারভেজ বখশ, প্রণীত রঞ্জন দেবনাথ ও শ. ই. সরকার জবলু, সাধারণ সম্পাদক এম. মছব্বির (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)











ঘরে ঘরে সেবা পৌছাতে চাই

(শেষের পাতার পর)

করা হবে। সোনালী এক্সচেঞ্জের বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস শাখা অচিরেই খোলা হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ শাখা খোলার বিষয়টি সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে উল্লেখ করে তিনি হুন্ডির মাধ্যম নয়, বৈধপথে দেশে অর্থ প্রেরণের জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সোনালী ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে আয়োজিত 'বৈদেশিক রেমিটেন্স এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আফজাল করিম উপরোক্ত কথা বলেন। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউ-ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। খবর ইউএনএ'র।

সিটির হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে শুক্রবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মি. দেবশ্রী মিত্রের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান। সভা পরিচালনা করেন সোনালী এক্সচেঞ্জ ম্যানহাটান শাখার ম্যানেজার শাহাদৎ হোসেন। সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সোনালী এক্সচেঞ্জ জ্যামাইকা শাখার ম্যানেজার মনিউর রহমান, ওজনপার্ক শাখার ম্যানেজার কবীর হোসেন সহ প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভার আগে এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম হিলসাইড এভিনিউস্থ সোনালী এক্সচেঞ্জের জ্যামাইকা অফিস পরিদর্শন এবং সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। এসময় গ্রাহক সেবা পর্যবেক্ষনের পাশাপাশি গ্রাকদের সাথে কথাও বলেন।

সভায় এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম বলেন, বাংলাদেশে রিজার্ভ নিয়ে কোন সঙ্কট নেই। কোন গুজবে কান দেবেন না। সরকার দেশ, জাতি ও প্রবাসীদের সুবিধা কথা বিবেচনা করে যারা দেশে অর্থ প্রেরণ করেন তাদের জন্য শতকারা আড়াই ভাগ ইনটেনসিভ দিচ্ছে এবং এখন অর্থ প্রেরণে কোন ফি লাগছে না। তিনি যেকোন সমস্যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ দেশে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা, দেশ থেকে অর্থ আনার ক্ষেত্রে জটিলতা, এনআইডি বিড়ম্বনা, প্রবাসে থাকায় নিয়মিত লেন-দেন না করায় অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যার কথা তুলে ধরলে এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম তা সমাধানের আশ্বাস দেন এবং কোন কোন বিষয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বলে উল্লেখ করেন।

কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বৈধ পথে অর্থ প্রেরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রবাসীদের সেবার জন্য কনস্যুলেট সবসময় খোলা এবং সেবার মান বাড়াতে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা চালানোর আশ্বাস দেন। ঢাকায় বিমানবন্দরে হয়রানী, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন সরকারের 'নন স্টপ সার্ভিস' না পাওয়ার ব্যাপারে প্রবাসীদের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিষয়গুলোর আপটেড জেনে তিনি জানাবেন।

সভার শেষ পর্যায়ে এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম ও কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম উপস্থিত সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ও একুশে পদপ্রাপ্ত শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার ও সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, ডা, মাসুদুল হাসান, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ওমর ফারুক খসরু, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, রাব্বী সৈয়দ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আমীন জুয়েল প্রমুখ অংশ নেন।

উল্লেখ্য, এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম এক সফরে গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে সফরে আসেন। তিনি এক সপ্তাহের মতো যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করবেন। এসময় সোনালী ব্যাংক ও সোনালী এক্সচেঞ্জের অফিসিয়াল কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ এবং কয়েকটি শাখা পরিদর্শন করবেন। আগামী ২ ডিসেম্বর তার দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলে সোনালী এক্সচেঞ্জ সূত্রে জানা গেছে। ছবি: ইউএনএ





পুত্র সন্তানের বাবা হলেন নায়ক রিয়াজ

(শেষের পাতার পর)

হলেও ২৬ নভেম্বর শনিবার রাতে ফেসবুকে এ খবর শেয়ার করেছেন তিনি।

ফেসবুকে সন্তানের ছবি পোস্ট করে রিয়াজ লিখেছেন, 'আল্লাহর রহমতে আমাদের পরিবারে নতুন সদস্য আরিজ সিদ্দিকী। আপনাদের দোয়া কামনায়।' পরে গণমাধ্যমকে তিনি জানান, গত সপ্তাহে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তার ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। মা ও সন্তান দুজনেই এখন ভালো আছে। সুস্থ আছে।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২২ নভেম্বর চিত্রনায়ক রিয়াজের সঙ্গে মডেল তিনার বাগদান হয়। ওই বছরের ১৮ ডিসেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। ২০১৫ সালের ৩০ মে প্রথমবার বাবা হয়েছিলেন রিয়াজ। বর্তমানে তার ৭ বছর বয়সী মেয়ের নাম আমীরা সিদ্দিকী।

বরিসকে নাগরিকত্ব দিল ইউক্রেন

(শেষের পাতার পর)

মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো তার টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টে লেখেন, ইউক্রেনের একজন মহান বন্ধু বরিস জনসনকে কিয়েভের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে কিয়েভ সিটি কাউন্সিল।

যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় থাকাকালে বরিস জনসন বেশ কয়েকবার ইউক্রেনের রাজধানী পরিদর্শন করেছেন। বিশেষ করে যুদ্ধ চলাকালে তিনিই প্রথম কিয়েভ সফর করেন এবং জেলেনস্কির সাথে একাত্মতা পোষণ করে



তাকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন।

বিশ্বের সর্বোচ্চ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে চাই : কিম জং উন

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর : উত্তর কোরিয়ার লক্ষ্য হলো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়া বলে জানিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন।

শনিবার উত্তর কোরিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, হাওয়াসং-১৭-এর সাম্প্রতিক উৎক্ষেপণের সাথে জড়িত কয়েক ডজন সামরিক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়ার সময় তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন।

রোববার আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে উত্তর কোরিয়ার সংবাদ সংস্থা 'কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি'র (কেসিএনএ) বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

কিম বলেন, উত্তর কোরিয়া এর জনগণের মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি পারমাণবিক বাহিনী তৈরি করছে। তিনি আরো বলেন, তার দেশের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তিশালী কৌশলগত শক্তির অধিকারী হওয়া এবং এই শতাব্দির তুলনাহীন এক সামরিক কাঠামো দাঁড় করানো।

এর আগে গত শুক্রবার উত্তর কোরিয়া ১৫ হাজার কিলোমিটার পাল্লার হাওয়াসং-১৭ আই-সিবিএম-এর পরীক্ষামূলক নিক্ষেপণ চালায়। ক্ষেপণাস্ত্রটির যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার সক্ষমতা রয়েছে।

ওই সময় কিম জং উন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, আমাদের দল ও সরকারের প্রতি শত্রু দেশগুলো হুমকি সৃষ্টি করলে আমরা পরমাণু অস্ত্র দিয়ে কঠোর জবাব দেব, সর্বাত্মক সজ্ঘাতে নিয়োজিত হবো।

সংবাদ সংস্থাটি জানায়, শুক্রবার হাওয়াসং-১৭ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত পরমাণু শক্তি অর্জন। এতে দাবি করা হয়, এই ক্ষেপণাস্ত্র 'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কৌশলগত অস্ত্র।'

উত্তর কোরিয়া দীর্ঘ দিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হুমকি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করছে বলে দাবি করে আসছে।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



কানেকটিকাটের নবনির্বাচিত সিনেটর মাসুদুর রহমান

আমি পারলে আপনারাও পারবেন

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট রাজ্যের প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান সিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমান বলেছেন, আমি বাংলাদেশী হিসেবে গর্ববোধ করি। আমাদের কমিউনিটির জন্য আমাদেরই আওয়াজ তুলতে হবে। আমাদের সবাইকে **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

অনুষ্ঠান অনুস্মরনিকা

শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ'র দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন ০২ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৫টায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে।

'গাইবান্ধা হানাদারমুক্ত দিবস' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ০৭ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারিসিটি প্লাজায়, আলোচনা সন্ধ্যা ৬টায় জুইস সেন্টারে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৯পাতায়)**

'বৈদেশিক রেমিটেন্স এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সোনালী এক্সচেঞ্জ'র -এমডি আফজাল করিম

ঘরে ঘরে সেবা পৌছাতে চাই

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আফজাল করিম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঘরে ঘরে সেবা দিতে সোনালী এক্সচেঞ্জ আধুনিক অনলাইন ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। অচিরেই অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই গ্রাহকরা অর্থ লেনদেন করতে পারবেন। প্রবাসীদের সেবার মান বাড়তে প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে নতুন শাখা খোলা বা এজেন্ট নিয়োগ **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**



নিউইয়র্কে ভাসানী ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভায় বক্তারা

দেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মওলানার মতো নেতা প্রয়োজন

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানী হুজুরের মতো নেতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সহ সারা **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বরিসকে নাগরিকত্ব দিল ইউক্রেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দিয়েছে কিয়েভ। গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। কিয়েভের **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**



বর্ণাঢ্য আয়োজনে চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের 'এলামনাই নাইট ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উদযাপন

রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সময়ের দাবী : জাফর মাহমুদ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করা হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের 'এলামনাই নাইট ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস'। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও ব্যবসায়ী এবং আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের

থ্যাংকস গিভিং, ফ্যামিলি নাইট ও বর্ণিল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

বিশেষ প্রতিনিধিঃ নিউইয়র্কে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থ্যাংকস গিভিং, ফ্যামিলি নাইট ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। উডসাইডের গুলশান টেরেসে গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কলেজের বিপুলসংখ্যক প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও হবিগঞ্জবাসী **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



ইউক্রেনে পাঠানো মার্কিন কামান ভেঙে পড়ছে: নিউইয়র্ক টাইমস

ঢাকা ডেস্কঃ ইউক্রেনে পাঠানো মার্কিন নির্মিত উন্নত প্রযুক্তির হাউইটজার কামান নিয়মিতভাবে ভেঙে পড়ছে। দেশটির সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**



প্রজ্ঞা দাও প্রভু! সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করো!

জাফর আহমদ

"হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করো।"(সুরা শুয়ারা: ৮৩)।

গোলামী বা **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**

খেলার খবর

মেসিকে 'উড়ন্ত চুমু' ছুঁড়ে দিলেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্কঃ টানা ৩৬ ম্যাচে অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছিল দুইবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তবে প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কা খায় মেসিরা, হেরে যায় 'পুঁচকে' সৌদি আরবের **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

হেলথ টিপস

দূর করুন কোষ্ঠকাঠিন্য

বিনোদন ডেস্কঃ শীত এলে অনেকেই পানি খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেন। পর্যাপ্ত পানি পান না করায় বদহজম থেকে শুরু করে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যাও দেখা দেয় অনেকের। **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

বিনোদন

পুত্র সন্তানের বাবা হলেন নায়ক রিয়াজ

বিনোদন ডেস্কঃ কন্যার পর এবার ছেলে সন্তানের বাবা হয়েছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক রিয়াজ। গত সপ্তাহে ছেলের জন্ম **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/প্লেসেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com